ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবা খাতে দুর্নীতি
জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫

মূল প্রতিবেদন

২৯ জুন ২০১৬

সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

বিশেষজ্ঞ দল
অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বাবদ্যালয়*
অধ্যাপক ড. এম কবির, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বাবদ্যালয়*
অধ্যাপক সালাহউদ্দীন এম আমিনুজ্জামান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক পিকে মো. মতিউর রহমান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

মুখ্য গবেষক
মো. ওয়াহিদ আলম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
এস এম মনজুর-ই-খোদা, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
ফারহানা রহমান, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মোহাম্মদ নূরে আলম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, *গবেষণা ও পলিসি*, টিআইবি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মো. ওয়াহিদ আলম, আবু সাইদ মো. জুয়েল মিঞা, মো. রেযাউল করিম, দিপু রায়, তাসলিমা আক্তার, এস এম মনজুর-ই-খোদা, জুলিয়েট রোজেটি, ফারহানা রহমান, শাম্মী লায়লা ইসলাম, মো. শাহ্নূর রহমান, মোরশেদা আক্তার, ফাতেমা আফরোজ, মোহাম্মদ নূরে আলম, নাহিদ শারমীন, নিহার রঞ্জন রায়, মো. জুলকারনাইন, নাজমুল হুদা মিনা

গবেষণায় বিশেষ সহযোগিতা
শাহজাদা এম আকরাম, কুমার বিশ্বজিত দাশ, মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ, মো. মাহমুদ হাসান তালুকদার, জাফর সাদেক চৌধুরী, মো. গোলাম মোস্তফা, মো. খোরশেদ আলম, মো. আলী হোসেন, মুস্তফা কামাল, গোলাম মুহিউদ্দিন

তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ
মো. ওয়াহিদ আলম
ফারহানা রহমান
মোহাম্মদ নূরে আলম

সম্পাদনা
শাহজাদা এম আকরাম

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	
গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা	
অধ্যায় ১. ভূমিকা ও জরিপ পদ্ধতি	**১২-১৫**
১.১ প্রেক্ষাপট	১২
১.২ জরিপের যৌক্তিকতা	১২
১.৩ জরিপের উদ্দেশ্য	১২
১.৪ জরিপের আওতা	১৩
১.৫ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন	১৩
১.৬ জরিপের সময়কাল	১৪
১.৭ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ	১৪
১.৮ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ	১৫
অধ্যায় ২. খানা ও তথ্যদাতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য	**১৬-১৯**
২.১ খানার বৈশিষ্ট্য	১৬
২.২ খানাপ্রধানের ধর্ম ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	১৬
২.৩ খানাপ্রধানের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৭
২.৪ খানাপ্রধানের পেশা	১৭
২.৫ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য	১৮
২.৬ তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৮
২.৭ তথ্যদাতার পেশা	১৯
২.৮ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয়	১৯
অধ্যায় ৩. সেবা খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র	**২০-২৫**
৩.১ সেবা খাতে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র	২০
৩.২ নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ	২০
৩.৩ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ	২১
৩.৪ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	২১
৩.৫ দুর্নীতি ও অনিয়ম: অবস্থান, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গ ভেদে পার্থক্য	২২
৩.৬ খাত ভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১২ - ২০১৫	২৪
অধ্যায় ৪. খাতওয়ারী দুর্নীতির চিত্র	**২৬-৫৩**
৪.১ পাসপোর্ট	২৬
৪.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	২৬
৪.৩ শিক্ষা	২৮
৪.৪ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	৩০
৪.৫ ভূমি প্রশাসন	৩২
৪.৬ বিচারিক সেবা	৩৩
৪.৭ স্বাস্থ্যসেবা	৩৬
৪.৮ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৭
৪.৯ বিদ্যুৎ	৪২
৪.১০ কৃষি	৪৩
৪.১১ কর ও শুল্ক	৪৬
৪.১২ গ্যাস	৪৮
৪.১৩ বীমা	৪৮
৪.১৪ ব্যাংকিং	৪৯
৪.১৫ এনজিও	৫১
৪.১৫ অন্যান্য	৫৩
অধ্যায় ৫: উপসংহার ও সুপারিশ	**৫৪-৫৭**
পরিশিষ্ট	**৫৮-৮০**
পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস	৫৮
পরিশিষ্ট ২: ২০১৫ খানা জরিপের নমুনার বিস্তৃতি	৫৮
পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার	৫৯
পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার শতকরা হার	৫৯

	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার শতকরা হার	৬০
পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন সেবা খাতে গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	৬০
পরিশিষ্ট ৭: প্রাক্কলন	৬১
পরিশিষ্ট ৮: আয় ও ব্যয়ের শ্রেণীভেদে সেবা নেওয়া খাতের সংখ্যা	৬১
পরিশিষ্ট ৯: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে সেবাগ্রহীতার হার	৬১
পরিশিষ্ট ১০: বিভিন্ন সেবাখাতে নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতার হার	৬২
পরিশিষ্ট ১১: জরিপে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র	৬৩

সারণির তালিকা

	পৃষ্ঠা
সারণি ১.১: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন	১৪
সারণি ২.১: খানাপ্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	১৭
সারণি ২.২: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৭
সারণি ২.৩: খানাপ্রধানের পেশা	১৭
সারণি ২.৪: তথ্যদাতার ধরন	১৮
সারণি ২.৫: তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৮
সারণি ২.৬: তথ্যদাতার পেশা	১৯
সারণি ২.৭: গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভেদে খানাপ্রতি গড় আয় ও ব্যয়	১৯
সারণি ৩.১: বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের হার ও পরিমাণ	২০
সারণি ৩.২: জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ	২২
সারণি ৩.৩: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (২০১৫ ও ২০১২ এর জরিপের তুলনা)	২৪
সারণি ৩.৪: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার হার (২০১৫ ও ২০১২ এর জরিপের তুলনা)	২৫
সারণি ৪.১: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা অনুযায়ী সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি	২৭
সারণি ৪.২: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবার ধরন অনুযায়ী ঘুষের শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	২৮
সারণি ৪.৩: শিক্ষা সেবার ধরনভেদে দুর্নীতি	৩০
সারণি ৪.৪: বিআরটিএ হতে গৃহীত সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি	৩১
সারণি ৪.৫: বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি	৩৩
সারণি ৪.৬: ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি	৩৩
সারণি ৪.৭: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার ধরন	৩৪
সারণি ৪.৮: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার হার	৩৪
সারণি ৪.৯: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি	৩৪
সারণি ৪.১০: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলায় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৩৫
সারণি ৪.১১: বিচারিক সেবায় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ	৩৬
সারণি ৪.১২: স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি	৩৭
সারণি ৪.১৩: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবাভেদে দুর্নীতি	৩৭
সারণি ৪.১৪: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি	৩৯
সারণি ৪.১৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণে দুর্নীতি	৩৯
সারণি ৪.১৬: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার	৩৯
সারণি ৪.১৭: সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার	৪০
সারণি ৪.১৮: বিচার ও সালিশের বিষয়ভিত্তিক দুর্নীতির শিকার	৪০
সারণি ৪.১৯: বিচার ও সালিশে অংশগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার	৪১
সারণি ৪.২০: হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার	৪১
সারণি ৪.২১: ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার	৪১
সারণি ৪.২২: বিদ্যুৎ খাতে প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি	৪৩
সারণি ৪.২৩: বিদ্যুৎ খাতে সেবাভেদে দুর্নীতি	৪৩
সারণি ৪.২৪: কৃষি সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি	৪৪
সারণি ৪.২৫: কৃষি খাতে সার প্রাপ্তি সেবার উৎসসমূহ	৪৫
সারণি ৪.২৬: কৃষি খাতে বীজ প্রাপ্তি সেবার উৎসসমূহ	৪৫
সারণি ৪.২৭: কর ও শুল্ক সেবায় এলাকাভেদে সেবার ধরন	৪৭
সারণি ৪.২৮: কর ও শুল্ক সেবার ধরন অনুযায়ী অনিয়ম ও দুর্নীতি	৪৭
সারণি ৪.২৯: ব্যাংকিং সেবার ধরন অনুযায়ী সেবা নেওয়া খানার হার	৫০
সারণি ৪.৩০: ব্যাংকিং সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি	৫১
সারণি ৪.৩১: ব্যাংকিং সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি	৫১
সারণী ৪.৩২: এনজিও'র ধরন ভেদে সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি	৫২

চিত্রের তালিকা

	পৃষ্ঠা
চিত্র ১.১: একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি	১৩
চিত্র ২.১: নারী-পুরুষ অনুপাত	১৬
চিত্র ২.২: খানাপ্রধানের লিঙ্গ	১৬
চিত্র ২.৩: খানাপ্রধানের ধর্ম	১৬
চিত্র ৩.১: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২০
চিত্র ৩.২: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	২১
চিত্র ৩.৩: আয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২৩
চিত্র ৩.৪: ব্যয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২৩
চিত্র ৩.৫: আয়ের অনুপাতে ঘুষের বোঝা	২৩
চিত্র ৩.৬: ব্যয়ের অনুপাতে ঘুষের বোঝা	২৪
চিত্র ৪.১: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২৬
চিত্র ৪.২: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২৭
চিত্র ৪.৩: শিক্ষা খাতে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২৯
চিত্র ৪.৪: শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার	২৯
চিত্র ৪.৫: বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩১
চিত্র ৪.৬: বিআরটিএ'র সেবায় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত দেওয়ার কারণ	৩১
চিত্র ৪.৭: ভূমি সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩২
চিত্র ৪.৮: বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩৫
চিত্র ৪.৯: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি শিকার হওয়া খানার হার	৩৬
চিত্র ৪.১০: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩৮
চিত্র ৪.১১: বিদ্যুৎ সেবায় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৪২
চিত্র ৪.১২: বিভিন্ন ধরনের কৃষি সেবা নেওয়া খানার হার	৪৪
চিত্র ৪.১৩: কৃষি সেবা প্রাপ্তিতে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৪৪
চিত্র ৪.১৪: বিভিন্ন ধরনের কৃষি সেবা প্রাপ্তিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৪৫
চিত্র ৪.১৫: কর ও শুল্ক সেবার ধরন	৪৬
চিত্র ৪.১৬: কর ও শুল্ক খাতে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার কারণ	৪৮
চিত্র ৪.১৭: গ্যাস সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৪৮
চিত্র ৪.১৮: বীমা সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৪৯
চিত্র ৪.১৯: ব্যাংকিং সেবা সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৫০
চিত্র ৪.২০: ব্যাংকিং খাতে ঘুষ প্রদানের কারণ	৫১
চিত্র ৪.২১: এনজিও খাতে দুর্নীতির ধরন ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৫২
চিত্র ৪.২২: অন্যান্য খাতে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৫৩

শব্দসংক্ষেপ

BADC	:	Bangladesh Agricultural Development Corporation
BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
BRTA	:	Bangladesh Road Transport Authority
CID	:	Crime Investigation Department
DB	:	Detective Branch
DESCO	:	Dhaka Electricity Supply Company Limited
DPDC	:	Dhaka Power Distribution Company Limited
FIR	:	First Information Report
GD	:	General Diary
GDP	:	Gross Domestic Product
GR	:	Gratuitous Relief
LC	:	Letter of Credit
LA Unit	:	Land Acquisition Unit
MoF	:	Ministry of Finance
MRP	:	Machine Readable Passport
NBR	:	National Bureau of Revenue
PSU	:	Primary Sampling Unit
RAB	:	Rapid Action Battalion
SA Unit	:	State Acquisition Unit
SDG	:	Sustainable Development Goals
SE	:	Standard Error
SPSS	:	Statistical Package for Social Science
TIB	:	Transparency International Bangladesh
TIN	:	Tax Identification Number
VAT	:	Value Added Tax
VGD	:	Vulnerable Group Development
VGF	:	Vulnerable Group Feeding
VP Unit	:	Vested Property Unit
WZPDCL	:	West Zone Power Distribution Company Limited
ওজোপাডিকো	:	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
কাবিটা	:	কাজের বিনিময়ে টাকা
কাবিখা	:	কাজের বিনিময়ে খাদ্য
দুদক	:	দুর্নীতি দমন কমিশন
পবিবো	:	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
পেট্রোবাংলা	:	বাংলাদেশ মিনারেল অয়েল ও গ্যাস করপোরেশন
বিউবো	:	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
মূসক	:	মূল্য সংযোজন কর

মুখবন্ধ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কাজ করছে। টিআইবি এ উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' পরিচালিত হয়। এই জরিপের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সেবা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন, ব্যাপকতা ও মাত্রা নির্ধারণ করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তারা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, এই খানা জরিপের সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর বার্লিনভিত্তিক সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণাসূচকের কোনো সম্পর্ক নেই। উক্ত সূচকে এই জরিপসহ টিআইবি পরিচালিত অন্য কোনো গবেষণা বা জরিপের তথ্য বিবেচিত হয় না। আরও দুটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য - প্রথমত ধারণাসূচকটি মূলত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে টিআইবি পরিচালিত এই খানা জরিপ কোনো প্রকার ধারণা বা মতামত-নির্ভর জরিপ নয়। বরং এতে তথ্যদাতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত সেবা খাতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, এ জরিপে নির্ধারিত সেবা খাতে সেবাগ্রহীতা সেবা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে সেবা প্রদানকারীর কাছে ঘুষসহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন তার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে দুর্নীতির ধারণাসূচকে মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের দুর্নীতির প্রকোপ বা ব্যাপকতার ধারণা-নির্ভর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়।

টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত সাতটি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। এবারের জাতীয় খানা জরিপে (২০১৫) দেখা যায় বাংলাদেশের ৬৭.৮% খানা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। পাসপোর্ট সেবা (৭৭.৭%) এবার সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে; এর পরেই রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৬%), শিক্ষা-সরকারি ও এমপিওভুক্ত (৬০.৮%), বিআরটিএ (৬০.১%), ভূমি প্রশাসন (৫৩.৪%), বিচারিক সেবা (৪৮.২%), স্বাস্থ্য (৩৭.৫%)। সার্বিকভাবে, ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার প্রায় অপরিবর্তিত (২০১২ এর ৬৭.৩% এর তুলনায় ২০১৫-এ ৬৭.৮); কিন্তু ঘুষের শিকার খানার হার বেড়েছে ২০১২-এর ৫১.৮% এর তুলনায় ২০১৫-এ ৫৮.১%। ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে স্থানীয় সরকার ও বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি ও হয়রানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে; ভূমি প্রশাসন ও বিচারিক সেবায় উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে এবং শিক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা খাতে প্রায় অপরিবর্তিত আছে।

নভেম্বর, ২০১৪ থেকে অক্টোবর, ২০১৫ সময়কালে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাতসমূহে সেবা পর্যায়ে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে লেনদেনকৃতা অর্থের প্রাক্কলিত মোট পরিমাণ প্রায় ৮,৮২১.৮ কোটি টাকা, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ৩.৭% এবং জিডিপি'র ০.৬%। উল্লেখ্য, এই প্রাক্কলন জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাতসমূহের ভিত্তিতে করা, দেশের সকল সেবাখাতের ভিত্তিতে এই পরিমাণ আরো বেশি হবে বলে ধারণা করা যায়। বাংলাদেশে ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পেছনে খানাপ্রতি বার্ষিক গড় ব্যয়ের ১.৬% খরচ হয়, তবে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি (মোট ব্যয়ের ২.২%),পক্ষান্তরে ধনীদের জন্যে তা তুলনামূলক কম (মোট ব্যয়ের ০.০০২%)। অর্থাৎ এই বিপুল ক্ষতির বোঝা আপেক্ষিক অর্থে দরিদ্র জনগণের ওপরেই বেশি।

লক্ষণীয় যে, জনগণের মৌলিক অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিায় অপরিহার্য যে খাতগুলো, বিশেষ করে পাসপোর্ট সেবা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত), বিআরটিএ, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় সরকারের মত খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা এখনো সবচেয়ে বেশি। তাই ব্যষ্টিক পর্যায়ে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাসের প্রবণতাকে এগিয়ে নিতে আইনের বাস্তব, প্রভাবমুক্ত ও কঠোর প্রয়োগ এবং তথ্যের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। দুর্নীতি যে পর্যায়েই হোক আর এর সাথে সম্পৃক্ততা যারই থাকুক না কেন, কারও প্রতি করুণা বা ভয় না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রগতি ও তা ধরে রাখা অসম্ভব হবে।

এই জরিপ টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তবে অন্যান্য বিভাগের অনেক সদস্যও গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত, পরামর্শ ও সমালোচনার মাধ্যমে গবেষকদের সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এই গবেষণার জন্য সাময়িকভাবে নিয়োজিত ৭২ জন তথ্য সংগ্রহকারী ও ১৮ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়কের অবদান। তাদের অক্লান্ত ও অদম্য পরিশ্রমের ফলেই জরিপের কাজটি সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

এই জরিপের বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাথে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ প্যানেল, যার মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক এম. কবির, অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম. আমিনুজ্জামান, অধ্যাপক পিকে মো. মতিউর রহমান এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব। তাঁদের সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত জরিপ পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই জরিপ সম্পন্ন করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

আমরা আশা করছি সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডার জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও উপস্থাপিত সুপারিশমালা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। টিআইবি সংশ্লিষ্ট সকলের যে কোনো ধরনের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে স্বাগত জানাবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

খানা	একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
খানাপ্রধান	পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালনকারী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তিকে খানাপ্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
খানার সদস্য	জরিপ করার সময়ের আগে একমাস ধরে খানায় অবস্থান করছে এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/ গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোনো সদস্য যদি স্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করার পরও নিয়মিত পরিবারের সাথে একত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা স্বীকৃত, এমন ব্যক্তিও খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত।
খানার সক্রিয় সদস্য	খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে - এ ধরনের সদস্য খানার সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচিত।
দুর্নীতি	এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত ঘুষ, প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং আত্মসাৎকৃত অর্থ ইত্যাদি নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেনকে এ জরিপে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ বলতে জনগণের অর্থ বা সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে নিজের আয়ত্তে আনা বা হস্তগত করাকে বোঝানো হয়েছে।
সেবা	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জনগণের আবশ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি কিংবা ফি ছাড়া সহায়তা বা সহযোগিতা প্রদানের কাজকে সেবা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
সেবা খাত	জনগণের চাহিদা ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরাসরি নাগরিক সুবিধা প্রদান করে এমন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ জরিপে সেবা খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
বিভিন্ন খাত সংক্রান্ত সেবা	
স্বাস্থ্যসেবা	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন কেন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা এই খাতে অন্তর্ভুক্ত। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
শিক্ষা	বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি, এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) হতে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে ভর্তি, বেতন, পরীক্ষার ফি, পরীক্ষার নিবন্ধন, বই বিতরণ, উপবৃত্তি ও বিবিধ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সেবাগুলোকে বোঝানো হয়েছে। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি ও এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সকল জনসংশ্লিষ্ট সেবা, যেমন জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা এবং অন্যান্য সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
ভূমি প্রশাসন	ভূমি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর রেকর্ড অফিস, এলএ ও এসএ শাখা, জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রদত্ত সব ধরনের সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
কৃষি	সার ও বীজ সরবরাহ, সরকারি ভর্তুকি, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনীসহ অন্যান্য উপকরণের জন্য সরকার প্রদত্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত হিসেবে থানা পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, র‍্যাব, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ বা সিআইডি'র কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিচারিক সেবা	বিচারিক সেবা বলতে একজন বিচারপ্রার্থী বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য, মামলা ও বিচারকার্য পরিচালনা ও এ সংক্রান্ত সহায়তার সাথে জড়িত সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে

	গৃহীত সেবকে বোঝানো হয়েছে।
বিদ্যুৎ	বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান, যেমন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বিপিডিবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, ওয়েস্টজোন পাওয়ার কোম্পানির গ্রাহক সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
ব্যাংকিং	সরকারি তফসিলি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক এবং বহুজাতিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ, ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ, হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, বয়স্কভাতা/ পেনশনের টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন বিল প্রদান এবং অন্যান্য সেবাকে বিবেচনা করা হয়েছে।
কর ও শুল্ক	ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর আওতায় আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে খানা কর্তৃক টিআইএন (TIN) রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট (Business Identification Number – BIN) রেজিস্ট্রেশন, আয়কর ও ভ্যাট নির্ধারণ, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে পণ্যের শুল্ক নির্ধারণ, আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক, ডাক শুল্ক ও ভ্রমণ কর সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
এনজিও	উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বেসরকারি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র গ্রাহক সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বীমা	সরকারি এবং বেসরকারি সব ধরনের বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা, অবসর বীমা প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিআরটিএ	বিআরটিএ হতে রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট, ট্যাক্স টোকেন, ইন্সুরেন্স নথি জমা, মালিকানা বা ঠিকানা বদল, কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্তি, হারানো নথি বা সনদ সংগ্রহ, জরিমানা জমা দেওয়া, গাড়ির কাগজপত্র জমা দেওয়া, ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ বা নবায়ন, হারানো লাইসেন্স সংগ্রহ প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
পাসপোর্ট	বিভিন্ন পাসপোর্ট প্রতিষ্ঠান হতে নতুন পাসপোর্ট করা, নবায়ন করা, পাসপোর্টে তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন বা পরিবর্তন সম্পর্কিত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
গ্যাস	গ্যাস সংযোগ বা পুনঃসংযোগ, মেরামত ও বিল সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
অন্যান্য	সুনির্দিষ্ট ১৫টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে। বিটিসিএল, পেনশন, ডাক বিভাগ, ওয়াসা, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিসের সেবা প্রভৃতি অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ভূমিকা ও জরিপ পদ্ধতি

১.১ প্রেক্ষাপট

দুর্নীতি উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। রাষ্ট্রীয় ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ঘটতে পারে। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনীতি, প্রশাসন ও বেসরকারি খাতের প্রভাবশালীদের যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বড় অংকের অর্থের অবৈধ লেনদেন ঘটে যার প্রভাব সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পরিসরে ব্যাপক। অন্যদিকে বিভিন্ন সেবামূলক খাতে ক্ষুদ্র আকারের দুর্নীতির প্রভাব সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পরিসরে ব্যাপক না হলেও, এ ধরনের দুর্নীতি সেবা কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে যা প্রকান্তরে সেবা কার্যক্রমকে জনবিমুখ করে তুলে। এরই ফলাফল হিসেবে সেবা কার্যক্রমের ওপর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনাস্থা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও ক্ষুদ্র দুর্নীতি নিম্ন-আয়ের মানুষের ওপর অযাচিত বোঝা তৈরি করে যা তাদের মানবিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণকে বাধাগ্রস্ত করে। পরিশেষে বলা যায়, ক্ষুদ্র দুর্নীতি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে, যা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে।

এ ধরনের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে দুর্নীতি গণমাধ্যমসহ সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন আলোচনা ও উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতিমালা ও কৌশলপত্রেও দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের প্রয়োগ ও শাসন ব্যবস্থাকে দরিদ্রদের জন্য উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষকরে সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম মূল বিষয় ছিল দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার দৃঢ় অঙ্গীকার।[১]

২০১৪ এর নভেম্বর থেকে শুরু করে ২০১৫ এর অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে এই জরিপের মাধ্যমে। এই প্রতিবেদনে সেবা খাতে ২০১৫ এর সার্বিক দুর্নীতির পাশাপাশি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ২০১২ এর সাথে একটি তুলনামূলক চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

১.২ জরিপের যৌক্তিকতা

বর্তমান সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কিছু অঙ্গীকার করা হয়। সরকার জাতিসংঘ দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে অনুসাক্ষরের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে কতগুলো অঙ্গীকারে সম্মত হয়। এছাড়াও, সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়ন, তথ্য অধিকার আইন ও তথ্যদাতা সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করে। এসব উদ্যোগ দুর্নীতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। এ প্রেক্ষাপটে, এ জরিপ বর্তমান সরকার, ক্ষমতাসীন জোট ও রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে এবং সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও জনগণকে দুর্নীতি বিষয়ে সচেতন করতে এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ হতে এ জরিপ ভূমিকা পালন করবে।

দুর্নীতি মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমতার অন্তরায় - এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সেবাখাতে দুর্নীতির ক্ষেত্রে তা অধিকতর প্রযোজ্য। এ প্রেক্ষিতে দুর্নীতির ওপর খানাভিত্তিক জরিপ দুর্নীতির মাত্রা ও প্রকৃতি নিরূপণ করার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে। সম্প্রতি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে (এসডিজি) সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি হ্রাসে কতগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছে, তাই এ জরিপের ফলাফল আগামী বছরগুলোতে এসডিজি সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য পূরণেও সহায়ক হবে।

১.৩ জরিপের উদ্দেশ্য

জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সেবা খাতে খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো -

- বিভিন্ন সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে বাংলাদেশের খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার নির্ণয় করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন সেবামূলক খাত ও প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা; এবং
- সেবাখাতে ক্ষুদ্র দুর্নীতি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা।

[১] বিস্তারিত: আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪*, পৃ. ২৭। http://www.albd.org/ebooks/manifesto2014/, সর্বশেষ ভিজিট: ২৫ জুন ২০১৬।

১.৪ জরিপের আওতা

এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। জরিপে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই জরিপে ১৫টি প্রধান সেবা খাতের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল খাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদানের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। যে সকল খাত হতে সেবা গ্রহণের হার ন্যূনতম শতকরা ২ ভাগ পাওয়া গিয়েছে, সে সকল খাতকে এ জরিপে সুনির্দিষ্ট খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এভাবে নির্বাচিত খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ভূমি প্রশাসন, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, কর ও শুল্ক, এনজিও, বীমা, বিআরটিএ, পাসপোর্ট, গ্যাস। উপরোক্ত খাতগুলোর বাইরে অন্যান্য খাত বা প্রতিষ্ঠানে খানার অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য জরিপের প্রশ্নপত্রে আলাদা একটি অংশ সংযোজন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর মধ্যে রয়েছে ওয়াসা, বিটিসিএল, পোস্ট অফিস, রেলওয়ে, পেনশন, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিস, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত সেবা। শ্রম অভিবাসন খাতে দেশভিত্তিক সরকার নির্ধারিত ব্যয় কেবল মাত্র সাতটি দেশের জন্য সুনির্দিষ্ট থাকায় ২০১২ সালের জরিপের সাথে তুলনাযোগ্য না হওয়ায় এ খাতকে বর্তমান জরিপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

১.৫ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই জরিপে সারাদেশে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত কমিউনিটি সিরিজের আলোকে নমুনা কাঠামো (Sampling Frame)প্রণয়ন করেতিন ধাপ বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন(Three Stage Stratified Cluster Sampling)পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় ও জেলাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার জন্য ৬৪টি জেলা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে স্তর বিবেচনা করা হয়েছে। এরপর নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে জেলা ভিত্তিক ৭.৫% 'মার্জিন অব এরর (Margin of Error)' বিবেচনায় জেলা বা সিটি করপোরেশন প্রতি নমুনার আকার ২৪০ নির্ধারণ করা হয়।

$$n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,

n= নমুনার আকার

p= ০.৬৩৭ (২০১২ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের অনুপাত)

z= ১.৯৬ (৯৫% confidence interval এ Sample Variate-এর মান)

e= ৭.৫% (জেলা ভিত্তিক Margin of Error)

design effect= ১.৫২ (২০১২ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের design effect)

এভাবে নির্ধারিত স্তর-প্রতি নমুনার আকার ৬৪টি জেলা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের জন্য জরিপের মোট নমুনার আকার দাঁড়ায় ১৫,৮৪০ (পরিশিষ্ট ১)। প্রতিটি জেলায় নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পল্লি এলাকায় ৭০% এবং নগর এলাকায় ৩০% খানাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। সে হিসেবে পল্লি ও নগর এলাকায় মোট নমুনার আকার যথাক্রমে ১১,১৪৮টি ও ৪,৬৯২টি (পরিশিষ্ট ২)।

চিত্র ১.১: একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি

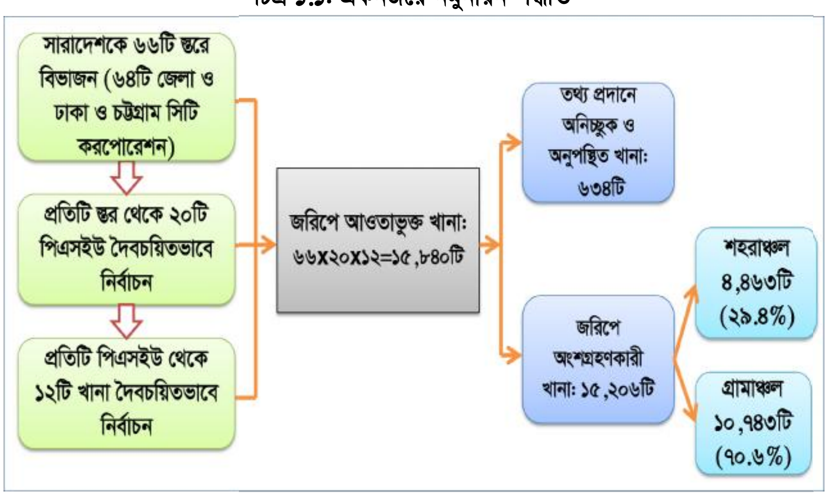

জরিপকালে ৬৩৪টি খানা অনুপস্থিত থাকায় বা উত্তরদানে অস্বীকৃতি জানানোয় চূড়ান্তভাবে ১৫,২০৬টি খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়, যা জরিপের আওতাভুক্ত মোট খানার ৯৬%। পল্লি ও নগর এলাকায় এসব খানার সংখ্যা যথাক্রমে ১০,৭৪৩টি (৭০.৬%) ও ৪,৪৬৩টি (২৯.৪%)। এসব খানা ৬৪টি জেলা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন সংশ্লিষ্ট ১,৩২০টি পিএসইউতে (Primary Sampling Unit-PSU) বিন্যস্ত (পল্লি এলাকায় ৯২৯টি, নগর এলাকায় ৩৯১টি)। এই জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এভাবে প্রণীত নমুনা থেকে জরিপের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক যেমন বিগত এক বছরে বিভিন্ন খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হারের মার্জিন অব এরর (Margin of Error) যথাক্রমে পাওয়া গিয়েছে ± ২.১% ও ± ২.২%।

সারণি ১.১: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	পল্লি	নগর	সার্বিক
ঢাকা	২,০৫৪	১,১৪৭	৩,২০৫
চট্টগ্রাম	১,৭৯৩	৯৮১	২,৭৭৪
রাজশাহী	১,৩৩০	৫১১	১,৮৪১
খুলনা	১,৬৮৬	৬৪৯	২,৩৩৫
বরিশাল	১,০৪২	৩৪৬	১,৩৮৮
রংপুর	১,৪৩৬	৪১২	১,৮৪৮
সিলেট	৭০২	২০২	৯০৪
ময়মনসিংহ	৬৯৬	২১৫	৯১১
মোট খানা	১০,৭৪৩	৪,৪৬৩	১৫,২০৬

জরিপের খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচের তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়:

১. প্রথম পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রতিটিতে আলাদাভাবে সরল দৈবচয়নের মাধ্যমে ২০টি করে মৌজা বা মহল্লা (পিএসইউ) নির্বাচন করা হয়।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লার মোট খানার বিবেচনায়প্রয়োজনীয় সংখ্যক segment-এ ভাগ করে একটি অংশ (segment) সরল দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত অংশেরউত্তর-পশ্চিম কোণের একটি দ্রষ্টব্য বস্তু (landmark) হতে ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে ১০০ খানার তালিকা (লিস্টিং) করা হয়। যেসব গ্রাম বা মহল্লায় খানার সংখ্যা ১০০-এর কম সেসব ক্ষেত্রে ঐ গ্রাম বা মহল্লার পার্শ্ববর্তী গ্রাম বা মহল্লা (একই মৌজায় অবস্থিত) থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খানা যোগ করে ১০০ খানার তালিকা সম্পন্ন করা হয়। তবে পার্বত্য তিনটি জেলার ক্ষেত্রে খানার ঘনত্ব কম বিধায় ৬০ খানার লিস্টিং করা হয়।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে ৬০ বা ১০০টি খানার তালিকা থেকে নিয়মানুগ নমুনায়ন (Systematic Sampling) এর মাধ্যমে প্রতিটি পিএসইউ হতে ১২টি করে খানা জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়।

১.৬ জরিপের সময়কাল

এই খানা জরিপ ২০১৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ৬৪টি জেলায় পরিচালিত হয়। নির্বাচিত খানাগুলো ২০১৪ এর নভেম্বর থেকে ২০১৫ এর অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা গ্রহণের সময় যেসব দুর্নীতি ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৭ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

এই খানা জরিপ ৭২ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারীর সমন্বয়ে গঠিত মোট ১৮টি তথ্য সংগ্রহকারী দলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। একজন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও চারজন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়ে গঠিত প্রতিটি দল চারটি জেলায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত পিএসইউ সংশ্লিষ্ট খানাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল। প্রতিটি খানায় একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রধানত খানাপ্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তিনবার পরিদর্শনের পরও খানা-প্রধানকে পাওয়া না গেলে তথ্য প্রদানে সক্ষম খানার অন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যিনি খানার সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা রাখেন বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ১৮ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও ৭২ জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কমপক্ষে স্নাতক। তথ্য সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তত্ত্বাবধায়কদের ক্ষেত্রে দুই বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জরিপ সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল বাধ্যতামূলক। বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগকৃতদের পাঁচ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে প্রশ্নপত্রে খাতওয়ারি কী কী প্রশ্ন রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তথ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট

গবেষকরা ধারণা দেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে খসড়া প্রশ্নপত্র নিয়ে নিকটবর্তী এলাকায় ফিল্ড টেস্ট করানো হয়। ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মাধ্যমে প্রশ্নপত্রটিকে পরিমার্জন করা হয় এবং জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের খুঁটিনাটি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। খসড়া প্রশ্নমালা ফিল্ড টেস্ট এবং টিআইবি'র গবেষক ও পরামর্শক দলের পর্যালোচনার পর তা চূড়ান্ত করে জরিপে ব্যবহার করা হয়। এ পরামর্শক দল গবেষণার ধারণা প্রস্তুত হতে ফলাফল উপাস্থপনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণকর্মটিকে সমৃদ্ধ করেন।

জরিপের সময় তথ্যসংগ্রহকারী প্রতিটি দলের প্রশ্নপত্র পূরণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য টিআইবি'র স্থায়ী গবেষণা দলের একজন করে গবেষক নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়করা নিজ নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করেন। টিআইবি'র গবেষক ও মাঠ তত্ত্বাবধায়করা প্রযোজ্যক্ষেত্রে দৈবচয়নসহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ৩২.৯% বিভিন্নভাবে যাচাই করেন (অ্যাকম্পানি চেক ৯.৫%, ব্যাক চেক ১৩.৪%, স্পট চেক ৮.৫%, টেলিফোন চেক ২.৭%)। যাচাইয়ে কোনো অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে তা প্রশ্নপ্রত্রে ঠিক করা হয়।

জরিপের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবি'র নিজস্ব স্থায়ী গবেষণা দলের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া জরিপ পদ্ধতি ও প্রশ্নমালা তৈরিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাঁচজন বিশেষজ্ঞ গবেষকের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরামর্শক দলের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

১.৮ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মূল কাজ ছিল পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দূর করা। মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বের সাথে কাজ করেছে এমন ২০ জন তথ্য সংগ্রহকারীকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রশ্নমালা এডিটিং এবং রি-কোডিং এর কাজে নিয়োজিত করা হয়। এই দলটি ১৫,৮৪০টি প্রশ্নমালা হতে সব ধরনের অসামঞ্জস্য দূর করে। এরপর ১২ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রশ্নপত্র উপাত্তের ডবল এন্ট্রি সম্পন্ন করা হয়। ডবল এন্ট্রি সম্পন্ন হওয়ার পর ডাটাবেজে ০.০৫% এন্ট্রি ভ্রান্তি পাওয় যায় যা পরবর্তীতে সংশোধন করা হয়। এছাড়াও খাতভিত্তিক ১০-৩০% প্রশ্নপত্র যাচাই করা হয়।

অবশেষে তথ্য SPSS এবং STATA ব্যবহার করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এটি একটি জটিল জরিপ কার্য (Complex Survey) বিধায় প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে খানাগুলোর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বের করে চূড়ান্ত design based প্রাক্কলন নিরূপণ করার জন্য ভর (weight) ব্যবহার করা হয়[২]। বিশ্লেষণের সময় মূলত বিভিন্ন সূচক এবং চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়াও জরিপে উল্লিখিত সেবা নেওয়ার সময়ে বাংলাদেশের সবগুলো খানার মোট ঘুষের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে।[৩] তাছাড়া প্রাক্কলনসমূহের নির্ভরযোগ্যতা (reliability) যাচাইয়ের জন্য খাতভিত্তিক Standard Error (SE)[৪]-এর মান বের করা হয়।[৫]

---

[২] weight=1/p, যেখানে p=p1*p2*p3; p1=probability of selecting a PSU under a district, p2=Selection probability of a segment , p3=selection probability of a household from the segment। পরবর্তীতে বিশ্লেষণের সময় খানাগুলোকে ভর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

[৩] প্রথমে ভর দিয়ে খানাপ্রতি গড় ঘুষ প্রাক্কলন করা হয় এবং গড় ঘুষকে মোট খানা দিয়ে গুণ করা হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে সেবা গ্রহণের অনুপাত দিয়ে গুণ করে মোট ঘুষ প্রাক্কলন করা হয়।

[৪] সমগ্র population থেকে তথ্য নিয়ে proportion বের করা হলে তা প্রকৃত মান প্রকাশ করে। কিন্তু population থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন করায় প্রাপ্ত proportion-এর একটি আনুমানিক মান পাওয়া যায় যা প্রকৃত মান থেকে কম-বেশি হতে পারে। নমুনা থেকে প্রাপ্ত এই আনুমানিক পার্থক্য পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয় যা SE নামে পরিচিত।

[৫] খাতভিত্তিক নমুনা এবং SE পরিশিষ্টে দেখানো হল।

অধ্যায় ২

খানা ও তথ্যদাতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে, এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। জরিপের পূর্ববর্তী একমাস ধরে খানায় অবস্থান করছেন এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোনো সদস্য যদি স্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করার পরও নিয়মিত পরিবারের সাথে একত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা স্বীকৃত হয় তবে এমন ব্যক্তিকেও খানার সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। খানায় অবস্থান করে খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে - এ ধরনের সদস্যকে খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই জরিপে নমুনা হিসেবে খানাগুলোকে এমনভাবে নেওয়া হয়েছে যাতে সেগুলো বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের জনমিতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সূচক নির্দেশ করতে পারে। এ অধ্যায়ে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

২.১ খানার বৈশিষ্ট্য

জরিপে দেখা যায় নারী-পুরুষের শতকরা হার যথাক্রমে ৪৮.৫% এবং ৫১.৫% যা জাতীয়ভাবে নারী ও পুরুষের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (চিত্র ২.১)।[৬] এছাড়া, জরিপে দেখা যায়, খানার গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৭ জন।[৭] ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের খানার সদস্য সংখ্যার হার ৬৬% এবং ১৮ বছরের নীচের সদস্য সংখ্যার হার ৩৪%।[৮] জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্যে নারী প্রধান খানা ৫.৩% এবং ৯৪.৭% খানা পুরুষ প্রধান (চিত্র ২.২)।

চিত্র ২.১: নারী-পুরুষ অনুপাত (%)

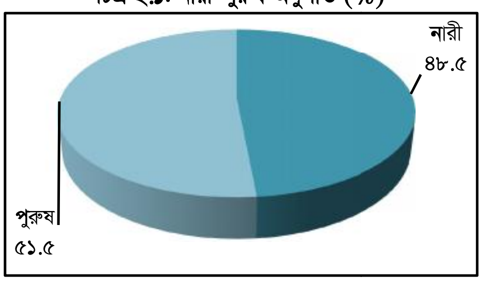

চিত্র ২.২: খানাপ্রধানের লিঙ্গ (%)

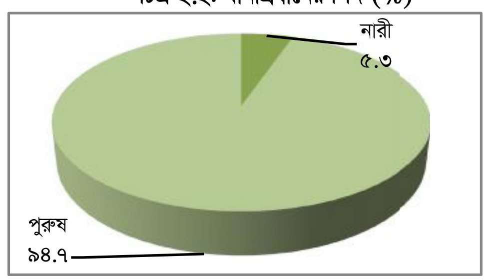

২.২ খানাপ্রধানের ধর্ম ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলোর ৮৯.৬% ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী খানাপ্রধান। খানাপ্রধানদের ৯.৫% সনাতন (হিন্দু) ধর্মাবলম্বী এবং ০.৯% অন্যান্য (বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য) ধর্মাবলম্বী। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইসলাম, সনাতন ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকসংখ্যার হার ছিল যথাক্রমে ৮৯.১%, ৯.২% ও ১.৭%।

চিত্র ২.৩: খানাপ্রধানরের ধর্ম (%)

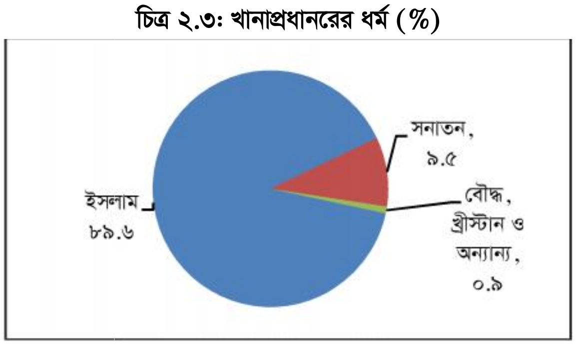

[৬] জাতীয় নারী-পুরুষের শতকার হার যথাক্রমে ৫০.০৬ এবং ৪৯.৯৪, বিবিএস, ১৫ মার্চ, ২০১১।
[৭] ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত গণশুমারিতে খানার গড় সদস্য সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে ৪.৪ জন, বিবিএস, ১৫ মার্চ, ২০১১।
[৮] ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত গণশুমারীতে ১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের খানার সদস্য সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে ৬০.৩% এবং ১৮ বছরের নীচের সদস্য সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে ৩৯.৭%, বিবিএস, ১৫ মার্চ, ২০১১।

বাংলাদেশের অধিকাংশ খানাপ্রধান বাঙ্গালি নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের অধিকারী। জরিপে ৯৯.২% খানাপ্রধান বাঙ্গালি এবং বাকি ০.৮% খানাপ্রধান আদিবাসী ও অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[১]

সারণি ২.১: খানাপ্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়

খানাপ্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	গ্রামাঞ্চল (%)	শহরাঞ্চল (%)	সার্বিক (%)
বাঙালি	৯৯.২	৯৯.৪	৯৯.২
আদিবাসী ও অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	০.৮	০.৬	০.৮

২.৩ খানাপ্রধানের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপকৃত খানার খানাপ্রধানের গড় বয়স ৪৫ বছর। জরিপকৃত খানাগুলোর খানাপ্রধানদের ১০.৩% বয়স ৩০ বছরের নীচে, ৩০-৩৯ বছরের মধ্যে ২৭.১%, ৪০-৪৯ বছরের মধ্যে ২৪.৬%, ৫০-৫৯ বছরের মধ্যে ১৮.৭%, এবং ৬০ বছরের উর্ধ্বে ১৯.২%।

খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সর্বাধিক ২৭.১% খানাপ্রধান মাধ্যমিক পাশ, ২৪.৪% শুধু সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এবং ২১.২% খানাপ্রধান প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেছে। লিঙ্গভেদে নারী খানাপ্রধানদের ২৯.৭% নিরক্ষর এবং পুরুষ খানাপ্রধানদের ক্ষেত্রে তা ১৪.৮%। ১৫.৪% নারী খানাপ্রধান প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করেছেন, পুরুষ খানাপ্রধানদের ক্ষেত্রে এ হার ২১.৫%। অপরদিকে ১৮.৬% নারী খানাপ্রধান মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষ করেছে, যা পুরুষ খানাপ্রধানদের ক্ষেত্রে ২৭.৬%।

সারণি ২.২: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	লিঙ্গভেদে (%)		এলকার অবস্থানভেদে (%)		সার্বিক
	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	(%)
নিরক্ষর	২৯.৭	১৪.৮	১৬.৩	১৩.৩	১৫.৬
অপ্রাতিষ্ঠানিক সাক্ষরতা	৩০.৪	২৫.৩	২৮.৫	১৬.৬	২৫.৫
প্রি-স্কুল	০.১	০.২	০.২	০.১	০.২
প্রাথমিক	১৫.৪	২১.৫	২১.০	২১.৯	২১.২
মাধ্যমিক	১৮.৬	২৭.৬	২৫.৯	৩০.৬	২৭.১
উচ্চ মাধ্যমিক	১.৬	৪.৬	৩.৮	৬.৫	৪.৪
স্নাতক/স্নাতকোত্তর/উচ্চতর	৪.২	৬.১	৪.৩	১১.০	৬.০

এলাকার অবস্থানভেদে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রামাঞ্চলের ২৭.২% খানাপ্রধান সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, এ হার শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১৬.০%। অপরদিকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/উচ্চতর পর্যায়ে গ্রামাঞ্চলে ৪.৩% খানাপ্রধান শিক্ষাগ্রহণ করেছে যা শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১১%।

২.৪ খানাপ্রধানের পেশা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় সঙ্গত কারণেই খানার প্রধান পেশা হিসেবে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছে কৃষিকাজ। সার্বিকভাবে এ হার ২১.৭% (সারণি ২.৩)। প্রধান পেশা হিসেবে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও বেসরকারি চাকরি উল্লেখ করে যথাক্রমে ১৪.৯% ও ১২%। এখনও গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজ প্রধান্য পেলেও ক্ষুদ্র ব্যবসা (১৪%) ও দিনমজুর/ক্ষেতমজুর (১২.২%) ওপর নির্ভরশীল খানাপ্রধানের সংখ্যা কম নয়। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে খানাপ্রধানের পেশা হিসেবে ক্ষুদ্র ব্যবসা (১৭.৯%) এবং বেসরকারি চাকরি (১৬.৮%) সংখ্যা বেশি পাওয়া যায়।

সারণি ২.৩: খানাপ্রধানের পেশা

পেশা	গ্রামাঞ্চল (%)	শহরাঞ্চল (%)	সার্বিক (%)
কৃষিকর্ম	২৬.৯	৫.৯	২১.৭
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৪.০	১৭.৯	১৪.৯
বেসরকারি চাকরি	১০.৪	১৬.৮	১২.০
দিনমজুর/ক্ষেতমজুর	১২.২	৯.৮	১১.৬
পরিবহন চালক/শ্রমিক	৯.৬	১২.৯	১০.৪
মাঝারি ব্যবসা	৪.৮	১১.৪	৬.৫
অবসরপ্রাপ্ত	৪.৯	৬.৫	৫.৩
গৃহিনী	৩.৮	৪.০	৩.৮

[১] জাতীয় খানার ৯৮.৮৯% বাঙালি এবং ১.১১% অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী , বিবিএস, ১৫ মার্চ, ২০১১।

পেশা	গ্রামাঞ্চল (%)	শহরাঞ্চল (%)	সার্বিক (%)
সরকারি চাকরি	১.৬	৪.০	৩.৪
প্রবাসী কর্মী	২.৯	২.৬	২.৮
জেলে/কামার/কুমার/তাঁতি	২.২	১.১	১.৯
পেশাজীবি (ডাক্তার/আইনজীবী/ইঞ্জিনিয়ার/শিক্ষক)	২.৪	১.৭	২.২
অন্যান্য (বৃহৎ ব্যবসা, শিক্ষার্থী, বেকার, গৃহকর্মী, ইত্যাদি)	৪.৩	৫.৪	৩.৫

২.৫ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য

এই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল খানা-প্রধানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় খানা-প্রধান অনুপস্থিত থাকায় অথবা সক্রিয় সদস্য না হলে সেক্ষেত্রে খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্যের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যে খানার সকল কর্মকাণ্ড বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণের বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং সুস্পষ্ট ধারণা রাখে। সার্বিকভাবে প্রায় ৫৮.৫% তথ্যদাতা হচ্ছে খানাপ্রধান নিজে এবং বাকি ৪১.৫% খানার অন্য একজন সক্রিয় সদস্য। তথ্যদাতা হিসেবে সক্রিয় খানাপ্রধান গ্রামাঞ্চল এলাকার তুলনায় শহরাঞ্চল এলাকায় বেশি ছিল। তথ্যদাতার মধ্যে প্রায় ৬০.৬% পুরুষ এবং ৩৯.৪% নারী। জরিপে তথ্যদাতার গড় বয়স ৪১ বছর।

সারণি ২.৪: তথ্যদাতার ধরন

তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য	তথ্যদাতার অবস্থান (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
তথ্যদাতার ধরন			
খানাপ্রধান স্বয়ং	৫৭.২	৬২.৬	৫৮.৫
খানার অন্য সক্রিয় সদস্য	৪২.৮	৩৭.৪	৪১.৫
তথ্যদাতার লিঙ্গ			
নারী	৪০.৫	৩৬.০	৩৯.৪
পুরুষ	৫৯.৫	৬৪.০	৬০.৬

২.৬ তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা সমাজে একজন মানুষের জীবন-যাপনের ধরন ও সামাজিক অবস্থান নির্ধারণে প্রভাব রাখে। শিক্ষার সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতার কার্যকর সম্পর্ক রয়েছে। সারণি ২.৫ এ দেখা যায়, ৫২.৩% তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত। ২১.৪% উত্তরদাতা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। তবে ১৩.৬% তথ্যদাতা নিরক্ষর এবং ২২.২% তথ্যদাতা সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। লিঙ্গভেদে তথ্যদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় বেশি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় সমাপ্ত করা নারী তথ্যদাতাদের হার যথাক্রমে ২২.৫% এবং ৩৩.৯%, পুরুষ তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ২০.৭% এবং ২৯.০%। অপরদিকে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক/স্নাতকোত্তর/উচ্চতর পর্যায়ে নারী তথ্যদাতাদের তুলনায় পুরুষ তথ্যদাতাদের হার বেশি। উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক/স্নাতকোত্তর/উচ্চতর পর্যায় সমাপ্ত করেছেন এরকম পুরুষ তথ্যদাতাদের হার যথাক্রমে ৫.৯% এবং ৭.৫%, নারী তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে হার যথাক্রমে ৪.২% এবং ২.৮%।

সারণি ২.৫: তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	লিঙ্গভেদে (%)		এলকার অবস্থানভেদে (%)		সার্বিক
	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	(%)
নিরক্ষর	১১.৭	১৪.৯	১৪.০	১২.৩	১৩.৬
অপ্রাতিষ্ঠানিক সাক্ষরতা	২৪.৬	২১.৯	২৫.৬	১৪.৯	২৩
প্রি-স্কুল	০.৩	০.১	০.২	০.১	০.২
প্রাথমিক	২২.৫	২০.৭	২১.৩	২১.৮	২১.৪
মাধ্যমিক	৩৩.৯	২৯.০	৩০.৩	৩২.৭	৩০.৯
উচ্চ মাধ্যমিক	৪.২	৫.৯	৪.৩	৮.০	৫.২
স্নাতক/স্নাতকোত্তর/উচ্চতর	২.৮	৭.৫	৪.১	১০.২	৫.৬

গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভেদে তথ্যদাতাদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তির হার শহরাঞ্চলে বেশি ছিল। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়ের বা তার বেশি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির হার ৬০.০% যা শহরাঞ্চলে ৭২.৭%। গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষর ও শুধু সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন তথ্যদাতার হার যথাক্রমে ১৪.০% ও ২৪.৮%, এ হার শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১২.৩% ও ১৪.৩%।

২.৭ তথ্যদাতার পেশা

তথ্যদাতার পেশা বিবেচনায় সার্বিকভাবে সর্বাধিক ৩৫.৬% (সারণি ২.৬) গৃহিনী, গ্রামাঞ্চলে এ হার ৩৭.২% এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৩০.৭%। তথ্যদাতাদের অন্যান্য পেশার মধ্যে কৃষিকর্ম (১৪.৬%) ও ক্ষুদ্র ব্যবসা (১০.৪%) অন্যতম। এছাড়াও বেসরকারি চাকরি (৭.৬%), দিনমজুর/ক্ষেতমজুর (৬.৮%) ও পরিবহন চালক/শ্রমিক (৫.৬%) হিসেবে কর্মরত।

সারণি ২.৬: তথ্যদাতার পেশা

পেশা	গ্রামাঞ্চল (%)	শহরাঞ্চল (%)	সার্বিক (%)
গৃহিনী	৩৭.২	৩০.৭	৩৫.৬
কৃষিকর্ম	১৮.১	৪.১	১৪.৬
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৯.৮	১২.১	১০.৪
বেসরকারি চাকরি	৫.৭	১৩.২	৭.৬
দিনমজুর/ক্ষেতমজুর	৬.৮	৬.৭	৬.৮
পরিবহন চালক/শ্রমিক	৪.৯	৭.৮	৫.৬
মাঝারি ব্যবসা	৩.৬	৮.৪	৪.৮
অবসরপ্রাপ্ত	৩.৫	৪.৮	৩.৮
পেশাজীবি (ডাক্তার/আইনজীবী/ইঞ্জিনিয়ার/শিক্ষক)	১.৮	১.৩	১.৭
সরকারি চাকরি	০.৮	২.৭	১.৩
জেলে/কামার/কুমার/তাঁতি	১.৪	০.৬	১.২
প্রবাসী কর্মী	০.৫	০.৫	০.৫
অন্যান্য (বৃহৎ ব্যবসা, শিক্ষার্থী, বেকার, গৃহকর্মী, ইত্যাদি)	৫.৯	৭.১	৬.১

২.৮ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয়

জরিপকৃত খানার গড় মাসিক আয় **১৫,৩৪৮** টাকা। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে এই আয় যথাক্রমে **১৩,৬৪৪** টাকা ও **২১,০০৬** টাকা। অন্যদিকে জরিপকৃত খানার মাসিক ব্যয় **১২,২৮৯** টাকা। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে গড় মাসিক ব্যয় যথাক্রমে **১০,৯৭১** টাকা ও **১৬,০২৫** টাকা।

সারণি ২.৭: গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভেদে খানাপ্রতি গড় আয় ও ব্যয়

বিভাগ	আয় (গড় টাকা)			ব্যয় (গড় টাকা)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
বরিশাল	১১,৬৮৩	১৬,৪৫৪	১২,৬০৫	১০,৪৩৮	১৩,৯০৬	১১,১১৩
চট্টগ্রাম	১৪,৮৭৩	১৯,৮০৮	১৬,৩১৫	১৩,০২৬	১৭,১৩৪	১৪,২২৩
ঢাকা	১৬,৮১৬	২৫,১৯২	১৯,৮২৩	১২,৪৯৮	১৭,৭৪৫	১৪,৩৯৩
খুলনা	১১,২০১	১৪,০৯৩	১১,৬৭৮	৯,০১৫	১১,৬২২	৯,৪৪৬
ময়মনসিংহ	১২,১১৩	১৬,৬৪১	১২,৫৫১	৯,৪৭৯	১২,৬২৬	৯,৭৯০
রাজশাহী	১১,০২১	১৪,১৪২	১১,৫৪০	৯,৪৮১	১১,৮১২	৯,৮৬৬
রংপুর	৯,৫৯৬	১৪,০২৪	১০,২৬০	৭,৯১৬	১১,৫৪০	৮,৪৬০
সিলেট	১৫,৮৮৫	১৬,৭০৫	১৬,০৪৯	১৩,১১৪	১৫,৪৩১	১৩,৫৭৯
সার্বিক	১৩,৬৪৪	২১,০০৬	১৫,৩৪৮	১০,৯৭১	১৬,০২৫	১২,২৮৯

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত 'এইচআইইএস ২০১০'[১০] অনুযায়ী জরিপকৃত খানাগুলোর মাসিক আয় ছিলো **১১,৪৭৯** টাকা, গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভেদে যা যথাক্রমে ৯,৬৪৮ টাকা ও ১৬,৪৭৫ টাকা। অন্যদিকে একই সময়ে খানাগুলোর মাসিক ব্যয় ছিলো **১১,২০০** টাকা, গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভেদে যা যথাক্রমে ৯,৬১২ টাকা ও ১৫,৫৩১ টাকা।

[১০] Household Income Expenditure Survey 2010, Bangladesh Bearue of Statistics (BBS); বিস্তারিত: http://203.112.218.65/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/HIES-10.pdf

অধ্যায় ৩

সেবা খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র

৩.১ সেবা খাতে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র

২০১৫ এর খানা জরিপে দেখা যায় সারা দেশে জরিপকৃত খানাগুলোর ৯৯.৬% কোনো না কোনো খাত হতে সেবা নিয়েছে (পরিশিষ্ট ৩), এবং সেবাগ্রহণকারী খানার ৬৭.৮% সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে (পরিশিষ্ট ৪)। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাসপোর্ট খাতে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা ছিল সর্বাধিক। যেসব খানা এ খাত থেকে সেবা নিয়েছে তাদের ৭৭.৭% কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়। দুর্নীতির মাত্রায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৬%) ও শিক্ষা (৬০.৮%)। বিআরটিএ, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ খাতে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৬০.১%, ৫৩.৪%, ৪৮.২% ও ৩৭.৫% দুর্নীতির শিকার হয়।

চিত্র ৩.১: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

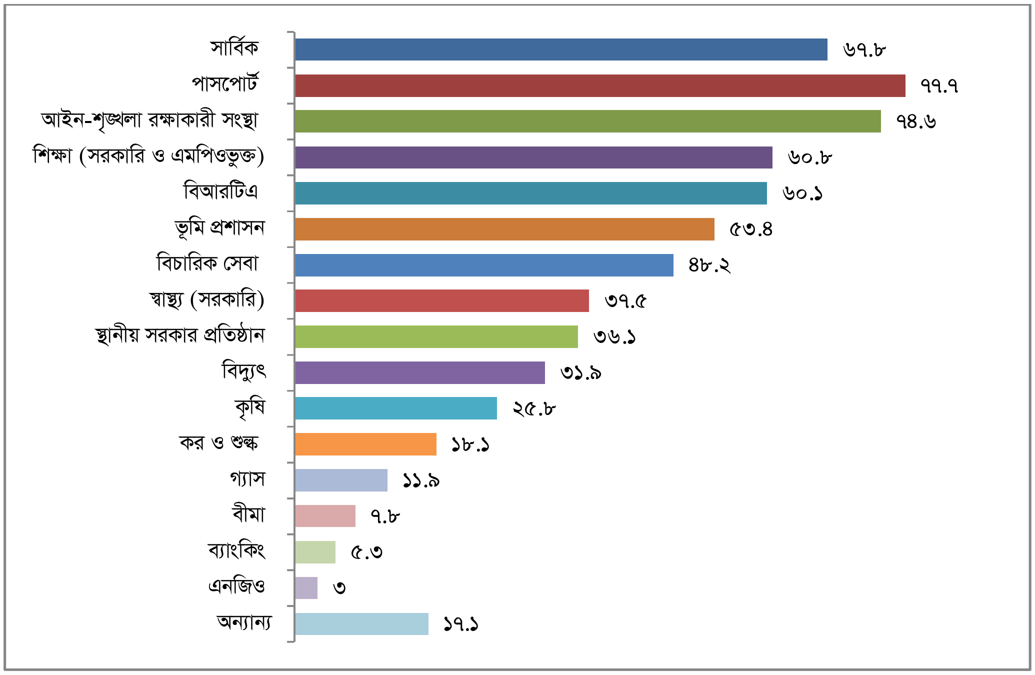

৩.২ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

বাংলাদেশে সেবা খাতে সংঘটিত দুর্নীতিগুলোর মধ্যে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া অন্যতম। দেখা যায় সার্বিকভাবে সেবা খাতগুলো থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলোর ৫৮.১% নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৩.১)।

সারণি ৩.১: বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভত অর্থের হার ও পরিমাণ

সেবা খাত	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
পাসপোর্ট	৭৬.১	৩,১২০
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৫.৯	৭,০৬৭
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৬.৯	৩৭৪
বিআরটিএ	৫২.৩	৩,৮৬৯
ভূমি প্রশাসন	৪৯.৮	৯,২৫৭
বিচারিক সেবা	২৮.৯	৯,৬৮৬
বিদ্যুৎ	২৮.৪	৩,৬৩০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২২.৩	৪৪৭
কৃষি	১৮.২	৮৩২

সেবা খাত	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
স্বাস্থ্য	১৬.৭	১৯৬
কর ও শুল্ক	১৪.৭	৪,৭৯৬
গ্যাস	১০.৬	২৭,১৬৬
বীমা	১.৮	১৩,৪৬৫
ব্যাংকিং	১.৮	৩,২১৯
এনজিও	১.০	৬৮৫
অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	১০.০	৪,৬৩৩
সার্বিক	**৫৮.১**	৪,৫৩৮

আরও দেখা যায়, পাসপোর্ট সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো সর্বাধিক হারে (৭৬.৯%) ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং শিক্ষা সেবা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত), যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৬৫.৯% ও ৫৬.৯% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

জরিপের বিবেচ্য সময়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে সার্বিকভাবে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ কালে গড়ে ৪,৫৩৮ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। এর পরিমাণ গ্যাস সেবার ক্ষেত্রে সর্বাধিক, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানাকে গড়ে ২৭,১৬৬ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। এর পরে আছে বীমা সেবা ও বিচারিক সেবা যেখানে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে গড়ে যথাক্রমে ১৩,৪৬৫ টাকা ও ৯,৬৮৬ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাতে খানাগুলো যথাক্রমে গড়ে ৩৭৪ টাকা ও ১৯৬ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী সেবা খাতে বাংলাদেশের খানাগুলোকে মাথাপিছু গড়ে বার্ষিক ৫৩৩ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

৩.৩ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ

বিভিন্ন সেবা নিতে যেয়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ৫৮.১%-কে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। এই অর্থ দেওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতারা এক বা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৭০.৯% খানা টাকা না দিলে সেবা না পাওয়া, ৩৩.৩% খানা তথ্য না জানা থাকা, ২৬.৫% খানা হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো, ১৬.৬% খানা নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া, ১২.৬% খানা নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া, ৪.৪% খানা প্রভাবিত করা এবং ৪.৫% খানা অন্যান্য কারণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

চিত্র ৩.২: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)

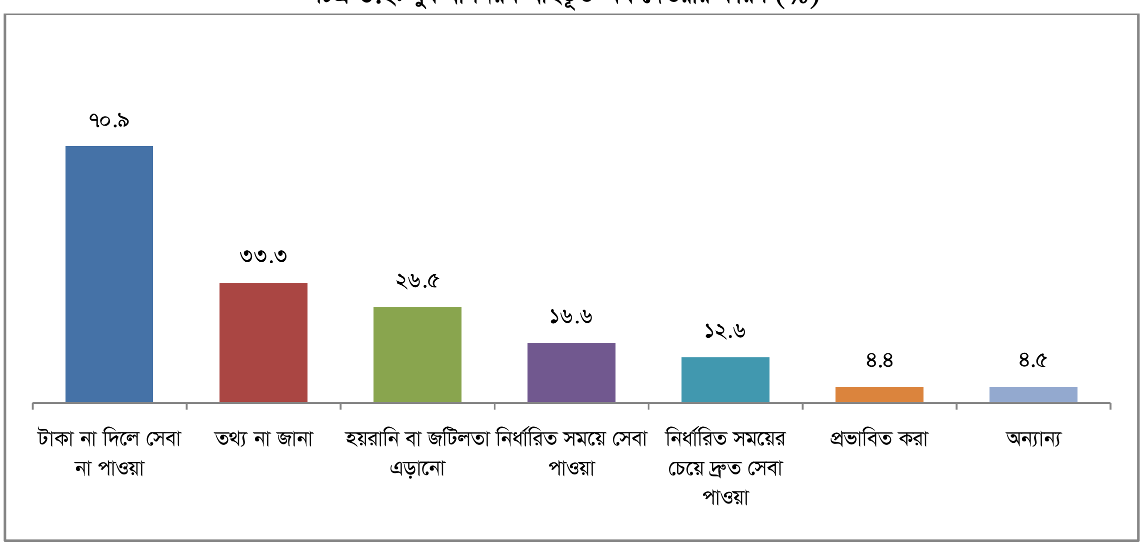

৩.৪ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

২০১১ সালের আদম শুমারির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাক্কলিত মোট খানার সংখ্যা ৩ কোটি ৬২ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৩২ (পরিশিষ্ট ৭)। এই হিসাবে নভেম্বর ২০১৪ থেকে অক্টোবর ২০১৫ সময়কালে সেবাগ্রহীতা

খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাতে জাতীয়ভাবে যে পরিমাণ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তার প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ প্রাক্কলন থেকে দেখা যায়, এই সময়ে জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে যে অর্থ দিয়েছে তার পরিমাণ ৮,৮২১.৮ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের এ পরিমাণ ২০১২ সালের চেয়ে তুলনাযোগ্য খাতের ভিত্তিতে ১,৪৯৭.৩ কোটি টাকা বেশি। অর্থাৎ ২০১২ সালের তুলনায় বাংলাদেশের খানাগুলোকে ২০১৫ সালে প্রায় এক হাজার পাঁচশত কোটি টাকা বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের খানাগুলোর প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের এই পরিমাণ চলতি বাজারমূল্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জিডিপি'র[১১] ০.৬% এবং জাতীয় বাজেটের[১২] ৩.৭%। এখানে উল্লেখ্য, প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ শুধুমাত্র জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাতের বিবেচনায় করা হয়েছে অর্থাৎ এটি বাংলাদেশের সকল সেবাখাত সমূহের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত নয়।

সারণি ৩.২: জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ

সেবা খাত	জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)
ভূমি প্রশাসন	২,৪৫০.৩
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১,৭০২.৪
বিদ্যুৎ সেবা	১,৬১৩.৪
বিচারিক সেবা	৮০৮.৫
গ্যাস	৭৩৪.০
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪১৩.১
পাসপোর্ট	২৯৫.০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১৯২.৩
বিআরটিএ	১৫৬.৩
বীমা	১১৪.৯
ব্যাংকিং	১১০.৪
কৃষি	৮৫.৫
স্বাস্থ্য	৫৭.০
কর ও শুল্ক	৪৯.৯
এনজিও	১০.৭
অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	৬০.৫
মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ	**৮,৮২১.৮**

৩.৫ দুর্নীতি ও অনিয়ম: অবস্থান, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গ ভেদে পার্থক্য

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের খানাগুলো শহরাঞ্চলের খানাগুলোর তুলনায় সেবা খাত থেকে দুর্নীতির শিকার বেশি হয়। গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৬৯.৫%, যেখানে শহরাঞ্চলে এ হার ৬২.৬%। ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে খানাগুলোর ৫৯.৬% সেবা খাতে ঘুষ দিয়েছে, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে এ হার ৫৩.৪%।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় আয় এবং ব্যয়ের বিভিন্ন স্তরে খানাগুলোর দুর্নীতি হয়রানির ভিন্নতা রয়েছে। এছাড়া আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে খানাগুলোর সেবা গ্রহণ খাতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে (পরিশিষ্ট ৮)। আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন শ্রেণিভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক একই রকম হলেও ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের আপেক্ষিক বোঝা (relative cost of corruption) দরিদ্র খানাগুলোর ওপর বেশি। আটটি ভিন্ন ভিন্ন আয় এবং ব্যয় শ্রেণিতে খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বিশ্লেষণে দেখা যায় যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ১৬,০০০ টাকার নিচে তাদের যথাক্রমে ৬৮.৩% এবং ৬৮.১% গত এক বছরে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৩.৩ ও ৩.৪)। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ৬৪,০০০ টাকার বেশি সেসব খানার যথাক্রমে ৫৪.৮% এবং ৩৩.৮% গত এক বছরে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে।

খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ১৬,০০০ টাকার নিচে তাদের যথাক্রমে ৫৭.৫% এবং ৫৭.৬% গত এক বছরে সেবা নিতে যেয়ে কোনো না কোনো খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় ও ব্যয় ৬৪,০০০ টাকার বেশি সেসব খানার যথাক্রমে ৫৪.১% এবং ২৯.৫% খানা গত এক বছরে সেবা নিতে যেয়ে কোনো না কোনো খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

---

[১১] চলতি বাজারমূল্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার ১৫,১৩,৬০০ কোটি টাকা (সূত্র: *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫*)।

[১২] ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ২,৩৯,৬৬৮ কোটি টাকা।

চিত্র ৩.৩: আয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

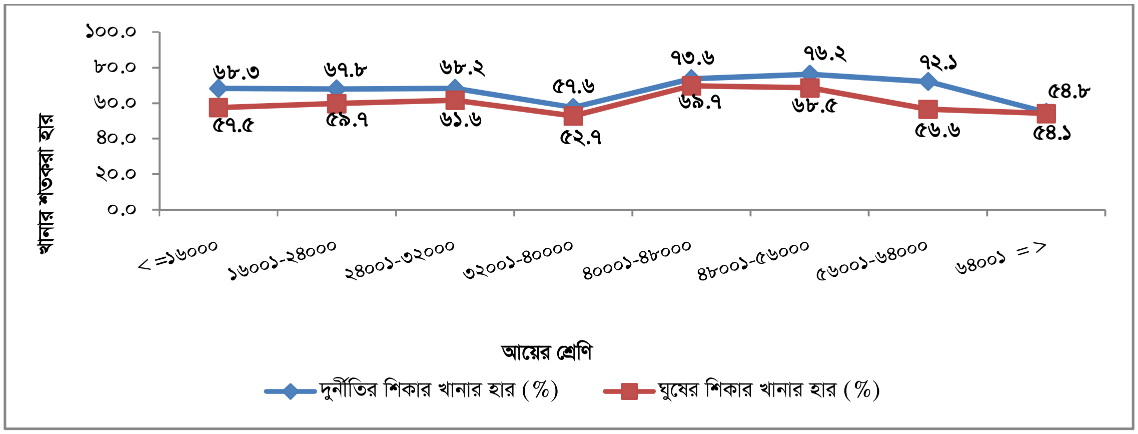

চিত্র ৩.৪: ব্যয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

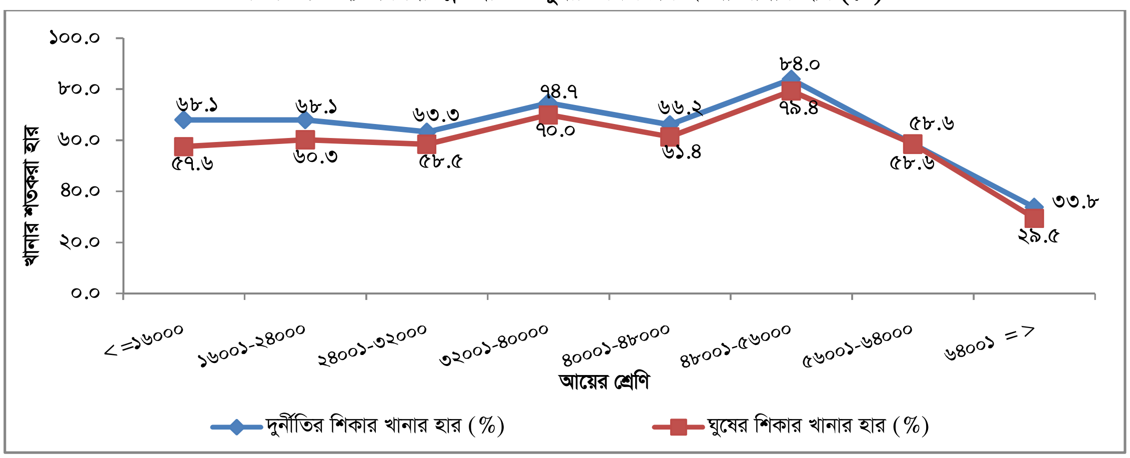

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো গড়ে তাদের বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের যথাক্রমে ১.২৩% ও ১.৬০% অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয়। ঘুষ দেওয়ার পরিমাণের ক্ষেত্রে যে খানাগুলোর আয় এবং ব্যয় নিম্ন তাদের ওপর ঘুষের ভার বা বোঝা তুলনামূলক বেশি (চিত্র ৩.৫ ও ৩.৬)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ১৬,০০০ টাকার নিচে সেসব খানা বছরে মোট যে পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয় তা তাদের মোট আয় এবং ব্যয়ের যথাক্রমে ২.১৬% ও ২.২০%। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ৬৪,০০০ টাকার ওপরে তাদের মোট বার্ষিক আয় এবং ব্যয়ের যথাক্রমে ০.০৩% এবং .০০২% অর্থ তারা ঘুষ হিসেবে ব্যয় করে।

চিত্র ৩.৫: আয়ের অনুপাতে ঘুষের বোঝা

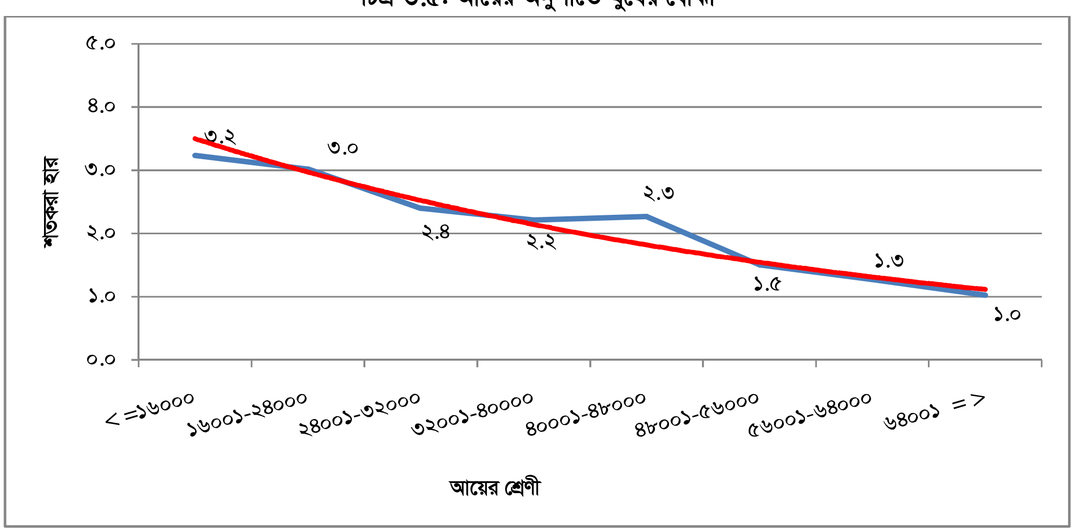

চিত্র ৩.৬: ব্যয়ের অনুপাতে ঘুষের বোঝা

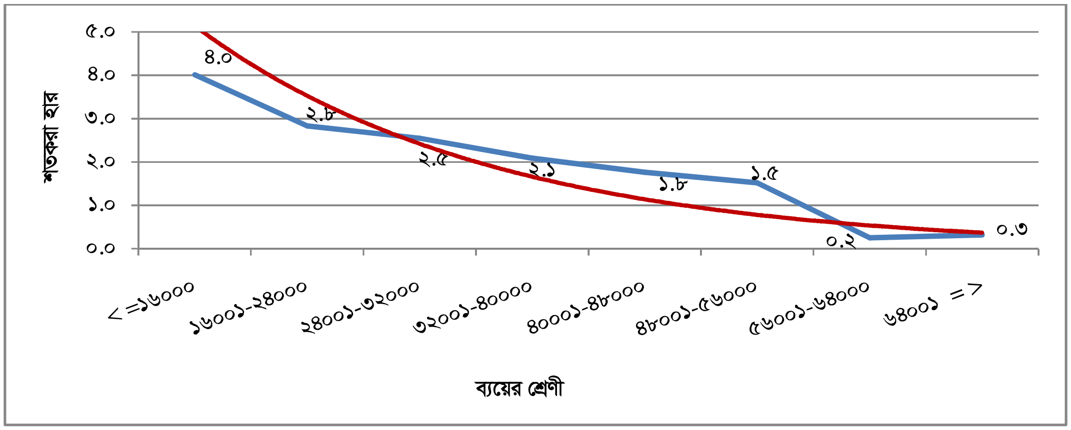

দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জরিপে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৪২.৮% নারী এবং ৫৭.২% পুরুষ (পরিশিষ্ট ৯)। সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৩৮.২%, যেখানে পুরুষদের ৪৪.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বিদ্যুৎ, ভূমি প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং কর ও শুল্ক সেবা নিতে গিয়ে নারীদের তুলনায় পুরুষরা বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। তবে স্থানীয় সরকার ও শিক্ষা খাতে নারী সেবাগ্রহীতারা পুরুষ সেবাগ্রহীতার তুলনায় বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (পরিশিষ্ট ১০)।

৩.৬ খাত ভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১২ - ২০১৫

২০১২ সালে বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৬৭.৩% খানা কোনো না কোনো খাতে দুর্নীতির শিকার হয় যার মাত্রা ২০১৫-তে দাঁড়িয়েছে ৬৭.৮% (সারণি ৩.৩)। ২০১৫ এর জরিপে ব্যবহৃত একই নির্দেশক ব্যবহার করে ২০১২ সালের তথ্য তুলনা করে দেখা যায় ২০১২ এর তুলনায় ২০১৫ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ ও বীমা সেবায় দুর্নীতি বেড়েছে। এছাড়া প্রায় প্রতিটি খাতেই দুর্নীতি একইরকম আছে বা কিছুটা কমেছে। অন্যান্য খাতসহ মোট ৬টি খাতে ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে দুর্নীতি কমেছে। এসকল খাতে দুর্নীতি হ্রাসের পরিমাণ সর্বনিম্ন পাওয়া গিয়েছে ব্যাংকিং খাতে (১.৮ শতাংশ) এবং সর্বোচ্চ পাওয়া গিয়েছে বিচারিক সেবায় (৮.৯ শতাংশ)। পক্ষান্তরে ৩টি খাতে ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে দুর্নীতির পরিমাণ বেড়েছে, যা সর্বনিম্ন ১.৮ শতাংশ (বীমা) থেকে সর্বোচ্চ ১৩.৬ শতাংশ (বিদ্যুৎ) পর্যন্ত। তবে শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, কৃষি এবং কর ও শুল্ক সেবায় দুর্নীতি ও হয়রানির মাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

সারণি ৩.৩: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (২০১৫ ও ২০১২ এর জরিপের তুলনা)*

সেবা খাত	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)	
	২০১২	২০১৫
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৫.৮	৭৪.৬
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৬০.৭[১৩]	৬০.৮
কৃষি	২৩.৫[১৪]	২৫.৮
কর ও শুল্ক	১৬.৮	১৮.১
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩০.৯	৩৬.১
বিদ্যুৎ	১৮.৩	৩১.৯
বীমা	৬.০	৭.৮
ভূমি প্রশাসন	৫৯.০	৫৩.৪
বিচারিক সেবা	৫৭.১	৪৮.২
স্বাস্থ্য	৪০.২	৩৭.৫
ব্যাংকিং	৭.১	৫.৩
এনজিও	৫.০	৩.০
অন্যান্য (বিআরটিএ, গ্যাস, পাসপোর্ট, বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	৪১.১	৩৫.৩

[১৩] ২০১২ সালের খানা জরিপে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির হার ছিল ৪০.১%।

[১৪] ২০১২ সালের খানা জরিপে কৃষি সেবায় সাধারণ খুচরা বিক্রেতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে তা বাদ দেয়া হয়েছে। ২০১২ সালে সাধারণ খুচরা বিক্রেতাসহ এ খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির হার ছিল ২০.৪%।

সেবা খাত	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)	
	২০১২	২০১৫
সার্বিক	**৬৭.৩**[১৫]	**৬৭.৮**

** ২০১২ ও ২০১৫ এর তুলনা করার সময় একই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে কালো সংখ্যা দিয়ে পরিসংখ্যান টেস্ট অনুযায়ী অপরিবর্তিত, লাল দিয়ে বৃদ্ধি এবং সবুজ দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে*

সার্বিকভাবে ২০১২ এ বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৫১.৮% খানা কোনো না কোনো খাতে ঘুষের শিকার হয় যার মাত্রা ২০১৫-তে দাঁড়িয়েছে ৫৮.১% (সারণি ৩.৪)। অন্যদিকে ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার মোট ৬টি খাতে কমেছে, যা সর্বনিম্ন ১.৪ শতাংশ (বীমা) হতে সর্বোচ্চ ৯.২ শতাংশ (বিচারিক সেবা) পর্যন্ত। পক্ষান্তরে এই হার ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে এমন খাতের সংখ্যা ৩টি, যেখানে বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন ০.৬ শতাংশ (এনজিও) হতে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ (শিক্ষা) পর্যন্ত।

সারণি ৩.৪: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার হার (২০১৫ ও ২০১২ এর জরিপের তুলনা)*

খাত	ঘুষের শিকার খানা (%)	
	২০১২	**২০১৫**
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৬.৯	৬৫.৯
কৃষি	১৬.৭[১৬]	১৮.২
কর ও শুল্ক	১২.৪	১৪.৭
অন্যান্য (বিআরটিএ, গ্যাস, পাসপোর্ট, বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৩৪.০	৩২.১
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৫.৪[১৭]	৫৫.৪
বিদ্যুৎ	১২.০	২৮.৪
এনজিও	০.৪	১.০
ভূমি প্রশাসন	৫৪.৮	৪৯.৮
বিচারিক সেবা	৩৮.১	২৮.৯
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৫.৫	২২.৩
স্বাস্থ্য	২১.৫	১৬.৭
ব্যাংকিং	৪.৯	১.৮
বীমা	৩.২	১.৮
সার্বিক	**৫১.৮**[১৮]	**৫৮.১**

**২০১২ ও ২০১৫ এর তুলনা করার সময় একই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে কালো সংখ্যা দিয়ে পরিসংখ্যান টেস্ট অনুযায়ী অপরিবর্তিত, লাল দিয়ে বৃদ্ধি এবং সবুজ দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে*

[১৫] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কৃষি সেবায় সাধারণ খুচরা বিক্রেতা এবং শ্রম অভিবাসন খাতসহ ২০১২ সালের খানা জরিপে সার্বিক অনিয়ম ও দুর্নীতির হার ছিল ৬৩.৭%।

[১৬] ২০১২ সালের খানা জরিপে কৃষি সেবায় সাধারণ খুচরা বিক্রেতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালে সাধারণ খুচরা বিক্রেতাসহ এ খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের হার ছিল ১৬.২%।

[১৭] ২০১২ সালের খানা জরিপে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের হার ছিল ৩০.৭%।

[১৮] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কৃষি সেবায় সাধারণ খুচরা বিক্রেতা এবং এবং শ্রম অভিবাসন খাতসহ খানা জরিপ ২০১২ সালে সার্বিক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের হার ছিল ৫৩.৩%।

অধ্যায় ৪

খাতওয়ারী দুর্নীতির চিত্র

৪.১ পাসপোর্ট

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, হজ্জ পালন, চিকিৎসা ও ভ্রমণসহ বিভিন্ন কারণে মানুষের বহির্গমনের হার বেড়েছে। ফলে দেশে পাসপোর্টের চাহিদা ক্রমশ বেড়েছে। সরকার পাসপোর্ট সেবা সহজতর করতে ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে ইতিমধ্যে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) প্রচলন করেছে। এছাড়াও পাসপোর্ট সেবা বিকেন্দ্রিকরণে জেলা পর্যায়ে পাসপোর্ট অফিস স্থাপন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনবল বৃদ্ধি, অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ, ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু, সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংকে ফি জমাদান, পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ পালন এবং সেবার মানোন্নয়নে জেলা পর্যায়ের অফিসগুলোতে গণশুনানীর আয়োজন করছে। ফলে পাসপোর্ট তৈরির সামগ্রিক প্রক্রিয়া সহজতর হওয়া এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে সহজ উপায়ে পাসপোর্ট পাওয়ার প্রত্যাশাও বেড়েছে। কিন্তু এ সকল ইতিবাচক পরিবর্তন সত্বেও পাসপোর্ট তৈরির বিভিন্ন ধাপে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৩.৫% পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য জরিপে স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক ভেরিফিকেশন সেবা ও সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্য পাসপোর্ট সেবার বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: জরিপে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৭.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। খানার অবস্থানভেদে লক্ষ্য করা যায়, গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহীতাদের ৮৫.০% এবং শহরাঞ্চলে ৬৩.৬% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার ৭৬.১% কে গড়ে ৩,১২০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে, এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোকে গড়ে ৩২০৭ টাকা ও শহরাঞ্চলের খানাগুলোকে ২,৮৯০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এছাড়া সেবাগ্রহীতা খানার ১২.০% সময়ক্ষেপণ, ৩.১% প্রতারণা, ১.৭% স্বজনপ্রীতির শিকার, ১.০% আত্মসাৎ এবং ১.১% অন্যান্য দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সার্বিকভাবে পাসপোর্ট সেবা গ্রহীতাদের ১৪.১% নারী এবং ৮৫.৯% পুরুষ। এসব নারীর ৫৫.৫% এবং পুরুষদের ৭৮.৮% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.১: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

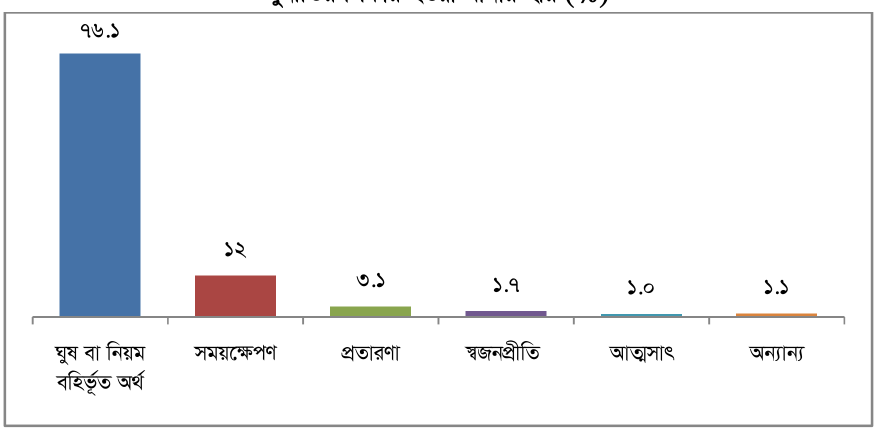

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার ৭৬.৩% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না, ১২.৯% নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য, ৬০.৯% নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য, ৪১.২% হয়রানি বা জটিলতা এড়ানোর জন্য এবং ৩.৪% খানা অন্যান্য কারণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে ।

৪.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে জনগণের আচার-আচরণের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। অপরাধ চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করা, আইন লঙ্ঘনকারীকে বিচারের আওতায় আনা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও এ সংক্রান্ত আইন-কানুন বাস্তবায়ন, বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং ক্ষেত্রবিশেষে ও প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বজায় রাখার মাধ্যমে আইন-

শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে থাকে। এই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন খানাগুলো কী ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয় তা এ জরিপে উঠে আসে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৯.৯% বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা সেবা নিয়েছে থানা পুলিশের কাছ থেকে (৬৫.৬%), এরপরেই রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ (১৭.২%) ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ (১৩.৮%)। অন্যান্য সংস্থা যেমন হাইওয়ে পুলিশ, র‌্যাব, আনসার, সিআইডি, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ, ফাঁড়ির পুলিশ, স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ, কোর্ট পুলিশ ইত্যাদির কাছ থেকে ৭.৩% খানা সেবা গ্রহণ করে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নেওয়া খানার ৭৪.৬% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহীতাদের ৭৪.৩% এবং শহরাঞ্চলের ৭৫.২% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৬৫.৯% ঘুষ দিয়েছে বা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া সেবাগ্রহীতা খানা অসদাচরণ বা ভয়-ভীতির শিকার (৬.৫%), মিথ্যা মামলায় জড়ানো (৫.৩%), বিনা কারণে গ্রেফতার (২.৬%), জিডি বা এফআইআর গ্রহণে অবহেলা (২.২%), মিথ্যা চার্জশিট প্রদান (২.২%), পুলিশ ভেরিফিকেশন বা ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে দেরি করা বা মিথ্যা তথ্য দেওয়া (১.৭%), এবং হয়রানি বা সময়ক্ষেপণ (১.০%) ইত্যাদি অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে তাদের গড়ে ৭,০৬৭ টাকা দিতে হয়েছে। সার্বিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় সেবা গ্রহীতাদের ৯.৭% নারী এবং ৯০.৩% পুরুষ। এসব নারীর ৬৭.৫% এবং পুরুষদের ৭৬.২% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.২: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

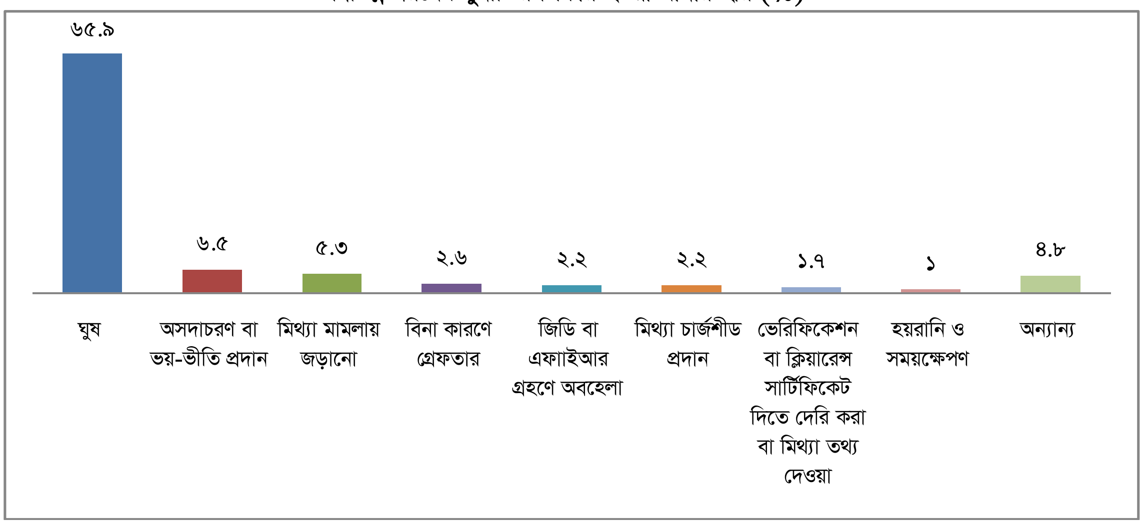

সংস্থা অনুযায়ী অনিয়ম ও দুর্নীতি: সংস্থা অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খানা (৮৪.৪%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে ট্রাফিক পুলিশের দ্বারা, আর সবচেয়ে কম দুর্নীতির শিকার থানা পুলিশ কর্তৃক ৭০.৫% খানা । এছাড়া স্পেশাল ব্রাঞ্চ হতে সেবা নিতে গিয়ে ৭৮.৫% এবং অন্যান্য সংস্থা হতে সেবা নিতে গিয়ে ৮১.২% খানা দুর্নীতির শিকার হয়।[১৯]

সারণি ৪.১: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা অনুযায়ী সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি

সংস্থার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
থানা পুলিশ	৬৫.৬	৭০.৫	৬০.০	৭৬৯৭
ট্রাফিক পুলিশ	১৭.২	৮৪.৪	৭৯.৬	২৮২৩
স্পেশাল ব্রাঞ্চ	১৩.৮	৭৮.৫	৭৪.২	৯৪২
অন্যান্য (হাইওয়ে পুলিশ, র‌্যাব, ডিবি, আনসার, সিআইডি)	৭.৩	৮১.২	৭২.২	৫৪৯৩

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

[১৯] উল্লেখ্য, র‌্যাব (৪টি খানা) ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সেবা গ্রহণকারী খানার সংখ্যা কম হওয়ায় আলাদা করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন সংস্থা অনুযায়ী সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে ট্রাফিক পুলিশকে (৭৯.৬%)। এরপরেই রয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অবস্থান (৭৪.২%)। সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে থানা পুলিশকে (৬০.০%)। সংস্থা অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে থানা পুলিশকে (গড়ে ৭,৬৯৭ টাকা), এবং সবচেয়ে কম দিতে হয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে (গড়ে ৯৪২ টাকা)। ঘুষ দেওয়ার পরিমাণের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ যার পরিমাণ গড়ে ২,৮২৩ টাকা। এছাড়া অন্যান্য পুলিশকে গড়ে ৫,৪৯৩ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.১)।

সেবাভেদে ঘুষ দেওয়ার হার ও পরিমাণ: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলোর সবচেয়ে বেশি (৭৭.৭%) ঘুষ দিতে হয়েছে ট্রাফিক সংক্রান্ত সেবা নিতে। এরপরে রয়েছে গাড়ি রিকুইজিশন ও গাড়ি আটক (৭৬.৩%), পুলিশ ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স (৭৪.৫%) ও এফআইআর করা বা মামলা সংক্রান্ত সেবা (৭৩.৭%)। সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবার জন্য (১৯.১%)। এছাড়া গ্রেফতার (৬৯.৭%), জিডি বা সাধারণ ডায়েরি (৬১.৯%), তদন্ত (৫৫.৯%), চার্জশিট সংক্রান্ত কাজে (৪৮.৪%), মৌখিক অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত কাজে (৩৯.৭%) ও অন্যান্য সেবার জন্য ৫২.৫% খানাকে ঘুষ দিতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়েছে চার্জশিট সংক্রান্ত সেবার জন্য (গড়ে ১৭,৪৯২ টাকা) এবং সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে পুলিশ ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স সেবার জন্য (গড়ে ৯৪৫ টাকা)।

সারণি ৪.২: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবার ধরন অনুযায়ী ঘুষের শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ট্রাফিক সংক্রান্ত	২২.৬	৭৭.৭	৩,১৮৪
গাড়ি রিকুইজিশন ও গাড়ি আটক	৬.১	৭৬.৩	৪,১২৭
পুলিশ ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স	১৭.৬	৭৪.৫	৯৪৫
এফআইআর বা মামলা	১২.২	৭৩.৭	১০,৭২৭
গ্রেফতার সংক্রান্ত	১১.৮	৬৯.৭	১১,১২৭
সাধারণ ডায়েরি	১৭.৬	৬১.৯	১,৫৮৭
তদন্ত সংক্রান্ত	১১.৫	৫৫.৯	৫,৯১৫
চার্জশীট সংক্রান্ত	১.৬	৪৮.৪	১৭,৪৯২
মৌখিক অভিযোগ দায়ের	৬.৯	৩৯.৭	৩,১২৫
নিরাপত্তা চাওয়া	২.৫	১৯.১	-
অন্যান্য	৪.০	৫২.৫	৫,৮৫২

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: যেসব খানাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে ঘুষ দিতে হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খানা (৭৭.০%) 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' বলে উল্লেখ করে। ২৮.১% খানা ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে সময় মতো সেবা পাওয়া, ১৯.৫% বৈধ সেবা পাওয়া, ১২.৯% অবৈধ সেবা পাওয়া, ১.৫% নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সেবা পাওয়া ও ৮.২% অন্যান্য কারণ উল্লেখ করে।

৪.৩ শিক্ষা

রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। নাগরিকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।[২০] স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রের নানামুখী উদ্যোগের ফলে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে শিক্ষা খাতে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও অনিয়ম ও দুর্নীতি এখনো একটি চ্যালেঞ্জ।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৭০.৪% বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিয়েছে, যাদের ৫২.৪% সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৪০.৬% বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) প্রতিষ্ঠান, ৩৪.৩% বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ৬.৩% এনজিও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং ১% স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে সেবাগ্রহীতাদের ৫৪.৯%, মাধ্যমিক স্তরে ৪৬.৩%, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১৪.২%, এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ১৬.৭% খানা। এছাড়া শিক্ষা সেবাগ্রহীতাদের ৯৭.২% খানার শিক্ষার্থী জাতীয় পাঠ্যসূচি

[২০] "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে ..... নাগরিকদের জন্য ..... অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা......।" [*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)]।

(বাংলা), ১.৬% খানার শিক্ষার্থী জাতীয় পাঠ্যসূচি (ইংরেজি), ১০.৪% খানার মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম এবং ১% খানার শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: যেসব খানা সরকারি ও বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সেবা নিয়েছে তাদের ৬০.৮% বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ হার গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহীতাদের ৬২.১% এবং শহরাঞ্চলে সেবাগ্রহীতাদের ৫৬%। এ খাতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ৫৬.৯% খানার সদস্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। ৫% খানার সদস্য প্রাইভেট কোচিংয়ে বাধ্য করার অভিযোগ করেছে। এছাড়া ৩% খানার সদস্য সম্পূর্ণ সময় ক্লাস না হওয়া, ৪% খানা নিয়মিত ক্লাস না হওয়া এবং ৩% খানা শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছে (চিত্র ৪.৩)। যেসব খানা এ খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৩৭৪ টাকা দিতে হয়েছে। সার্বিকভাবে শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহীতাদের ৫০.৪% নারী এবং ৪৯.৬% পুরুষ। এসব নারীর ৫৫.৯% এবং পুরুষদের ৪৬.৬% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৩: শিক্ষা খাতে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

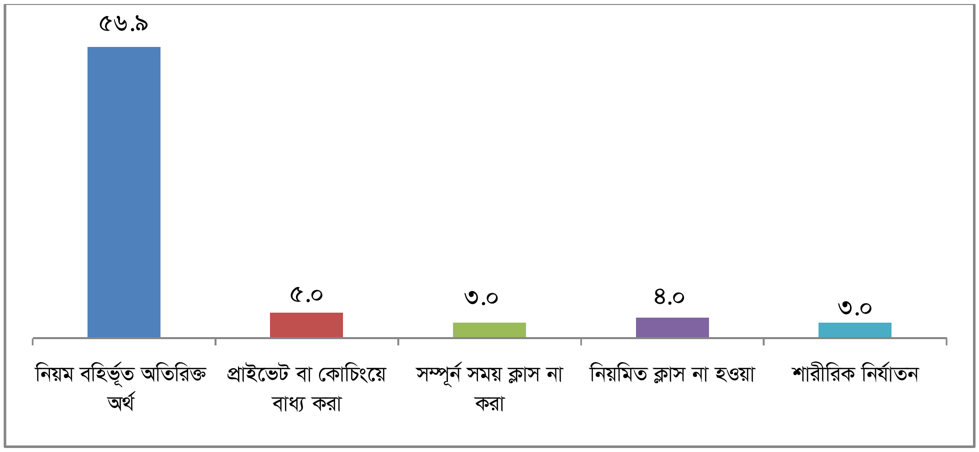

শিক্ষার স্তরভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: শিক্ষার স্তরভেদে দেখা যায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাসেবা গ্রহণকারী খানার ৭৩.৫% অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এবং ৭১.২% বিভিন্ন সেবা গ্রহণে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে গড়ে ৭৭ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। একইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাসেবা গ্রহণকারী খানার ৪২.৬% খানা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৩৬.১% বিভিন্ন সেবা গ্রহণে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে গড়ে ৫৮৮ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে সেবাগ্রহণকারী খানার ৩২.৩% অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ২৭.৭% বিভিন্ন সেবা গ্রহণে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে গড়ে ১,০৯৬ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সেবা সেবাগ্রহণকারী খানার ২২.৯% অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ১৮.৫% বিভিন্ন সেবা গ্রহণে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে গড়ে ৬৪৭ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে।

চিত্র ৪.৪: শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)

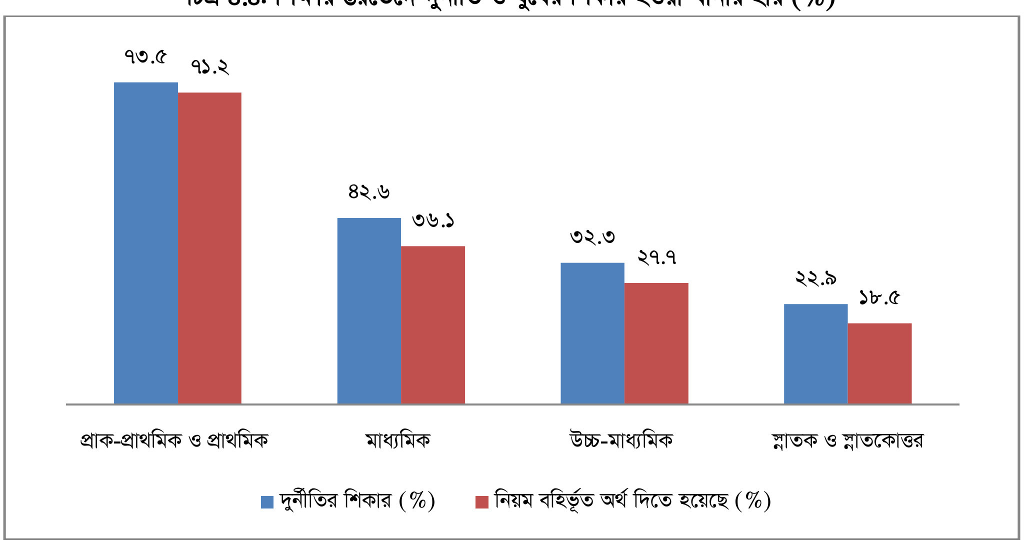

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিভিন্ন শিক্ষা সেবাভিত্তিক সেবাগ্রহীতা খানার ৫৭.৭% পরীক্ষার ফি বাবদ, ৩৯.৫% পরীক্ষার নিবন্ধন ফি বাবদ, ৩৬.৮% বিভিন্ন ধরনের সনদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে এবং ২৫.৯% ভর্তি/ পুনঃ ভর্তির ফি প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩)।

সারণি ৪.৩: শিক্ষা সেবার ধরনভেদে দুর্নীতি

সেবার ধরন	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
পরীক্ষার ফি	৫৭.৭	৫৭.৩	৯৫
বিবিধ অনুষ্ঠান (সাংস্কৃতিক/ক্রীড়া) ফি	৪৪.৬	৪৪.২	৬৬
পরীক্ষার নিবন্ধন ফি	৩৯.৫	৩৮.৮	৪৬৭
টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কসিট	৩৬.৮	৩৬.৩	২৬৮
ভর্তি/পুন: ভর্তি ফি	২৫.৯	২৫.৪	৩৭৪
উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি	১৯.১	১৪.৭	১০৭
বই প্রাপ্তি (সরকারি)	১৩.২	১৩	৫১
সাজেশন	৬.৩	৪.৭	৫৩

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সেবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৭.৩% খানার সদস্যকে পরীক্ষার ফি প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। এক্ষত্রে অতিরিক্ত অর্থের গড় পরিমাণ ছিল ৯৫ টাকা। এছাড়া ৪৪.২% খানার সদস্যদেরকে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক বা ক্রীড়া ফি প্রদানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে, যার গড় পরিমাণ ছিল ৬৬ টাকা। প্রায় ৩৮.৮% খানার সদস্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার নিবন্ধন ফি প্রদানের ক্ষেত্রে গড়ে ৪৬৭ টাকা অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে।

৪.৪ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

বাংলাদেশে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও এখাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ মোটরযান মালিক ও চালক সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো বিআরটিএ। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিলেও এটিকে সেবাবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। সেবা কার্যক্রমকে ঘিরে বিআরটিএ'র কর্মী, মোটর শ্রমিক ও মালিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের একাংশের মধ্যে সৃষ্ট সিন্ডিকেট; রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ইত্যাদির কারণে দুর্নীতির সংঘটন ও গ্রাহক সেবা বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[২১]

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ২.২% বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে রয়েছে মোটরযান চালক (৪৭.৩%) এবং মোটরযান মালিক (৫২.৭%)। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় মোটরযান চালক-সংশ্লিষ্ট সেবার মধ্যে রয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ (২৪.১%), ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (১৬.৫%), ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (৮.৯%) ও অন্যান্য (১.০%)। অপরদিকে মোটরযান মালিক-সংশ্লিষ্ট সেবার মধ্যে রয়েছে গাড়ীর কাগজপত্র জমা দেওয়া (২২.৭%), মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন (১২.৯%), ট্যাক্স টোকেন ইস্যু (৩.৯%), ফিটনেস সনদ সংগ্রহ (২.৭%), রুট পারমিট গ্রহণ (২.০%) এবং অন্যান্য (৬.৭%), যার মধ্যে রয়েছে মোটরযানের মালিকানা/ব্যবসার ঠিকানা পরিবর্তন, হারানো নথি, সনদ, ডুপ্লিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিআরটিএ হতে সেবাগ্রহণকারী ৬০.১% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এলাকাভেদে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চল (৫১.২%) অপেক্ষা শহরাঞ্চলের (৬৮.৮%) সেবা গ্রহীতা খানা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অপরদিকে বিআরটিএ হতে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে মোটরযান মালিক (৪৩.৮%) অপেক্ষা মোটরযান চালকদের (৭৮.০%) অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার প্রায় দ্বিগুণ।

সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের শিকার ৫২.৩%, দালাল নির্ভর সেবা নিতে বাধ্য হওয়া বা দালাল কর্তৃক হয়রানির শিকার ৯.৭%, সময়ক্ষেপণ/বারবার তারিখ পরিবর্তনের শিকার ৮.৫%, পরীক্ষা ছাড়াই লাইসেন্স প্রদান ৬.৫% এবং অন্যান্য দুর্নীতির শিকার ৮.৮%, যার মধ্যে রয়েছে প্রতারণার শিকার, রেকর্ডবুকে হিসাব/নথি অন্তর্ভুক্ত না হওয়া, ড্রাইভিং পরীক্ষায় ফেল করানো, বৈধ/সঠিক লাইসেন্স না পাওয়া, স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি। বিআরটিএ'র বিভিন্ন সেবা নিতে

[২১] Md. Rezaul Karim, 'Road safety and traffic congestion' *The Daily Star*, Dhaka. Available at http://www.thedailystar.net/news-detail-110877. Accessed on April 20, 2016.

গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ৩,৮৬৯ টাকা দিতে হয়েছে। সার্বিকভাবে বিআরটিএ সেবা গ্রহীতাদের ১.৫% নারী এবং ৯৮.৫% পুরুষ। এসব নারীর ৩২.৬% এবং পুরুষদের ৫৮.৬% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৫: বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

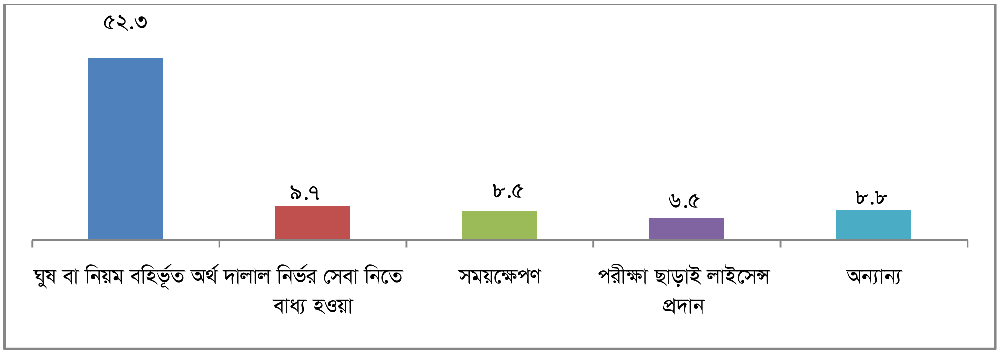

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিআরটিএ থেকে গৃহিত সেবাভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। মোটরযান চালক হিসাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৮২.৩%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং এই সেবা নিতে গিয়ে ৮১.৩% খানাকে গড়ে ৪৩৫৮ টাকা ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। মোটরযান মালিক হিসাবে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন করতে ৫০.৭% খানাকে দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে এবং এই সেবা নিতে গিয়ে ৩৪.১% খানাকে গড়ে ২৬৫৮ টাকা ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। এছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে ৫১.৩% খানা দুর্নীতির শিকার হয় এবং ৪৭.৮% খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয় যার গড় পরিমাণ ২৮১০ টাকা। গাড়ির কাগজপত্র জমা দিতে গিয়ে ২০.২% খানা দুর্নীতির শিকার হয়, ১৬.৯% খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয় যার গড় পরিমাণ ৬০০ টাকা। এবং অন্যান্য সেবা (ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ট্যাক্স টোকেন ইস্যু, ফিটনেস সনদ সংগ্রহ, রুট পারমিট গ্রহণ, ঠিকানা বদল, হারানো নথি সংগ্রহ ইত্যাদি) নিতে গিয়ে ৬৪.৬% খানা দুর্নীতি শিকার হয় এবং ৪৯.০% খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয় যার গড় পরিমাণ ২৪৯২ টাকা।

সারণি ৪.৪: বিআরটিএ হতে গৃহীত সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণের হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ	২৪.১	৮২.৩	৮১.৩	৪,৩৫৮
ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন	১৬.৫	৫১.৩	৪৭.৮	২,৮১০
রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন	১২.৯	৫০.৭	৩৪.১	২,৬৫৮
গাড়ির কাগজ পত্র জমা দেওয়া	২২.৭	২০.২	১৬.৯	৬০০
অন্যান্য সেবা	২৫.১	৬৪.৬	৪৯.০	২,৪৯২

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৬২.০% খানা টাকা ছাড়া সেবা না পাওয়ার কথা উল্লেখ করে। এছাড়া কারণ হিসেবে ৪০.৩% খানা হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানো, ২৪.০% খানা পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পাওয়া, ১০.৪% খানা সময়মতো সেবা পাওয়া, ৭.৮% খানা নিয়ম কানুন না জানা, ৫.৭% খানা দ্রুত সেবা পাওয়ার কথা উল্লেখ করে। এছাড়া ১০.৫% খানা অন্যান্য কারণ হিসেবে আনফিট গাড়ির কাগজপত্র সংগ্রহ করা, পরীক্ষায় পাশ করা, শাস্তি বা জরিমানা এড়ানো ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে।

চিত্র ৪.৬: বিআরটিএ'র সেবায় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)

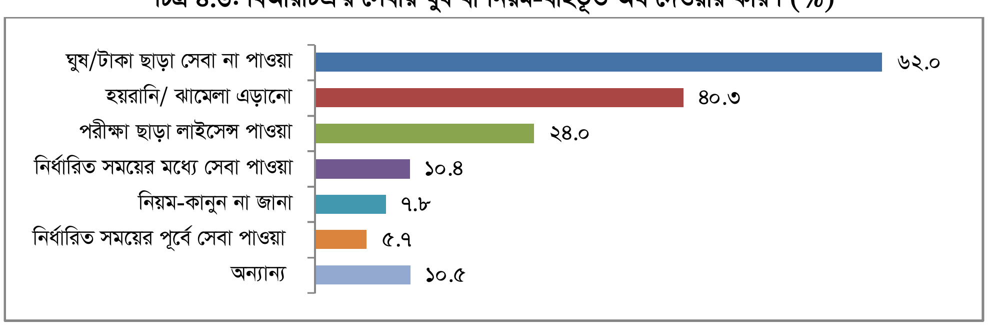

৪.৫ ভূমি প্রশাসন

ভূমি মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণ, সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমির ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন, রেজিস্ট্রেশন, ভূমি জরিপ, রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কারণে ভূমি প্রশাসনের সেবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই খাতে তিনটি মন্ত্রণালয়ের[২২] অধীনে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যালয় যেমন ইউনিয়ন ভূমি অফিস/তহশিল অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এলএ শাখা, এসএ শাখা, ভিপি শাখা এবং জেলা রেকর্ডরুম ভূমি সংক্রান্ত নানা ধরনের সেবা দেয়। কিন্তু ভূমি প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত একশ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সঙ্গবদ্ধ দালাল এমন অভিযোগ রয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ১৬.৩% ভূমি প্রশাসনের সেবা গ্রহণ করেছে। খানার অবস্থানভেদে গ্রামাঞ্চলে ১৬.৬% খানা এবং শহরাঞ্চলে ১৫.৩% খানা ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: জরিপে ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সার্বিকভাবে ৫৩.৪% খানা দুর্নীতির শিকার হয় এবং খানার অবস্থানভেদে গ্রামাঞ্চলে ৫৪.৬% খানা ও শহরাঞ্চলে ৫০.০% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৪৯.৮% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলে ৫০.৭% এবং শহরাঞ্চলে ৪৭.৪%। এছাড়া সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ৬.৭% খানা সময়ক্ষেপণ, ২.৭% খানা দালাল বা উমেদার কর্তৃক হয়রানি, ১.০% খানা জরিপের সময় ভূমির পরিমাণ কম দেখানো ও প্রকৃতি পরিবর্তন এবং ১.২% খানা অন্যান্য (পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি, যোগসাজশে ইজারা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা, অফিস থেকে ডকুমেন্ট হারানো, ইত্যাদি) ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে। ভূমি সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ৯,২৫৭ টাকা দিতে হয়েছে। এই ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে ৯,৩৬২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৮,৯২৮ টাকা। সার্বিকভাবে ভূমি প্রশাসনে সেবা গ্রহীতাদের ৮.৩% নারী এবং ৯১.৭% পুরুষ। এসব নারীর ৪৭.৭% এবং পুরুষদের ৫৩.৫% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৭: ভূমি সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

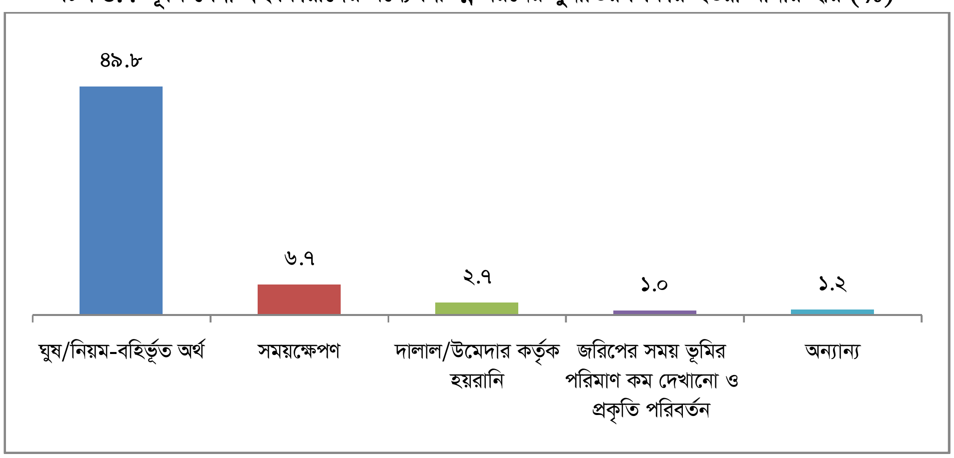

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় খানাগুলো নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এসব খানার সর্বাধিক (৮৬.২%) জেলা রেকর্ডরুমে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসে ৭৫.৯%, উপজেলা ভূমি অফিসে ৬৯.৩%, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ৪৬.২% এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ৩৭.২% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

ভূমি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় সেবা গ্রহণকারী অধিকাংশ খানা ঘুষ দিয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার ৮৩.৪% জেলা রেকর্ডরুমে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস থেকে ৭১.১% খানা এবং উপজেলা ভূমি অফিস থেকে ৬২.৭% খানাকে সেবা গ্রহণের সময় ঘুষ দিতে হয়েছে। ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩০.৭% খানাকে ঘুষ দিতে হয়েছে। সেবা গ্রহণের সময় খানাগুলোকে সবচেয়ে বেশি উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ঘুষ (গড়ে ৯,৭৭৭ টাকা) দিতে হয়েছে। এছাড়া উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসে গড়ে ৮,৩৮৬ টাকা এবং উপজেলা ভূমি অফিসে গড়ে ৭,৭৮০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোকে সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে জেলা রেকর্ডরুমে যার পরিমাণ গড়ে ২,২২৫ টাকা (সারণি ৪.৫)।

---

[২২] ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সারণি ৪.৫: বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
জেলা রেকর্ডরুম	১.২	৮৬.২	৮৩.৪	২,২২৫
উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস	৫.৭	৭৫.৯	৭১.১	৮,৩৮৬
উপজেলা ভূমি অফিস	১৯.৯	৬৯.৩	৬২.৭	৭,৭৮০
উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস	৪০.৯	৪৬.২	৪৩.৭	৯,৭৭৭
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৪৫.৩	৩৭.২	৩০.৭	৩,২৬০

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় সেবাভিত্তিক সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৭১.৩% খানা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া নামজারিতে (মিউটেশন) ৬৬.২%, ভূমি জরিপে ৬৫.৩%, হেবা, উইল ও দানপত্র দলিল রেজিস্ট্রেশনে ৬০.৬% এবং সাফ-কবলা দলিল রেজিস্ট্রেশনে ৪০.৩% খানা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে সর্বনিম্ন ৩০.০% খানা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে নামজারি এবং হেবা, উইল ও দানপত্র দলিল রেজিস্ট্রেশন সেবা গ্রহণে ৫৮.৬% খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৫৮.৫% খানা ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে এবং ৫৭.১% খানা ভূমি জরিপের সময় ঘুষ দিয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে সর্বনিম্ন ২০.১% খানা ঘুষ দিয়েছে। সেবা গ্রহণের সময় খানাগুলোকে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে ভূমি জরিপের সময় যার পরিমাণ গড়ে ১১,৭৩৮ টাকা। সাফ-কবলা দলিল রেজিস্ট্রেশনে গড়ে ১১,৪৫৮ টাকা, নামজারি সংক্রান্ত কাজে গড়ে ১০,০১৪ টাকা এবং হেবা, উইল ও দানপত্র দলিল রেজিস্ট্রেশনে গড়ে ৮,৩৯৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোকে সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে যার পরিমাণ গড়ে ১,৪৯২ টাকা (সারণি ৪.৬)।

সারণি ৪.৬: ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি

সেবা	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি	১৭.৮	৭১.৩	৫৮.৫	১,৬৫৩
নামজারি (মিউটেশন)	২০.৫	৬৬.২	৫৮.৬	১০,০১৪
ভূমি জরিপ	৪.২	৬৫.৩	৫৭.১	১১,৭৩৮
হেবা, উইল ও দানপত্র দলিল রেজিস্ট্রেশন	৮.১	৬০.৬	৫৮.৬	৮,৩৯৪
সাফ-কবলা দলিল রেজিস্ট্রেশন	৩০.৫	৪০.৩	৩৮.৩	১১,৪৫৮
ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা	৩২.৮	৩০.০	২০.১	১,৪৯২

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৫৮.৪% নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। জটিলতা ও হয়রানি এড়ানোর জন্য ৫৭.১%, ফাইল দ্রুত প্রসেস করতে ২৫.৭%, নামজারির প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদনের জন্য ৯.৫%, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট ও ভূমির দলিল রেজিস্ট্রেশন দ্রুত সম্পাদনের জন্য ২.৭%, রায় নিজের পক্ষে নিতে ১.৫%, প্রতিপক্ষের পক্ষে রায় প্রতিহত করতে ১.১% এবং অন্যান্য কারণে ৬.২% খানাকে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে ।

৪.৬ বিচারিক সেবা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত এবং বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের (সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালতসমূহ, ট্রাইবুনালসমূহ ইত্যাদি) আদালত বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ বা অপরাধের প্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য দেশের জনগণকে এই আদালতগুলোতে এবং মামলা পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট তথা আইনি সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের কাছে যেতে হয়। তবে মামলা পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিচারপ্রার্থীদের নানা ধরনের হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হয়, যা বিচারিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অন্তরায়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে দেখা যায়, ৮.৫% খানা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন মামলার বিচার সংক্রান্ত কাজে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারিক সেবা নিয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এলাকার খানার ৮.৬% ও শহরাঞ্চল এলাকার খানার ৮.১%।

মামলার বিষয়বস্তু: জরিপকৃত খানাসমূহের বিচারাধীন মামলাগুলোর মধ্যে জমি বা সম্পত্তি বিষয়ক মামলার হার সবচেয়ে বেশি (৬৭.২%)। এছাড়া মারামারি/আঘাত/সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ১১.১%, নারী ও শিশু নির্যাতন ৬.৬%, হত্যা মামলা ৪.৪%, চাঁদাবাজি বা ছিনতাই ২.৯%, অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ ২.২%, চুরি ও ডাকাতি বিষয়ক মামলা ১.৯%, পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ক মামলা ১.৭%, বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা ১.০% এবং ৬.২% অন্যান্য মামলা (মানহানি, মাদক, অপহরণ, অস্ত্র, চাকরি সংক্রান্ত, রাজনৈতিক মামলা, তথ্য প্রযুক্তি, ট্রাফিক আইন লংঘন, প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম সংক্রান্ত মামলা ইত্যাদি) আদালতগুলোতে বিচারাধীন রয়েছে।

সারণি ৪.৭: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার ধরন

মামলার ধরন	সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)
জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা	৬৭.২
মারামারি/আঘাত/সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড	১১.১
নারী ও শিশু নির্যাতন	৬.৬
হত্যা	৪.৪
ছিনতাই/ চাঁদাবাজি	২.৯
অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ	২.২
চুরি ও ডাকাতি	১.৯
পারিবারিক সহিংসতা	১.৭
বিবাহ বিচ্ছেদ	১.০
অন্যান্য	৬.২

বিভিন্ন আদালতে মামলার অবস্থান: জরিপে দেখা গেছে, বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মামলাগুলো দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। জরিপকৃত খানাগুলোর বিচারাধীন মামলার মধ্যে জমি বা সম্পত্তি বিষয়ক মামলার হার সবচেয়ে বেশি (৬৭.২%)। এ কারণে সর্বোচ্চ সংখ্যক খানা (৭৩.১%) দেশের বিভিন্ন জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালত থেকে বিচারিক সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা ফৌজদারি আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ২৩.৯%, বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ৪.৩% এবং উচ্চ আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ১.৯%।

সারণি ৪.৮: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার হার

আদালত	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)
জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালত	৭৩.১
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালত	২৩.৯
বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল	৪.৩
উচ্চ আদালত	১.৯

অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ৪৮.২% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে। উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৭১.০% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে। জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৪৯.৪% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে। অন্যদিকে বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনালে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৪৭.৬% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.৯: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি

আদালত	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)*
জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালত	৪৯.৪
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালত	৪১.৪
বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল	৪৭.৬
উচ্চ আদালত	৭১.০
সার্বিক	৪৮.২

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ২৮.৯% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে এবং খানাগুলোকে গড়ে ৯,৬৮৬ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোকে শহরাঞ্চলের খানাগুলোর তুলনায় বেশি (শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে গড়ে ৮,৭৭৮ টাকা ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে গড়ে ৯,৯৩১ টাকা) ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা নেওয়া

খানার ২৯.৫% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে, যার গড় পরিমাণ ১১,৩৭০ টাকা। একইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানার ২৭.১% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে, যার গড় পরিমাণ ৯,৯১৩ টাকা। সার্বিকভাবে বিচারিক সেবা গ্রহীতাদের ৭.৪% নারী এবং ৯২.৬% পুরুষ। এসব নারীর ৪৬.৪% এবং পুরুষদের ৪৭.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.১০: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ

আদালত	ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের শিকার হওয়া খানা (%)*	ঘুষের পরিমাণ (গড় টাকা)
জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালত	২৯.৫	১১,৩৭০
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালত	২৭.১	৯,৯১৩
বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল	২২.৫	৯,৫৩৩
উচ্চ আদালত	৩৫.৯	-
সার্বিক	২৮.৯	৯,৬৮৬

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোকে তাদের মামলা পরিচালনার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ ছাড়াও আরও নানা ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। তবে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক খানা (২৮.৯%) ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর ১৪.১% আইনজীবীর উদ্দেশ্যমূলক সময়ক্ষেপণসহ পদ্ধতিগত বিভিন্ন কারণে সময়ক্ষেপণ বা মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়াকে অন্যতম হয়রানি হিসেবে উল্লেখ করেছে।

চিত্র ৪.৮: বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

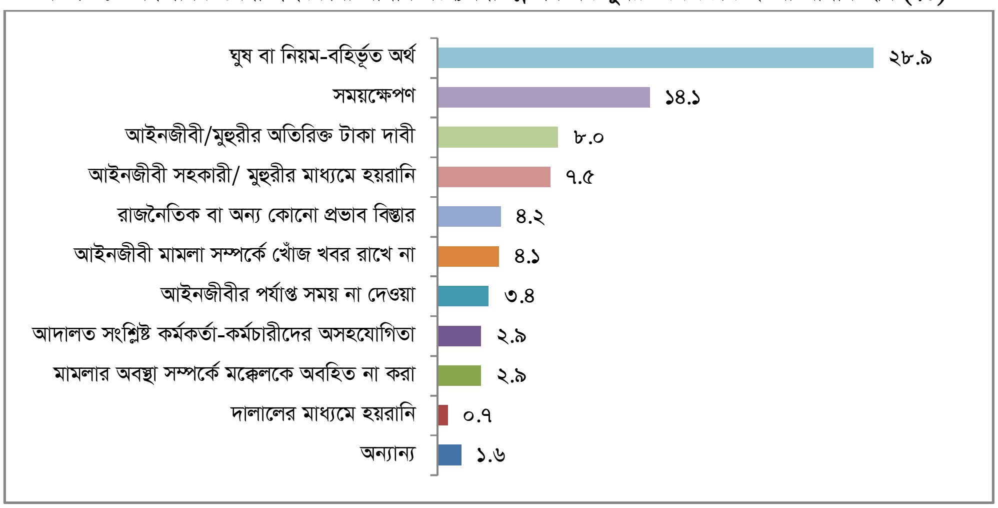

নিয়োগকৃত আইনজীবীদের দ্বারাও বিচারপ্রার্থীরা নানাভাবে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৮.০% নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী/মুহুরী অতিরিক্ত টাকা দাবি করে বলে জানায়। এছাড়া ৭.৫% খানা তাদের আইনজীবী সহকারী/মুহুরীর মাধ্যমে হয়রানি শিকার হয়েছে, ৪.১% তাদের নিয়োগকৃত আইনজীবী মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে না, ২.৯% তাদের আইনজীবী মামলার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে যথাযথভাবে অবহিত করে না, ৩.৪% নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী পর্যাপ্ত সময় দিতে চায় না বলে জানিয়েছে।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: জরিপে যেসব খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে তাদের ৫০.১% বলেছে যে তারা বাধ্য হয়ে ঘুষ দিয়েছে কারণ ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ ছাড়া কোনোভাবেই সেবা পাওয়া সম্ভব ছিল না। ৪০.৮% খানা দ্রুত শুনানি করানোর জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। অন্যদিকে, ২৪.২% প্রয়োজনীয় তথ্য না জানার কারণে (যেমন নির্ধারিত ফি ইত্যাদি), ১৯.১% খানা মামলার রায়কে প্রভাবিত করার জন্য (যার মধ্যে ৩.৮% খানা জানিয়েছে যে বিচারককে দেওয়ার জন্য তারা ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে) ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ৩.৮% সমন বা নোটিশ জারি করানোর জন্য, ৩% কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট (যেমন রায়ের কপি ইত্যাদি) উত্তোলনের জন্য এবং ৪.৬% খানা অন্যান্য কারণে (শুনানির তারিখ পেছানো, আর্জি গ্রহণ, আসামী ধরা, হয়রানি থেকে রেহাই পেতে, খুশি হয়ে, ঘুষ না দিলে কাজ হয় না, জামিন হওয়ার জন্য, দ্রুত রায় পাওয়া, বিচার পাওয়া ইত্যাদি) ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে বলে জানায়।

সারণি ৪.১১: বিচারিক সেবায় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ

ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের কারণ	শতকরা হার
বাধ্য হয়ে দিতে হয়েছে	৫০.১
দ্রুত শুনানী হওয়ার জন্য	৪০.৮
প্রয়োজনীয় তথ্য না জানার কারণে (যেমন নির্ধারিত ফি ইত্যাদি)	২৪.২
মামলার রায়কে প্রভাবিত করার জন্য	১৯.১
সমন বা নোটিশ জারি করানোর জন্য,	৩.৮
কোনো প্রকার কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট উত্তোলনের জন্য	৩.০
অন্যান্য	৪.৬

৪.৭ স্বাস্থ্যসেবা

জনগণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সাধনের জন্য সরকার বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে। এগুলোর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে আছে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। মাধ্যমিক পর্যায় জেলা সদর হাসপাতাল এবং তৃতীয় পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য বিশেষায়িত হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের ফলে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু, স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের একাংশের দুর্নীতি, অনিয়ম ও দায়িত্বে অবহেলার জন্য জনগণ অনেকাংশে কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নও ব্যাহত হচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৮৬.১% স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে, যার ৫৬.৬% সরকারি, ৬৩.৩% বেসরকারি, ০.৯% এনজিও ও ০.১% দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এ জরিপে স্বাস্থ্য বিষয়ক দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩৭.৫% কোনো না কোনো সেবা নিতে গিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। দুর্নীতির ধরন হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ১৬.৭% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, ওষুধ সংক্রান্ত অনিয়মের শিকার ১৩.৮% (কোনো ওষুধ না পাওয়া, ওষুধ থাকা সত্ত্বেও ওষুধ না পাওয়া, সরকার নির্ধারিত ওষুধ না পাওয়া, টাকা ছাড়া ওষুধ না দেওয়া ইত্যাদি), বেসরকারি ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে ৬.২%-কে, প্রয়োজনে ডাক্তার ও স্বাস্থ্য সহকারী পায়নি ৪.৮%, ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গের শিকার ২.১% এবং চিকিৎসার সময়ে ডাক্তারের কক্ষে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছে ১.২%। যেসব খানা স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, তাদেরকে গড়ে ১৯৬ টাকা দিতে হয়েছে। সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহীতাদের ৫৭.৪% নারী এবং ৪২.৬% পুরুষ। এসব নারীর ৩১.২% এবং পুরুষদের ৩১.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৯: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি শিকার হওয়া খানার হার (%)

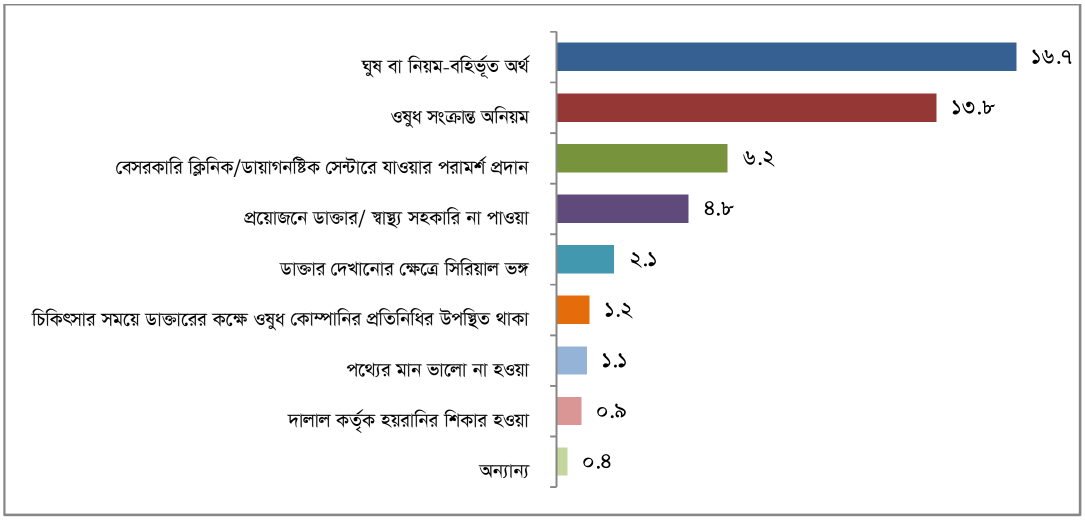

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে থেকে সেবা নেওয়া খানার ৩৮.০%, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্ষেত্রে ৩৫.১%, এবং

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত হাসপাতাল ইত্যাদি থেকে সেবা নেওয়া খানার ৩৬.৮% দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়। ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেবা নেওয়া খানার ১৮.৯%, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে ১৮.৬%, জেলা সদর হাসপাতালের ক্ষেত্রে ১৪.৬% এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা নেওয়া খানার ২৪.২%। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (২৮৩ টাকা) এবং সর্বনিম্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে (৩১ টাকা)।

সারণি ৪.১২: স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
কমিউনিটি ক্লিনিক	৩০.৭	৩০.৮	৭.৯	৩১
ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১৬.১	৩৩.২	১২.২	৬৯
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২৮.৩	৩৮.০	১৮.৬	২২২
জেলা সদর হাসপাতাল	২১.৪	৩৩.৬	১৪.৬	২৪৬
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১৩.৮	৩৫.১	১৮.৯	২৮৩
অন্যান্য	৭.৩	৩৬.৮	২৪.২	৩৪২

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবা অনুযায়ী দুর্নীতি এবং ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার ও পরিমাণের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেসব খানা ট্রলি ও হুইল চেয়ার ব্যবহার করেছে, তাদের ৫৩.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে, সেলাই/ব্যাণ্ডেজ/ড্রেসিং সেবায় ২৭.৮% খানা, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ২৪.১% খানা ও প্রসূতি সেবায় ২৩.৫% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

এছাড়া স্বাস্থ্য সেবাভিত্তিক সেবাগ্রহীতা খানার ৫৩.৭% ট্রলি ও হুইল চেয়ার ব্যবহারে, ২৬.০% সেলাই/ব্যাণ্ডেজ/ড্রেসিং-এ, ১৬.৫% অপারেশনে, ১৪.৯% প্রসূতি সেবায়, ১১.৯% টিকিট ক্রয়ে, ১০.৮% পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং ৭.৪% সাধারণ/কেবিন/পেয়িং শয্যা পাওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ অপারেশন সেবার ক্ষেত্রে গড়ে ১,১৬৮ টাকা, প্রসূতি সেবায় গড়ে ১,১৪৫ টাকা এবং সেলাই/ব্যাণ্ডেজ/ড্রেসিং সেবায় গড়ে ৩৫৭ টাকা (সারণি ৪.১৩)।

সারণি ৪.১৩: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবাভেদে দুর্নীতি

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহার	১.৫	৫৩.৭	৫৩.৭	১৬২
সেলাই/ব্যাণ্ডেজ/ড্রেসিং	৩.৬	২৭.৮	২৬.০	৩৫৭
অপারেশন	২.৩	১৭.৬	১৬.৫	১১৬৮
প্রসূতি	২.৭	২৩.৫	১৪.৯	১১৪৫
টিকিট ক্রয়	৬৭.৮	১২.৭	১১.৯	৩২
পরীক্ষা-নিরীক্ষা	২১.১	২৪.১	১০.৮	২১১
সাধারণ/কেবিন/পেয়িং শয্যা	১২.৪	১১.৩	৭.৪	২৮৩
ইনজেকশন বা স্যালাইন পুশ	১১.৬	৭.৫	৪.২	১২৩
ওষুধ গ্রহণ	৬৮.৮	২২.৫	৩.২	৪৭
ডাক্তার দেখানো	৯১.৩	১৪.০	২.৮	১৬৫

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৪৪.৪% খানা টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না বলে জানায়। এছাড়া অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে নির্ধারিত ফি জানা না থাকা (৩৯.৬%), নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা পাওয়া (২৪.৩%), যথাযথ সেবা পাওয়া (২৩.২%) এবং ঝামেলা এড়ানো (১১.২%)।

৪.৮ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মৌলিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে বর্তমানে ৪,৫৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৯০টি উপজেলা পরিষদ, ৬৪টি জেলা পরিষদ, ৩২৪টি

পৌরসভা, ১১সিটি কর্পোরেশন ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য একটি পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ) রয়েছে।[২৩] স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে নানা বিবর্তনের মধ্যদিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়েও অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে[২৪]। বিভিন্ন পরিবর্তন ও ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও এখনো এসব প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান যার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক সাফল্য ও অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যে সকল কার্যক্রমগুলো এ জরিপের আওতাভুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো - বিভিন্ন ধরনের সনদ প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা মূলক কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন সেবা, বিচার ও সালিশ সেবা দেওয়া, কর সংগ্রহ, বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স প্রদানসহ ইত্যাদি সেবা। উল্লেখ্য, এ জরিপে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদের সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপকৃত খানার ৫২.৭% নির্ধারিত সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ (৮৫.৫%), পৌরসভা (৮.৪%), সিটি কর্পোরেশন (৬.৪%) এবং উপজেলা পরিষদ (০.৬%) থেকে সেবা গ্রহণ করেছে।

চিত্র ৪.১০: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

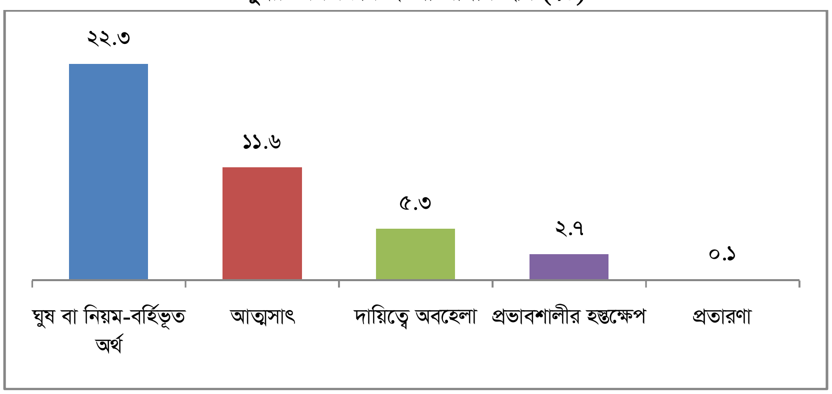

অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৬.১% দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এলাকার খানার ৩৬.৬% ও শহরাঞ্চল এলাকার খানার ৩৪.৩%। খানা পর্যায়ে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে ২২.৩%। এরপর যথাক্রমে আত্মসাতের শিকার ১১.৬%, দায়িত্বে অবহেলার শিকার ৫.৩%, প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপের শিকার ২.৭% এবং প্রতারণার শিকার হয়েছে .০৪% খানা (চিত্র ৪.১০)।[২৫] উল্লেখ্য সেবা গ্রহণের সময় যে সকল খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৪৪৭ টাকা দিতে হয়েছে। সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহীতাদের ২৪.৪% নারী এবং ৭৫.৬% পুরুষ। এসব নারীর ৩৬.৬% এবং পুরুষদের ৩০.২% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ৩৫.৮% দুর্নীতি এবং ২১% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে। যেসব খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তারা গড়ে ৪১৭ টাকা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ সিটি কর্পোরেশনে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৪১.০% খানা এবং ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে ৩৬.৭% খানা, এবং এই প্রতিষ্ঠানে গড়ে ৫৭৪ টাকা দিতে হয়েছে (সারণি ৪.১৪)।

---

[২৩] বার্ষিক প্রতিবেদন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৪-১৫ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

[২৪] অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নির্বাচন সম্পন্ন করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর সংস্কার, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন, অন-লাইন জন্ম নিবন্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ, ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ নিয়মিত পৌছানোর ব্যবস্থা, ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে নিরীক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি নিরীক্ষা সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান, তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন

২৫ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মধ্যে রয়েছে ঘুষ/রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়া, জোর করে বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ আদায়; আত্মসাৎ বলতে বোঝাচ্ছে ভাতা/ত্রাণ ও অন্যান্য বরাদ্দের একটি অংশ কেটে রাখা/ওজনে কম দেওয়া, টাকা নিয়ে সেবা না দেওয়া; দায়িত্বে অবহেলা বলতে বোঝাচ্ছে সময়ক্ষেপণ, টাকা দাবি করা এবং না দেওয়ায় সেবা না দেওয়া, ঘুষ না দেওয়ার ফলে অতিরিক্ত কর নির্ধারণ করা; প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ বলতে বোঝাচ্ছে প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নির্বাচন বা রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব করা, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকায় সেবা বা প্রাপ্য বিচার না পাওয়া; প্রতারণা বলতে বোঝাচ্ছে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেবা না দেওয়া

সারণি ৪.১৪: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ইউনিয়ন পরিষদ	৮৫.৫	৩৫.৮	২১.০	৪১৭
পৌরসভা	৮.৪	২৭.৭	১৮.২	৩৩৯
সিটি কর্পোরেশন	৬.৪	৪১.০	৩৬.৭	৫৭৪
উপজেলা পরিষদ[২৬]	০.৬	১৭.৮	৮.৬	-

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

বিভিন্ন সেবাভিত্তিক অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন বহুমুখী ও বিস্তৃত হলেও এই জরিপে জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য (পানি সেবা, শুল্ক, প্ল্যান পাশ, রিক্সা, ভ্যান. অটো লাইসেন্স) সেবাকে বিবেচনা করে জনগণের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৪.১৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণে দুর্নীতি

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ (টাকা)
সনদ সংগ্রহ	৫২.১	৩৫.২	৩২.৮	১৩৩
সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি	২৪.৬	৫৭.৮	৭.২	১৩৫২
বিচার ও সালিশ	৪.৫	৩৭.৯	৮.৮	৬০২৯
হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত	৩৪.৩	৪.৬	৩.৩	৩০৯
নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা ও নবায়ন	৫.৭	২৪.৮	২৪.১	৫৫৩
অন্যান্য (পানি সেবা, শুল্ক, প্ল্যান পাশ, রিক্সা, ভ্যান. অটো লাইসেন্স)	৮.৩	১৭.৫	১০.০	৯৮৪
সার্বিক	**৫২.৭**	**৩৬.১**	**২২.৩**	**৪৪৭**

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

বিভিন্ন সনদ বিষয়ক অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে ৫২.১% খানা। বিভিন্ন ধরনের সনদ সংক্রান্ত সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৬৫.৬% জন্ম নিবন্ধন সনদ, ১.১% মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, ৩৪.৪% নাগরিকত্ব সনদ, ৮.৮% চারিত্রিক সনদ, ৩.৮% ওয়ারিশ সনদ গ্রহণ করেছে। এ ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ৩৫.২%-কে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়েছে (সারণি ৪.১৫)। বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ওয়ারিশ সনদে ৫৩.৫%, জন্ম নিবন্ধনে ৪৩.১%, মৃত্যু নিবন্ধনে ২২%, চারিত্রিক সনদে ১৫.৩% এবং নাগরিকত্ব সনদে ১৪.৫% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

উপরোক্ত সনদসমূহ পেতে সেব্গ্রহীতা খানার মধ্যে ৩২.৮% খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ, ৩.৪% খানা সময়ক্ষেপণ, ০.৮% খানা স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার এবং ০.৬% খানা ঘুষ না দেওয়ায় সেবা না পাওয়ার শিকার হয়েছে (সারণি ৪.১৬)।

সারণি ৪.১৬: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার

দুর্নীতি ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)*		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ	৩২.৫	৩৩.৭	৩২.৮
সময়ক্ষেপণ	৩.২	৪.৩	৩.৪
স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব করা	০.৯	০.৩	০.৮
ঘুষ না দেওয়ায় সেবা না পাওয়া	০.৩	১.৪	০.৬

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সনদ সংগ্রহে যে সকল খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ১৩৩ টাকা দিতে হয়েছে। এদের মধ্যে গ্রামাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানাকে গড়ে ১২৬ টাকা এবং শহরাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানাকে গড়ে ১৫৩ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

[২৬] তথ্য কম থাকায় গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বের করা হয়নি।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে এবং বিতরণের সময় অনিয়ম ও দুর্নীতি: সমাজের অনুন্নত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মধ্যে যে সমস্ত কর্মসূচিতে খানাসমূহ অংশগ্রহণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে ভিজিএফ (৫১.৬% খানা), ভিজিডি (১২.১% খানা), টেস্ট রিলিফ (৫.৮% খানা), কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)(২.৪% খানা), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা)(০.৫% খানা), জিআর (০.৮% খানা), বয়স্ক ভাতা (২৪.৮% খানা), বিধবা ভাতা (৬.৪% খানা), প্রতিবন্ধি ভাতা (২.৬% খানা), কর্মসংস্থান কর্মসূচি(২.১% খানা) এবং অন্যান্য ভাতা (৩.৩% খানা)। সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ২৪.৬% খানা এই ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে এবং তার ৫৭.৮%-কে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে (সারণি ৪.১৫)। বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী খানার ৭৬.৬% ভিজিএফ, ৫৮.৯% ভিজিডি, ৪১.৩% বিধবা ভাতা, ৪১% প্রতিবন্ধি ভাতা, ২৮.২% টেস্ট রিলিফ, ২২.৪% বয়স্ক ভাতা, ২০.৭% কাবিটা সেবা নিতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

উপরোক্ত সেবাসমূহে অংশগ্রহণকারী খানার ৭.২% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া নির্ধারিত বরাদ্দ বা ভাতার একটি অংশ কেটে রাখা বা ওজনে কম দেওয়ার শিকার ৪৭% খানা, দায়িত্বে অবহেলার শিকার ৭% খানা, স্বজনপ্রীতির শিকার ৩.৬% খানা, প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের শিকার ১.৫% খানা এবং প্রতারণার শিকার হয় .০২% খানা (সারণি ৪.১৭)। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে যে সকল খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ১৩৫২ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.১৭: সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)*		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
বরাদ্দের একটি অংশ কেটে রাখা বা ওজনে কম দেওয়া	৪৮.১	৪০.০	৪৭.০
ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ	৭.৯	২.৭	৭.২
দায়িত্বে অবহেলা	৭.১	৬.৩	৭.০
স্বজনপ্রীতি	৩.৪	৫.২	৩.৬
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ	১.৬	০.৫	১.৫
প্রতারণা	.০২	-	.০২

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের ৩৮.৭% নারী এবং তাদের মধ্যে ৪৯.২% দুর্নীতির শিকার হয়। অন্যদিকে ৬১.৩% পুরুষ অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে ৬১.২% দুর্নীতির শিকার হয়।

বিচার ও সালিশের বিষয়ভিত্তিক অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিচার ও সালিশ করে থাকে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৪.৫% খানা বিভিন্ন ধরনের বিচার সালিশের সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত ৬৬.৪%, পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত ১৩.২%, মারামারি সংক্রান্ত ৮.৩%, বিবাহ সংক্রান্ত ৪.৯%, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ৩.৬%, ধারদেনা সংক্রান্ত ৩.০% এবং অন্যান্য বিরোধ নিয়ে ৩.৮% খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিচার ও সালিশের সম্মুখীন হয়। এসব বিরোধ নিস্পত্তিকালে ৩৭.৯% খানার সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়।

সারণি ৪.১৮: বিচার ও সালিশের বিষয়ভিত্তিক দুর্নীতির শিকার

বিচার ও সালিশের বিষয়	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*
জমি সংক্রান্ত	৩৮.৬
মারামারি সংক্রান্ত	৩৩.৭
পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত	৩০.৫
বিবাহ সংক্রান্ত	২৬.৭
অন্যান্য (নারী নির্যাতন, ধারদেনা, রাজনৈতিক বিরোধ, ইত্যাদি)	৪৭.৭

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

জরিপকৃত খানার সদস্যরা যেসকল বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে বিচার ও সালিশ করতে যেয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৮.৬% খানা জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে। এরপর যথাক্রমে মারামারি সংক্রান্ত, পারিবারিক বিরোধ ও বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ সালিশ অন্যতম। কোনো কোনো খানা একাধিক বিষয়ে বিচার ও সালিশে অনিয়মের শিকার হয়েছে (সারণি ৪.১৮)। এই ধরনের বিচার ও সালিশে মুখোমুখি হওয়া সদস্যদের ১৩.৮% নারী এবং ৮৬.২% পুরুষ। এসব নারীর ৫২.২% এবং পুরুষদের ৩৪.৮% দুর্নীতির শিকার হয়।

বিচার ও সালিশে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিচার ও সালিশে দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়েছে সময়ক্ষেপণ। এরপর যথাক্রমে প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ এবং প্রতারণা (সারণি ৪.১৯)।

সারণি ৪.১৯: বিচার ও সালিশে অংশগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)*		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
সময়ক্ষেপণ	২১.২	১৫.২	২০.৪
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ	১৪.৯	১১.১	১৪.৪
স্বজনপ্রীতি	১৩.৩	২০.৬	১৪.২
ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ	৯.৭	৩.৪	৮.৮
প্রতারণা	-	৫.৪	০.৭

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে বিচার ও সালিশ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যে সকল খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৬,০২৯ টাকা দিতে হয়েছে।

হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৩৪.৩% খানা হোল্ডিং কর বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে; যাদের মধ্যে ১৬.২% খানার কর নির্ধারণ, ৮৭.৫% খানা কর প্রদান এবং ১.৩% খানা হোল্ডিং প্লেট প্রাপ্তির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে। এসব খানার মধ্যে ৪.৬% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা মধ্যে ৩.৩% খানাকে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে এবং তাদের গড়ে ৩০৯ টাকা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.২০)।

সারণি ৪.২০: হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)*		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ	৩.১	৪.০	৩.৩
দায়িত্বে অবহেলা	১.৪	০.২	১.১
অন্যান্য (প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি)	০.৩	০.৯	০.৪

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৫.৭% খানার সদস্য নতুন ট্রেড লাইসেন্স করেছে বা নবায়ন করেছে যার মধ্যে ২৪.৮% খানার সদস্য বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৩৯.৬% খানা নতুন ট্রেড লাইসেন্স করেছে এবং তাদের মধ্যে ৩২.৭% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ৬০.৫% খানা ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করেছে এবং তাদের মধ্যে ১৯.৫% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারীদের মধ্যে ২৪.১% খানার সদস্যকে নির্ধারিত ফি এর চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.২১)। যে সকল খানার সদস্য অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৫৫৩ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.২১: ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)*		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ	১৮.৮	৩৩.৬	২৪.১
দায়িত্বে অবহেলা	০.৭	৩.০	১.৫

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

অন্যান্য সেবা সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৮.৩% খানা অন্যান্য সেবা (টেন্ডার, ইজারা, পানি সেবা, তথ্য সেবা, খাস জমি বরাদ্দের তালিকা প্রস্তুত, শুল্ক, প্ল্যান পাশ, রিক্সা, ভ্যান, অটো লাইসেন্স, ইত্যাদি) সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে ১৭.৫% খানা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ১০% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

দিয়েছে, ৪.৩% দায়িত্বে অবহেলার শিকার, ০.৯% স্বজনপ্রীতির শিকার এবং ০.৩% প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে। যে সকল খানা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৯৮৪ টাকা দিতে হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৮৬.৫% খানা উল্লেখ করেছে ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না। এছাড়া ১৫.৬% খানা সময়মতো সেবা পাওয়া, ১৫.৬% খানা ফি জানা না থাকা এবং ৩.৫% খানা দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

৪.৯ বিদ্যুৎ

ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। দেশের উৎপাদন ও গৃহস্থালী কাজে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সারাদেশে বিদ্যুৎ বিতরণ সেবা প্রদানে যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)। কিন্তু, এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন সংযোগ গ্রহণ, মেরামত ও বিল প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সেবা নেওয়ার সময় সেবাগ্রহীতারা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্যে ৫৬.৪% খানা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার সেবা নিয়েছে বা সেবার জন্য মিথস্ক্রিয়া করেছে। এর মধ্যে ৭৬.৪% খানা সেবা নিয়েছে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা তার অধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে। এছাড়া ১৬.১% খানা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে, ৩.৪% খানা ডেসকো থেকে, ৩.২% খানা ডিপিডিসি থেকে এবং ০.৯% খানা ওজোপাডিকো থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে খানাগুলো মিটার রিডিং (৬৯.২%), বিল (৫০.২%), নতুন সংযোগের জন্য আবেদন (১৮.৭%), নতুন সংযোগ গ্রহণ (১২.৩%) ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: যেসব খানা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে ৩১.৯% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। দুর্নীতির ধরনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেসব খানা বিদ্যুৎসেবা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে ২৮.৪% খানা ঘুষ দিয়েছে এবং ৬.৭% খানা সময়ক্ষেপণের শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.১১)। যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তারা গড়ে ৩,৬৩০ টাকা ঘুষ দিয়েছে। সার্বিকভাবে বিদ্যুৎ সেবা গ্রহীতাদের ৮.৬% নারী এবং ৯১.৪% পুরুষ। এসব নারীর ২১.২% এবং পুরুষদের ২৮.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.১১: বিদ্যুৎ সেবায় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

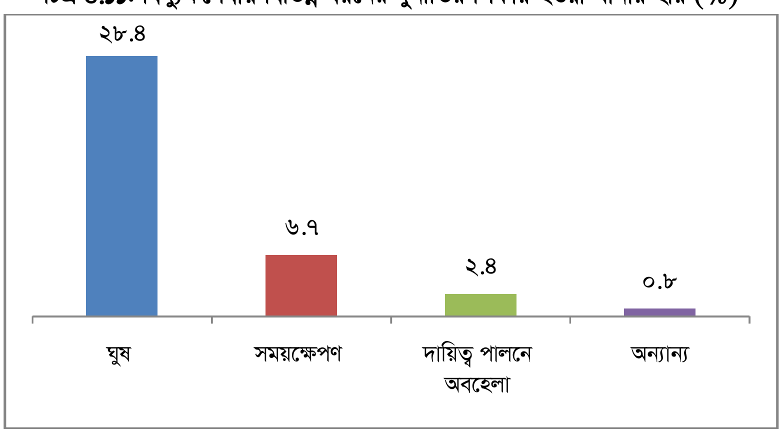

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড থেকে যেসব খানা সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ৩৬.৮% এবং ওজোপাডিকোর সেবা নিয়েছে এমন খানাগুলোর মধ্যে ৩৫.৯% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আবার ঘুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওজোপাডিকোর সেবা নিয়েছে এমন খানাগুলোর মধ্যে ৩৫.১% খানা এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সেবা নিয়েছে এমন খানাগুলোর মধ্যে ৩৩.২% খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সেবা নেওয়ার জন্য ঘুষের শিকার হয়েছে এমন খানাগুলো গড়ে ৩,৩৪৯ টাকা, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষেত্রে গড়ে ৩,২৮১ টাকা এবং ওজোপাডিকোর ক্ষেত্রে গড়ে ৩,১৫৪ টাকা ঘুষ দিয়েছে (সারণি ৪.২২)।[২৭]

[২৭] অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ সংখ্যা কম (ডিপিডিসির ৭টি খানা ও ডেসকোর ৬টি খানা) হওয়ায় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয় নি।

সারণি ৪.২২: বিদ্যুৎ খাতে প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	৭৬.৪	৩৬.৮	৩৩.২	৩৩৪৯
ওজোপাডিকো	০.৯	৩৫.৯	৩৫.১	৩১৫৪
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১৬.১	১৯.৮	১৫.৭	৩২৮১
ডেসকো	৩.৪	১০.০	৬.৮	-
ডিপিডিসি	৩.২	৯.৬	৯.২	-

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছে কিংবা বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন বা সংযোজন করেছে এমন খানাগুলোর মধ্যে ৭৫% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৭০% খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে মিটার রিডিং ও বিল সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে এমন খানাগুলোর মধ্যে ৩% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ০.৩% খানা ঘুষ দিয়েছে। যেসব খানা সংযোগ সম্পকির্ত সেবা গ্রহণ করতে ঘুষ দিয়েছে তারা গড়ে ৩,৫৩৭ টাকা এবং যেসব খানা মিটার সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে ঘুষ দিয়েছে তারা গড়ে ৯৯৬ টাকা ঘুষ দিয়েছে।

সারণি ৪.২৩: বিদ্যুৎ খাতে সেবাভেদে দুর্নীতি

সেবার ধরন	সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
সংযোগ সেবা	৩৪.৫	৭৫.০	৭০.০	৩৫৩৭
মিটার ও অন্যান্য সেবা	৭৭.৫	৩.০	০.৩	৯৯৬

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তারা কি কারণে ঘুষ দিয়েছিল এই প্রশ্ন করা হলে যে বিষয়গুলো উঠে আসে সেগুলো হচ্ছে - ৫৮.৮% খানা ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না, ৩৯.৫% দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত সেবা পাওয়ার জন্য, ১৬.৮% বিদ্যুৎ স্টাফ কর্তৃক অতিরিক্ত টাকা দাবি করায় এবং ১৬.৮% নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

৪.১০ কৃষি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষিখাতের (শস্য উৎপাদন, বনায়ন ও মৎস্য) অবদান প্রায় ১২.৬% এবং দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৭.৫% প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।[২৮] কৃষি খাতে সরকারি উল্লেখযোগ্য সেবাগুলো হলো কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ এবং সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এছাড়াও শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Endowment Fund গঠন এবং সারাদেশে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৫ হাজার কৃষক পরিবারকে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা কৃষকদের সার ও বীজ সরবরাহ, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ, কৃষি খামার প্রদর্শনী এবং ভর্তুকির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন পদক্ষেপ গৃহীত হলেও তদারকি ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার কারণে সেবাগুলো পেতে কৃষকদেরকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্যে ১৭.৭% খানা কৃষি সংক্রান্ত সেবা নিয়েছেন, তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৯% সার সরবরাহ সেবা নিয়েছে (চিত্র ৪.১২)। প্রতিষ্ঠানভেদে সর্বোচ্চ ৬৭.৫% খানা ডিলারের কাছ থেকে কৃষি সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.২৪)।

---

[২৮] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
বিস্তারিত: http://www.mof.gov.bd/en/budget/14_15/ber/bn/Chapter-7_bn_2014.pdf

চিত্র ৪.১২: বিভিন্ন ধরনের কৃষি সেবা নেওয়া খানার হার (%)

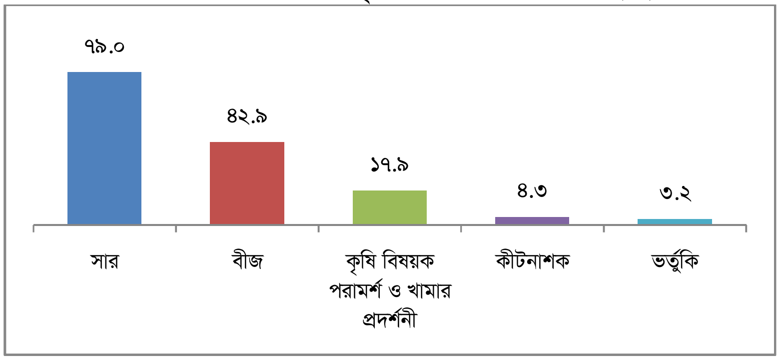

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সার্বিকভাবে এ খাত হতে সেবা নেওয়া খানাগুলোর মধ্যে ২৫.৮% খানা কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে সার্বিকভাবে ১৮.২%-খানাকে সেবা পেতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। যারা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে তাদেরকে গড়ে সার্বিকভাবে দিতে হয়েছে ৮৩২ টাকা। কৃষি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া ছাড়াও ৬.২% ব্লক সুপারভাইজারের পরামর্শ সময়মত না পাওয়ার, ১.৫% সময়মত সার/বীজ না পাওয়ার, ০.৬% নিম্নমানের সার/বীজ প্রাপ্তির, ০.২% প্রদর্শনী খামারে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের শিকার হওয়ার অভিযোগ করে (চিত্র ৪.১৩)। সার্বিকভাবে কৃষি সেবা গ্রহীতাদের ২.৭% নারী এবং ৯৭.৩% পুরুষ। এসব নারীর ২৪.৩% এবং পুরুষদের ২৪.২% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.১৩: কৃষি সেবা প্রাপ্তিতে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

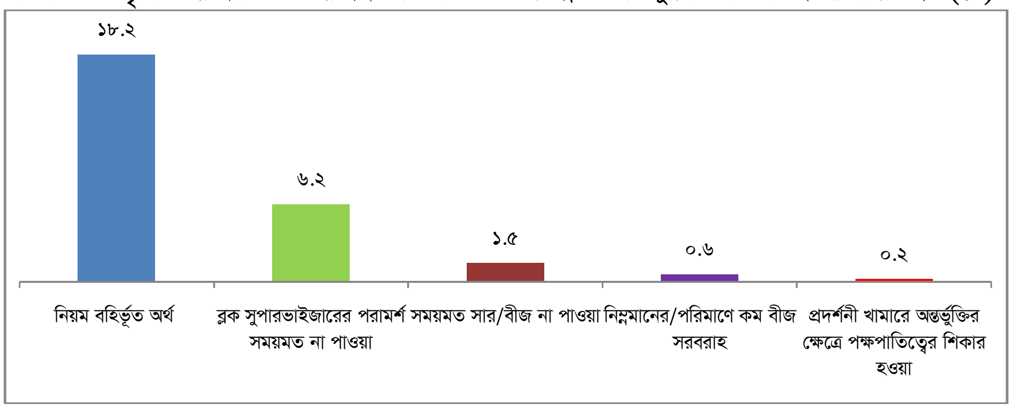

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে যারা সুগার মিল থেকে সেবা নিয়েছে তারা অনিয়ম দুর্নীতির শিকার সবচেয়ে বেশি (৪৩.০%) হয়েছে। তবে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার হার সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি (২৫.১%) (সারণি ৪.২৪)।

সারণি ৪.২৪: কৃষি সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠানের নাম	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
ডিলার	৬৭.৫	১৭.৫	১৬.৬	১৬৩
জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস	১৮.১	৩৫.১	৩.২	-
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	১৫.২	২৫.৬	২৫.১	১৭১
বিএডিসি	১১.৯	৭.৮	৫.২	-
সুগারমিল	০.৭	৪৩.০	-	-
এনজিও	০.৫	১.২	-	-

*সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবার ধরনভেদে সর্বাধিক দুর্নীতির শিকার হয়েছে যারা কৃষি বিষয়ক পরামর্শ নিয়েছে (৩৬.৫%) (চিত্র ৪.১৪)। এছাড়া সেবাভিত্তিক সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে সার সেবা প্রাপ্তিতে ১৮.৪%, ভর্তুকি সেবা প্রাপ্তিতে ৬.৯%, বীজ প্রাপ্তিতে ৩.৩% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঘুষ বা বা নিয়ম-

বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে সার সেবা পেতে (৭৯৯ টাকা); এছাড়া বীজ পেতে গড়ে ৩১৬ টাকা, ভর্তুকি সেবা পেতে ঘুষ হিসেবে গড়ে ১৩৮ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ৪.১৪: বিভিন্ন ধরনের কৃষি সেবা প্রাপ্তিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

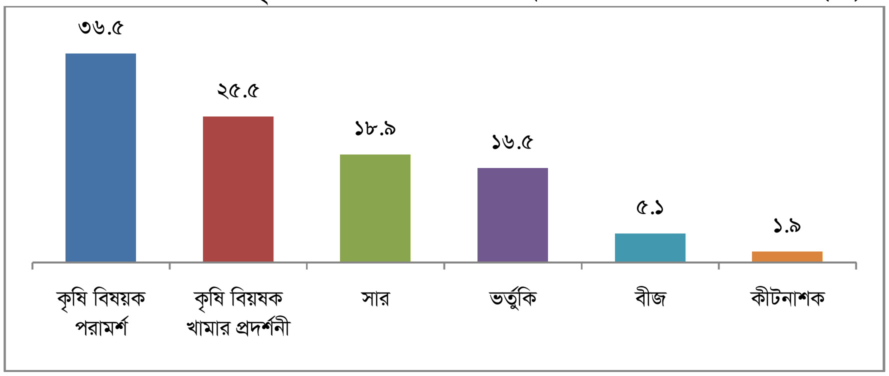

সার সরবরাহ: জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ৮১.২% ডিলারের কাছ থেকে সার সংগ্রহ করেছে। এছাড়া যেসকল উৎস হতে সার সংগ্রহ কার হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা, বিএডিসি, জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস উল্লেখযোগ্য (সারণি ৪.২৫)।

সারণি ৪.২৫: কৃষি খাতে সার প্রাপ্তি সেবার উৎসসমূহ

সরবরাহকারীর ধরন	শতকরা হার (%)
ডিলার	৮১.২
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	১৭.১
বিএডিসি	১০.৪
জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস	৬.৪
এনজিও	০.৬

কৃষকদেরকে সার প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়। যেসব খানা সার সরবরাহ সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ১৮.৪% সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে সার পেয়েছে, ১.০% সময়মত সার না পাওয়া এবং ০.৪% নিম্নমানের সার পাওয়ার অভিযোগ করেছে। অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সময়মত সার পাওয়া (৬৩%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকা (৬০.৫%), মান সম্মত সার পাওয়া (৪১.২%) ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

বীজ সরবরাহ: সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ২৪টি খামারে খাদ্যশস্য বীজ এবং ৯টি খামারে সবজি ও অন্যান্য তৈলবীজ এবং ৭৩টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনে বীজ উৎপাদন করে ডিলার এবং খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে বাজারজাত করে থাকে।[২৯] জরিপে দেখা যায়, যেসকল খানা বীজ সরবরাহ সেবা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ডিলারের কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করেছে (৬৮.৮%) (সারণি ৪.২৬)।

সারণি ৪.২৬: কৃষি খাতে বীজ প্রাপ্তি সেবার উৎসসমূহ

সরবরাহকারীর ধরন	খানার হার (%)
ডিলার	৬৮.৮
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	২২.৭
বিএডিসি	১৮.৭
জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস	১০.৬
সুগারমিল	১.৫

বীজ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেসব খানা সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ৩.৩% সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের (প্যাকেট মূল্যের) চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে বীজ সংগ্রহ করছে। এছাড়াও নিম্নমানের বীজ পাওয়া (১.৯%), সময়মত বীজ সরবরাহ না পাওয়া (০.৭%)-র

[২৯] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
বিস্তারিত: http://www.mof.gov.bd/en/budget/14_15/ber/bn/Chapter-7_bn_2014.pdf

অভিযোগ রয়েছে। যে সমস্ত খানা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে তারা সময়মত বীজ পাওয়া (৫৫.৮%), মান সম্মত সার পাওয়া (৪৮.৩%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকা (৪৭.৪%) ইত্যাদি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

কৃষি ভর্তুকি: কৃষিতে প্রণোদনা দেওয়ার উদ্যোগ থেকে কৃষির বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তুকি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। সরাসরি কৃষকের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে ভর্তুকির টাকা প্রেরণের ফলে ভর্তুকির টাকা আত্মসাতের ঘটনা কমে গেলেও এখনো ভর্তুকির তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হতে কৃষকদের ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা দিতে হয় এবং প্রভাব বিস্তারের শিকার হতে হয়। জরিপে দেখা যায় কৃষি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৩.২% খানা ভর্তুকি সেবা নিয়েছে। এদের মধ্যে ৫৫.২% সার ক্রয়ে, ৪১.৬% বীজ ক্রয়ে এবং ২২.১% জ্বালানী ক্রয়ে সরকারি ভর্তুকি সেবার আওতায় এসেছে।

ভর্তুকি সেবা প্রাপ্ত খানাগুলোর মধ্যে ৬.৯% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, ২.৫% সময়মত সার/বীজ পায়নি। যেসকল কারণে খানাগুলোকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানসম্মত সার ও বীজ পাওয়ার জন্য (৪৪.২%)। এছাড়া ভর্তুকির আওতায় আসতে এবং সময়মত ভতুকির টাকা পেতে ৪২.৮% খানা এবং কৃত্রিম সংকটের কারণে সার ও বীজ না পাওয়ায় ১৫.৮% খানা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনী: কৃষকদের সচেতনতা এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্লক সুপারভাইজারগণ কৃষক সমাবেশ, মাঠ সমাবেশ, মাঠ পরিদর্শন ইত্যাদির আয়োজন করে নানা রকম পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এছাড়া নতুন জাতের ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস, বিএডিসি খামার প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে।

কৃষি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ১৭.৯% কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনী সেবা নিয়েছে। এদের মধ্যে জেলা/ উপজেলা কৃষি অফিস থেকে ৯২.৫%, বিএডিসি থেকে ১১.৭%, সরকার নির্ধারিত অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও থেকে ৪.৪% কৃষি বিষয়ক পরামর্শ নিয়েছে। কৃষি বিষয়ক পরামর্শ পেতে ৩৫.৮% ব্লক সুপারভাইজার সময়মত পরামর্শ না পাওয়ার, এবং কৃষি প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ১৭.৫% পক্ষপাতিত্বের শিকার হওয়ার অভিযোগ করেছে।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে নির্ধারিত ফি জানা না থাকা (৪৭.৬%), ভর্তুকির আওতায় আসা (৪২.৮%), মানসম্মত সার/বীজ পাওয়া (২৪.৫%) জরিপে উল্লেখ করা হয়।

৪.১১ কর ও শুল্ক

বিভিন্ন ধরনের কর এবং শুল্ক সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের একটি প্রধান উৎস। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদের ৮৫% কর এবং শুল্কের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়[৩০]। প্রত্যক্ষ কর যেমন, আয়কর, উপহার (Gift) কর, বিদেশ ভ্রমণ কর এবং পরোক্ষ কর যেমন, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্কের মাধ্যমে সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ হয়ে থাকে। কর এবং শুল্ক ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করতে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো - ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং আয়কর প্রদানের জন্য স্পট অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি, আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য কণিকা, আয়কর রিটার্ন ফরম সহজে পূরণ করার পদ্ধতি, আয়কর আইনের ধারাসমূহের সহজ বিবরণ ওয়েবসাইটে এবং পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে তা জনগণের জন্য সহজলভ্য করা, আয়কর মেলা এবং অনলাইনে ই-টিআইএন নিবন্ধন এবং কর প্রদান, অনলাইনে মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন জমাদানের পদ্ধতি প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। এ সকল উদ্যোগ সত্ত্বেও, কর এবং শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমে সেবাগ্রহীতাদের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মাত্র ২% কর ও শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা যেমন টিআইএন রেজিস্ট্রেশন, আয়কর অ্যাসেসমেন্ট, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি সেবা নিয়েছে, যা গ্রাম অঞ্চলের খানার ০.৮% এবং শহরাঞ্চলের ৫.১%।

চিত্র ৪.১৫: কর ও শুল্ক সেবার ধরন (%)

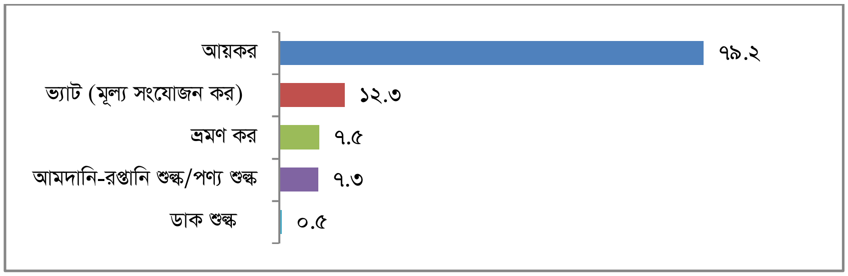

[৩০] http://www.unnayan.org/reports/meu/MEU_August_2015/MEU_August_2015.pdf; সর্বশেষ ভিজিট: ২৬ জুন ২০১৬।

সেবাগ্রহণকারীর পর্যায় অনুসারে ৬৩.৪% খানা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং ৪০% খানা বাণিজ্যিক পর্যায়ে[৩১] বিভিন্ন কর ও শুল্ক সেবা নিয়েছে। কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৭৯.২%) আয়কর সেবা নিয়েছে (চিত্র ৪.১৫)। সার্বিকভাবে কর ও শুল্ক সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে আয়কর সেবা গ্রহণ করেছে সবচেয়ে বেশি, যার হার গ্রামাঞ্চলের (৬০.৮%) তুলনায় শহরাঞ্চলে (৮৭.৫%) বেশি (সারণি ৪.২৭)।

সারণি ৪.২৭: কর ও শুল্ক সেবায় এলাকাভেদে সেবার ধরন

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়ম (%)*	
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
আয়কর	৬০.৮	৮৭.৫
ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর)	১৫.৮	৩.৮
ভ্রমণ কর	২০.৩	৮.৮
আমদানি-রপ্তানি শুল্ক/পণ্য শুল্ক (স্থলবন্দর/এয়ারপোর্টে)	১৩.২	৪.৭
ডাক শুল্ক	১.৬	-

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

অনিয়ম ও দুর্নীতি: জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার মধ্যে সার্বিকভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে ১৮.১% খানা। এই হার শহরাঞ্চলের (১৬.৬%) চেয়ে গ্রামাঞ্চলে (২১.৮%) তুলনামূলকভাবে বেশি। কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ১৪.৭% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে এবং ৩.৭% বিভিন্ন ধরনের হয়রানির (অযথা সময়ক্ষেপণ, আইনের ধারার অপব্যাখ্যা ইত্যাদি) শিকার হয়েছে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ১৪.৬% এবং শহরাঞ্চলে ১৪.৮% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ প্রদান করেছে। যে সকল খানা কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবায় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ প্রদান করেছে তাদেরকে গড়ে সার্বিকভাবে ৪,৭৯৬ টাকা দিতে হয়েছে। এলাকাভেদে সার্বিকভাবে গ্রামাঞ্চলে গড়ে ৬,৬৬৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে গড়ে ৪,০২৭ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। সার্বিকভাবে কর ও শুল্ক সেবা গ্রহীতাদের ৬.৮% নারী এবং ৯৩.২% পুরুষ। এসব নারীর ২% এবং পুরুষদের ১৮.৮% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিভিন্ন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবার ধরন অনুযায়ী, যেসকল খানা আমদানি-রপ্তানি/পণ্যের (স্থলবন্দর/এয়ারপোর্টে) জন্য শুল্ক দিয়েছেন তারা সবচেয়ে বেশি (৪৪.৬%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২৮)। ভ্যাট সংক্রান্ত সেবার ক্ষেত্রে ২২.১%, আয়করের ক্ষেত্রে ১৫.৭%, ভ্রমণ কর সেবার ক্ষেত্রে ৮.৮% খানা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.২৮: কর ও শুল্ক সেবার ধরন অনুযায়ী অনিয়ম ও দুর্নীতি

কর ও শুল্কের ধরন	দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার (%)*	অতিরিক্ত অর্থের শিকার খানা (%)*	অতিরিক্ত অর্থের গড় পরিমাণ (টাকা)
আমদানি-রপ্তানি শুল্ক/পণ্য (স্থলবন্দর/এয়ারপোর্টে) শুল্ক	৪৪.৬	৪০.৩	৯০০
ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর)	২২.১	১৭.৫	৫,৩১৪
আয়কর	১৫.৭	১২.৮	৩,৭৭৪
ভ্রমণ কর	৮.৮	৭.৫	২৬২

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

বিভিন্ন সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে আমদানি-রপ্তানি/পণ্য (স্থলবন্দর/এয়ারপোর্টে) শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানাকে (৪০.৩%) ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। অপরদিকে ভ্যাট সেবায় খানাগুলোকে সর্বাধিক (৫৩১৪ টাকা) এবং ভ্রমণ কর সেবায় সবচেয়ে কম (২৬২ টাকা) ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: যারা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৬.৩% খানা নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ধার্যকৃত করের পরিমাণ কমাতে ২২.০% খানা এবং অযথা বিভিন্ন ধরনের কাগজ বা দলিল জমা এড়াতে ২১.৬% খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে (চিত্র ৪.১৬)।

[৩১] খানার সদস্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে

চিত্র ৪.১৬: কর ও শুল্ক খাতে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার কারণ (%)

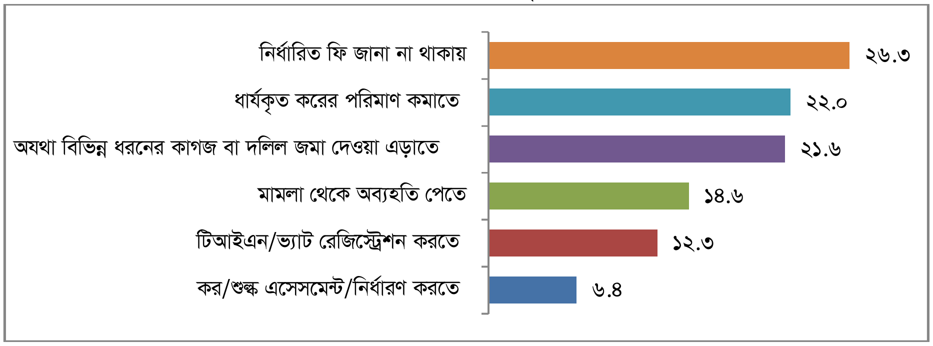

৪.১২ গ্যাস

গ্যাস শিল্প উৎপাদন ও গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি। দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে জ্বালানি হিসেবে এককভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশ মিনারেল অয়েল ও গ্যাস করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-র অধীন ছয়টি কোম্পানি দেশে গ্যাস সংক্রান্ত বিভিন্ন বাণিজ্যিক সেবা প্রদান করে থাকে। এ বাণিজ্যিক সেবাগুলো হলো সংযোগ গ্রহণ, মেরামত ও বিল প্রদান। কিন্তু এ সেবাগুলো নিতে সেবা গ্রহীতাদের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৩.২% গ্যাস সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করেছে।

চিত্র ৪.১৭: গ্যাস সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

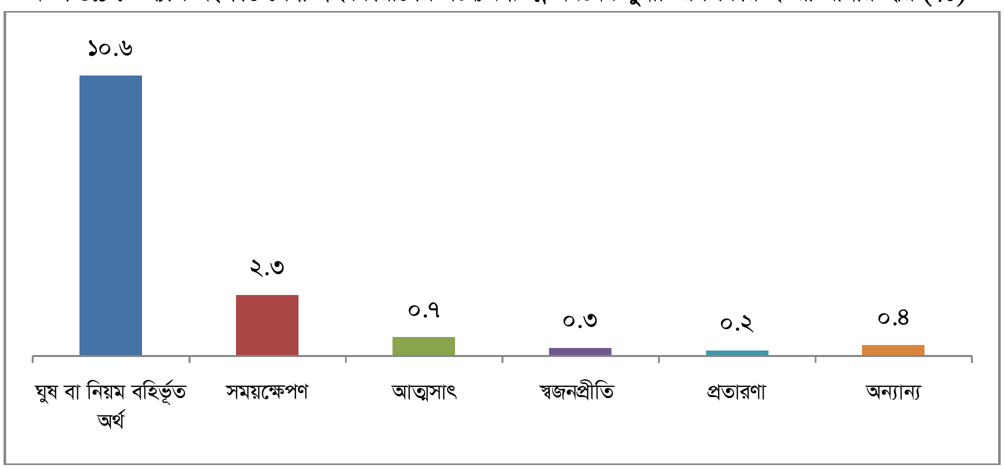

অনিয়ম ও দুর্নীতি: এ খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ১১.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ১০.৬% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে, এছাড়া ২.৩% সময়ক্ষেপণ, ০.৭% আত্মসাৎ, ০.৩% স্বজনপ্রীতি, ০.২% প্রতারণা এবং ০.৪% অন্যান্য দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্যাস সেবায় যারা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ২৭,১৬৬ টাকা দিতে হয়েছে। সার্বিকভাবে গ্যাস সেবা গ্রহীতাদের ১৪.৮% নারী এবং ৮৫.২% পুরুষ। এসব নারীর ১১.২% এবং পুরুষদের ১০.৪% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: গ্যাস সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো যারা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে তার ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না (৭৬.৩%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া (৬০.৯%), নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া (১২.৯%) এবং হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো (৪১.২%)।

৪.১৩ বীমা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বীমা খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে ৭৭টি বীমা কোম্পানি কাজ করছে[৩২]। বাংলাদেশে দুইটি সরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এগুলো হল সাধারণ বীমা করপোরেশন ও জীবন বীমা

---

[৩২] বিস্তারিত: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Insurance_Companies_in_Bangladesh; accessed on 26 June 2016.

করপোরেশন। এছাড়া বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জীবন বীমা কোম্পানি হচ্ছে ৩০টি এবং সাধারণ বীমা কোম্পানী হচ্ছে ৪৫টি। বীমা খাত থেকে সাধারণ জনগণের সেবা নেওয়ার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই খাত থেকে সেবা গ্রহণের সময় জনগণকে নানা ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ১৩.২% বীমা সেবা গ্রহণ করেছে।

চিত্র ৪.১৮: বীমা সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

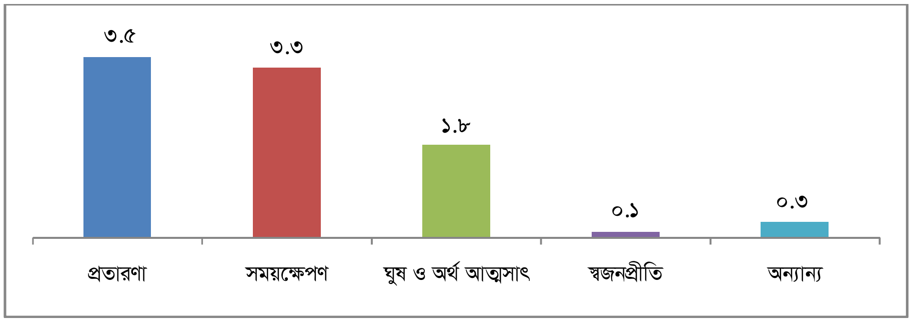

অনিয়ম ও দুর্নীতি: বীমা খাতে সেবা নেওয়া খানার ৭.৮% অনিয়ম ও দুর্নীতি শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ৩.৫% প্রতারণা, ৩.৩% সময়ক্ষেপণ, ১.৮% ঘুষ ও অর্থ আত্মসাৎ, ০.১% স্বজনপ্রীতি, এবং ০.৩% অন্যান্য দুর্নীতির শিকার হয়েছে।[৩৩] বীমা খাতে সেবা নেওয়া খানার মধ্যে যারা ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে তাদের গড়ে ১৩,৪৬৫ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে বা অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে। সার্বিকভাবে বীমা সেবা গ্রহীতাদের ৫৬.১% নারী এবং ৪৩.৯% পুরুষ। এসব নারীর ৬.৩% এবং পুরুষদের ৮.০% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

ঘুষ ও অর্থ আত্মসাতের কারণ: বীমা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো যারা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে ও যেসব খানার বীমা কিস্তি বা বীমা দাবির অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ হয়েছে তারা কারণ হিসেবে বীমা কোম্পানি বা বীমা কোম্পানির প্রতিনিধি পালিয়ে যাওয়া (৫৯.৪%), হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো (৩২.৬%), ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা না পাওয়া (১০.৭%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া (৪.৫%) এবং নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া (০.৯%) উল্লেখ করেছে।

৪.১৪ ব্যাংকিং

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অন্যতম সেবা খাত হচ্ছে ব্যাংকিং। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা চারটি রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, পাঁচটি বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক, ত্রিশটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং নয়টি বৈদেশিক ব্যাংক নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে থাকে। ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের (সঞ্চয়ী হিসাব, বিশেষ হিসাব, বিশেষ স্কীম প্রভৃতি) আমানত সংগ্রহ করে থাকে এবং জনগণকে বিভিন্ন ধরণের (ব্যক্তিগত ঋণ, ব্যাবসায়িক ঋণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ প্রভৃতি) ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া ব্যাংক হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, বয়স্কভাতা/পেনশনের টাকা উত্তোলন প্রভৃতি সেবা প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই খাত থেকে সেবা গ্রহণের সময় সাধারণ জনগণের নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৫০.৬% ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। এ হার গ্রামাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৭.৬% এবং শহরাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬০.১% থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে সরকারি তফসিলি ব্যাংক থেকে ৫৮.২%, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৩৮.২%, কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ১৭.১% এবং বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে ২.২% সেবা গ্রহণ করেছে।

[৩৩] প্রতারণা বলতে বোঝাচ্ছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেবা না দেওয়া, ভুল তথ্য দিয়ে বীমা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা; সময়ক্ষেপণ বলতে বোঝাচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন না করা, অযথা বিলম্ব, বীমা দাবীর টাকা প্রদানে সময়ক্ষেপণ; ঘুষ ও অর্থ আত্মসাৎ বলতে বোঝাচ্ছে ঘুষ/রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়া, জোর করে বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়, বীমা কিস্তি বা বীমা দাবীর অর্থ অংশিক বা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ; স্বজনপ্রীতি বলতে বোঝাচ্ছে

এছাড়া খানার সদস্যরা ব্যাংক থেকে যেসকল সেবা নিয়েছে তার মধ্যে ৪৫.৮% বিল প্রদান, ৪২.৫% টাকা জমা, ৪১.৮% টাকা উত্তোলন এবং ১০.৩% ঋণ গ্রহণ (ব্যক্তিগত, ব্যাবসায়িক, বাড়ি নির্মাণ, গাড়ি ক্রয়, কৃষি) করেছে। এছাড়া খানার সদস্যরা বেতন ও ভাতা উত্তোলন (১১.১%), মেয়াদি সঞ্চয়ী সেবা (১৬.১%), রেমিট্যান্স উত্তোলন (৬.৬%) এবং আরো বিভিন্ন ধরনের সেবা (২.৮%) গ্রহণ করেছে।

সারণি ৪.২৯: ব্যাংকিং সেবার ধরন অনুযায়ী সেবা নেওয়া খানার হার

সেবার ধরন	সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)
বিল প্রদান	৪৫.৮
টাকা জমা	৪২.৫
টাকা উত্তোলন	৪১.৮
মেয়াদি সঞ্চয়ী সেবা	১৬.১
বেতন ও ভাতা উত্তোলন	১১.১
ঋণ গ্রহণ (ব্যক্তিগত, ব্যাবসায়িক, বাড়ি নির্মাণ, গাড়ি ক্রয়, কৃষি)	১০.৩
হিসাব খোলা	৭.৫
রেমিট্যান্স উত্তোলন	৬.৬
অন্যান্য	২.৮

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ৫.৩% খানা বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়া এই হার গ্রামাঞ্চলে ৫.৭% ও শহরাঞ্চলে ৪.৩%। দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন ভেদে দেখা যায়, সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে ১.৮% খানাকে ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ প্রদান, ২.৯% অযথা সময়ক্ষেপণ এবং ০.৯% খানা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহা/অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়া ০.৯% খানা অন্যান্য (আংশিক/ভুল তথ্য দিয়ে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা, বিভিন্ন ধরনের কাগজ বা দলিল জমা দেয়ার জন্য চাপ প্রদানসহ প্রভৃতি) বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে। ব্যাংক থেকে সেবা নিতে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৩,২১৯ টাকা (গ্রামাঞ্চলে ২,৬৭৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৫,৬৫১ টাকা) দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। সার্বিকভাবে ব্যাংকিং সেবা গ্রহীতাদের ২৬.৪% নারী এবং ৭৩.৬% পুরুষ। এসব নারীর ৩.৬% এবং পুরুষদের ৪.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.১৯: ব্যাংকিং সেবা সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

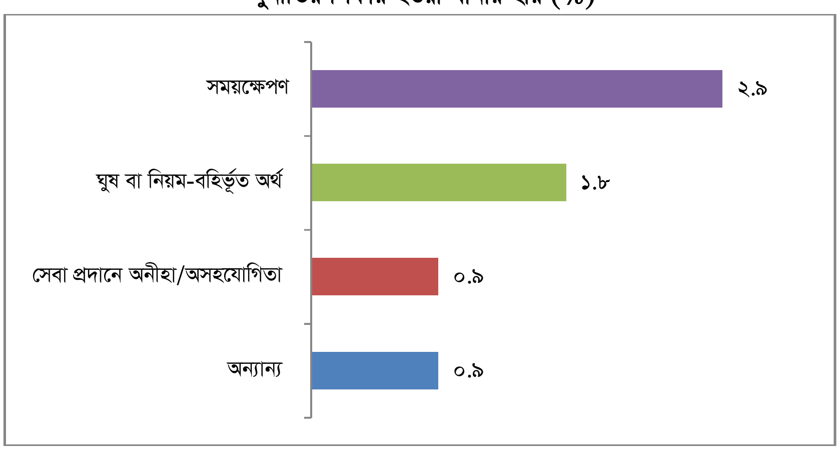

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রতিষ্ঠানভেদে সেবা গ্রহণকালে ৮.৫% খানা কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ৫.৪% খানা বিশেষায়িত ব্যাংক (কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বাদে), ৫.১% খানা সরকারি তফসিলি ব্যাংক, ২.৩% খানা বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ১.২% খানা বহুজাতিক ব্যাংক থেকে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে সেবা নিতে গিয়ে ৩.৮% খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে সেবা নিতে গিয়ে ১.১% খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। ব্যাংকভেদে ঘুষের পরিমাণ সরকারি তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে ২,৯৪২ টাকা, কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে ২,৫৭০ টাকা, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে ২৩৩২ টাকা।

সারণি ৪.৩০: ব্যাংকিং সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠানের ধরন	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৮.৫	৩.৮	২৫৭০
অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক	৫.৪	১.১	-
সরকারি তফসিলি	৫.১	০.৭	২৯৪২
বেসরকারি বাণিজ্যক ব্যাংক	২.৩	০.২	২৩৩২

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবাভেদে দুর্নীতি ও হয়রানি: সেবার ধরন অনুযায়ী দেখা যায়, ৪৯.৪% খানা ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত সেবা (ব্যক্তিগত, ব্যাবসায়িক, বাড়ি নির্মাণ, কৃষি) নেওয়ার ক্ষেত্র দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। এছাড়া ৪.১% খানা বেতন ও ভাতা উত্তোলন. ২.৬% খানা টাকা উত্তোলন, ২% খানা রেমিট্যান্স উত্তোলন, ৪.৫% খানা চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত সেবা নেওয়ার ক্ষেত্র দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.৩১: ব্যাংকিং সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি

সেবার ধরন	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*
ঋণ গ্রহণ (ব্যক্তিগত, ব্যাবসায়িক, বাড়ি নির্মাণ)	৩০.৭
কৃষি ঋণ	১৮.৭
বেতন ভাতা উত্তোলন	৪.১
সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ	২.৯
টাকা উত্তোলন	২.৬
বিল	২.৬
রেমিট্যান্স উত্তোলন	২
চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ	১.৬
অন্যান্য	৪.৪

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: জরিপে ঘুষের শিকার হওয়া খানা ঘুষ দেওয়ার যেসব কারণ উল্লেখ করেছে তার মধ্যে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা না পাওয়া (৫২.৩%), সহজে ঋণ পাওয়া (৩৬%), কাজ দ্রুত হওয়া (৩৫%) অন্যতম।

চিত্র ৪.২১: ব্যাংকিং খাতে ঘুষ প্রদানের কারণ

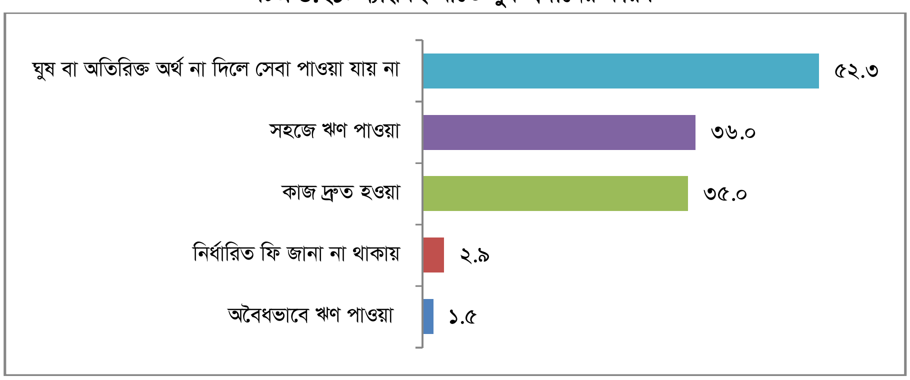

৪.১৫ এনজিও

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের পুনর্গঠন থেকে শুরু করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কয়েক হাজার এনজিও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের প্রায় সিংহভাগ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এনজিও থেকে সেবা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম থেকে উপকৃত হয়। নারীর ক্ষমতায়ন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-বান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়নে এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৩৪.৯% খানা বিভিন্ন এনজিও থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। তাদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র ঋণ/ব্যবসায়িক ঋণ (৯০.০% খানা) এবং সঞ্চয় (প্রায় ৫৯.৪% খানা) কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এছাড়াও তারা এনজিও'র অন্যান্য কার্যক্রম, যেমন বীমা, সৌর বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ, কৃষি, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদির আওতায় সেবা নিয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, যেসব খানা এনজিও থেকে সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ৭৮.৪% খানা জাতীয় পর্যায়ের এনজিও কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত। এছাড়া ২৫.২% খানা স্থানীয় এনজিও এবং ০.৫% ভাগ খানা আন্তর্জাতিক এনজিও'র সাথে সরাসরি যুক্ত বলে এ জরিপের ফলাফলে উঠে এসেছে।

এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ ও ব্যবহার: খানা জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এনজিও থেকে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলো ২০১৫ সালে গড়ে ৩৬,৬৯৪ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে। এই ঋণ নেওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে ৪৪.৮% খানা ক্ষুদ্র ব্যবসা, ২১.৫% খানা মৎস্য ও কৃষি, ১৪.১% খানা গরু-ছাগল পালন, ১০.৭% খানা পরিবহন ক্রয় করার কথা উল্লেখ করেছে। ঋণগ্রহীতা খানার ৬৫.৪% সম্পূর্ণ ঋণ সংশ্লিষ্ট কাজে অর্থাৎ যে কাজ দেখিয়ে ঋণ নিয়েছিলো সে কাজেই ঋণের টাকা ব্যয় করেছে এবং ১৪.১% খানা আংশিক ঋণ সংশ্লিষ্ট কাজে ঋণের টাকা ব্যয় করেছে। অন্যদিকে ২২.৩% খানা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রয়োজনে ঋণের অর্থ ব্যয় করেছে। ভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, বিবাহ, ঋণ পরিশোধ, অন্য এনজিও হতে গৃহীত ঋণের কিস্তি পরিশোধ প্রভৃতি। ঋণগ্রহীতা খানার ৩৭.৭%-এর ক্ষেত্রে তাদের ঋণের অর্থ প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: এনজিও থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার মধ্যে ৩.০% খানা কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে। আর এনজিও হতে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ১.০% খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের শিকার হয়েছে। এছাড়া ০.৯% খানা কিস্তি আদায়ের ক্ষেত্রে গালিগালাজসহ নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছে। অন্যান্য অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে ০.৬% খানা ঋণের পরিমাণ থেকে অর্থ কেটে রাখা, ০.৬% খানা ঋণ প্রদানে সময়ক্ষেপণ, ০.৫% খানা অপ্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা নিতে বাধ্য করা, ০.১% খানা স্বজনপ্রীতি এবং ০.১% খানা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে। সার্বিকভাবে এনজিও সেবা গ্রহীতাদের ৭৮.৩% নারী এবং ২১.৭% পুরুষ। এসব নারীর ২.৮% এবং পুরুষদের ৩.০% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.২২: এনজিও খাতে দুর্নীতির ধরন ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

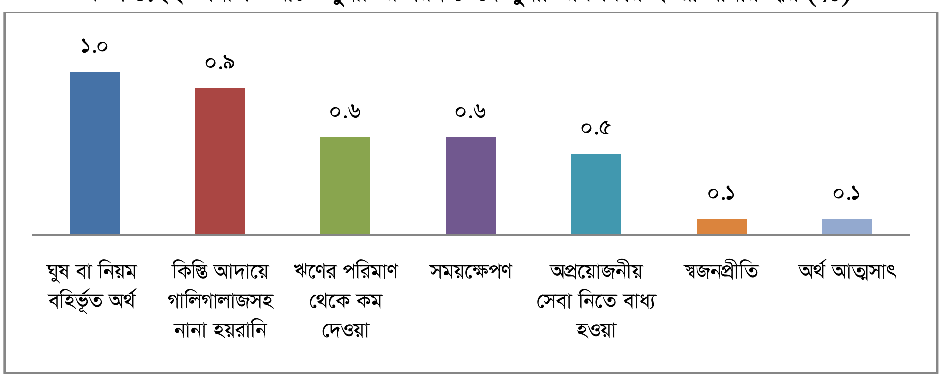

এনজিও থেকে সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের শিকার হয়েছে এমন খানাগুলো গড়ে ৬৮৫ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় পরিমাণ স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও'র ক্ষেত্রে ৩৯৫ টাকা এবং জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র ক্ষেত্রে ৭২১ টাকা।

সারণী ৪.৩২: এনজিও'র ধরন ভেদে সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি

এনজিও[৩৪]	সেবা গ্রহণকারী খানা (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানা (%)*	খানাপ্রতি নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা)
স্থানীয়	২৫.২	২.৬	১.৬	৩৯৫
জাতীয়	৭৮.৪	৩.১	০.৯	৭২১
সার্বিক	**১০০.০**	**৩.০**	**১.০**	**৬৮৫**

* সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতা খানাসমূহ নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণা না থাকা (২৮.৫% খানা), অর্থ বা উপহার না দিলে প্রাপ্য সেবা না পাওয়ার ভয় (২৬.৫% খানা), অতি দ্রুত

[৩৪] আন্তর্জাতিক এনজিও থেকে সেবা গ্রহণের হার (০.৫%) উল্লেখযোগ্য না হওয়ায় দুর্নীতি ও নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের হার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সেবা প্রাপ্তির প্রত্যাশা (২১.৯% খানা), অপ্রয়োজনীয় সেবা না নিলে ঋণ না পাওয়ার ভয় (২১.১% খানা) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেছে।

৪.১৬ অন্যান্য

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৩.৫% ডাক বিভাগ, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিস, বিটিসিএল, ওয়াসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: অন্যান্য খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৭.১% অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অন্যান্য খাতে যেসকল খানা সেবা গ্রহণ করেছে তাদের ১০.০% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে বলে জানিয়েছে। এই ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ গড়ে ৪,৬৩৩ টাকা। সার্বিকভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহীতাদের ২৬.৯% নারী এবং ৭৩.১% পুরুষ। এসব নারীর ১২.৯% এবং পুরুষদের ১৮.১% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.২৩: অন্যান্য খাতে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

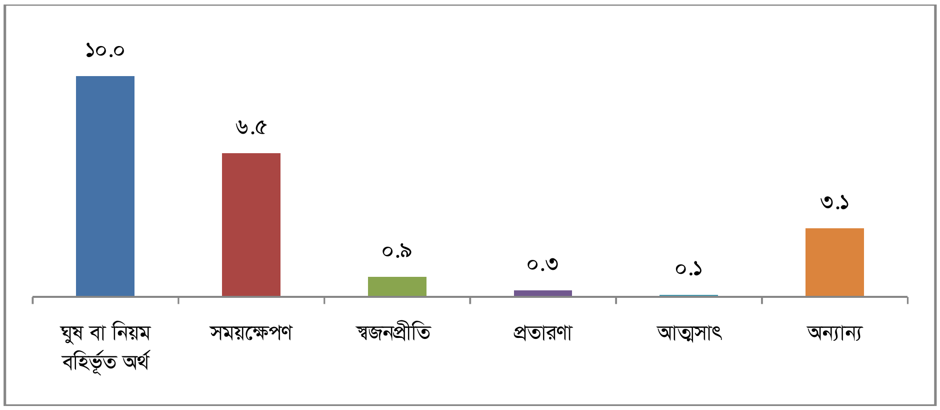

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত দেওয়ার কারণ: সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো একাধিক কারণে ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা না পাওয়া (৮৫.৩%), নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া (৩৮.১%), হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো (২০.৬%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া (১৫.৬%) এবং অন্যান্য (২.৭%)।

অধ্যায় ৫

উপসংহার ও সুপারিশ

সেবা খাতে দুর্নীতি ২০১৫ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় সার্বিকভাবে ২০১৫ সালে ২০১২ সালের তুলনায় সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০১৫ সালে যেখানে দুর্নীতির শিকার খানার হার পাওয়া গিয়েছে ৬৭.৮%, ২০১২ সালে এই হার ছিল ৬৭.৩%। কিন্তু সেবা খাতে ঘুষের শিকার খানার হার সার্বিকভাবে ২০১২ সালের (৫১.৮%) তুলনায় ২০১৫ সালে (৫৮.১%) কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয়ভাবে প্রক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ৮,৮২১.৮ কোটি টাকা। এই প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৩.৭% এবং বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.৬%। নিম্ন আয়ের জনগণের ওপর উচ্চ আয়ের তুলনায় দুর্নীতির বোঝা বা ভার অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের জনগণ তাদের বার্ষিক আয়ের বা ব্যয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেয় বা দিতে বাধ্য হয়।

দুর্নীতির শিকারের সাপেক্ষে যে সাতটি খাত শীর্ষস্থান দখল করেছে তারা হলো পাসপোর্ট (৭৭.৭%), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৬%), শিক্ষাসেবা (৬০.৮%), বিআরটিএ (৬০.১%), ভূমি প্রশাসন (৫৩.৪%), বিচারিক সেবা (৪৮.২%), এবং স্বাস্থ্যসেবা (৩৭.৫%)। ১২টি সুনির্দিষ্ট খাতের মধ্যে পাঁচটি খাতে দুর্নীতি ও হয়রানির মাত্রা কমেছে তারা হলো ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, ব্যাংকিং ও এনজিও। এ হ্রাসের হার সর্বোচ্চ বিচারিক সেবা খাতে যা প্রায় ৮.৯% এবং সর্বনিম্ন ব্যাংকিং খাতে যা ১.৮%। অপরদিকে, তিনটি খাতে দুর্নীতি ও হয়রানির মাত্রা বেড়েছে তারা হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ খাত, ও বীমা। এ বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ যা ১৩.৬% এবং সর্বনিম্ন বীমা খাতে যা ১.৮%। তবে শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, কৃষি এবং কর ও শুল্ক সেবায় দুর্নীতি ও হয়রানির মাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

২০১৫ সালে শহরাঞ্চলের (৬২.৬%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৬৯.৫%) সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকোপ বেশি। অনুরূপভাবে, শহরাঞ্চলের (৫৩.৪%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৫৯.৬%) ঘুষ দেওয়ার হারও বেশি। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৭১% 'ঘুষ না দিলে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায় না' ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণী এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে:

ক. সার্বিক সুপারিশ

১. **দুর্নীতিতে জড়িতদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনা ও শাস্তি প্রদান:** বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনতে হবে। যেসব খাতে দুর্নীতির হার বেশি এবং দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব খাতের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ (যেমন পাসপোর্ট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার), সেসব খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্যে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষকরে সেবাখাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্যক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ কার্যকর করতে হবে।

২. **নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন:**প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এর ভিত্তিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. **সেবা প্রদান পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি:** সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এবং সেবার ধরন ও মান নির্ধারণে স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরনের জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সেবা খাতে গণশুনানির আয়োজন করতে হবে, যেখানে সেবাগ্রহীতারা সেবা প্রদানকারীদের দায়বদ্ধতার আওতায় আনতে পারে।

৪. **তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি:** সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। যেসব সেবা খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল পাওয়া গেছে (যেমন পাসপোর্ট, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, বিআরটিএ, আয়কর) সেসব খাতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য খাতেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনলাইন সেবা চালু করতে হবে। এছাড়াও সেবা সম্পর্কে জনগণের তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সেবা খাতে অনলাইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. **নাগরিক সনদের বাস্তবায়ন:** প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে। নাগরিক সনদ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। নাগরিক সনদ দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রকাশ করতে হবে এবং এর প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। নাগরিক সনদে অবশ্যই প্রযোজ্য সকল সেবার বৈধ ফি উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি যেসব সেবা বিনামূল্যে প্রাপ্য তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে অভিযোগ ও তার নিরসন পদ্ধতির উল্লেখ থাকতে হবে। প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদ সেবাগ্রহীতাদের জন্য সহজপ্রাপ্য করতে হবে।

৬. **জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিক বরাদ্দ বৃদ্ধি:** জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এর ঘাটতি দূরীকরণে সেবাখাতগুলোতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি তাদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে করে সেবাখাতে দুর্নীতি উৎসাহিত না হয়।

৭. **জণগনের সচেতনতা বৃদ্ধি ও গণমাধ্যমের ভূমিকা:** দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে এবং একইসাথে এক্ষেত্রে গণমাধ্যমে সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. **দুর্নীতির বিরুদ্ধে দক্ষতা বৃদ্ধি:** দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বাড়াতে হবে। দুর্নীতিবিরোধী আইন, তথ্য অধিকার আইন ও বিশেষ করে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের ওপর প্রশিক্ষণ, সংক্ষুব্ধি প্রশমণ কাঠামো তৈরি/শক্তিশালীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ দক্ষতা বাড়াতে হবে।

৯. **'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও 'তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১' এর কার্যকর বাস্তবায়ন:** দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের অন্যতম উপায় তথ্যের অভিগম্যতা। সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে যেন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের উন্মুক্ততার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহীতার তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হয়। একইসাথে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন প্রয়োগে প্রচারণা ও প্রণোদনাসহ বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ সকল অংশীজনের সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে।

১০. **ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার সৃষ্টি:** দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার উদ্যোগ নিতে হবে। একইসাথে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. **সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ:** সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে যে কোনো ধরনের অপ্রয়োজনীয় ধাপ ও অন্যান্য বাধা দূর করতে পদ্ধতিগত সংস্কার করতে হবে, যেন সেবাগ্রহীতারা সহজে ও কম সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারে এবং দুর্নীতির ঝুঁকি হ্রাস পায়। ক্ষেত্রবিশেষে সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজ করার জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে।

১২. **কার্যকর অভিযাগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তন:** কার্যকর অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা ও সকল ক্ষেত্রে সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের প্রয়োগ করতে হবে এবং এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। দূর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে এবং প্রাপ্ত অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভুক্তভোগী জনগণ যাতে অভিযোগ ব্যবস্থা কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. খাতভিত্তিক সুপারিশ:

পাসপোর্ট

- পাসপোর্ট কার্যালয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রশাসনিক তদারকি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও পরিবীক্ষণ জোরদার করতে হবে
- পাসপোর্ট সেবায় মধ্যস্বত্ত্বভোগী বা দালালের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যেসকল অসাধু অংশের যোগসাজশে দালালচক্র তাদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রাখছে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে
- পাসপোর্ট সেবায় পুলিশী তদন্তের নামে হয়রানি ও অবৈধ লেনদেন বন্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় পরিচয়পত্রধারী আবেদনকারী নাগরিক ও তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশী তদন্তের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করতে হবে। আইন অমান্যকারী বা দুষ্কৃতকারীদের নিয়ন্ত্রণের নামে সাধারণ ও আইনমান্যকারী নাগরিকদের সেবা প্রদানে একই মাপকাঠি প্রযোজ্য না হওয়া বাঞ্ছনীয়। সন্দেহভাজন বা অভিযুক্তদের বিদেশ পলায়নরোধ বা অন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রযোজ্য বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। একই বিবেচনায় পাসপোর্টের আবেদনপত্র সত্যায়নের বাধ্যবাধকতাও প্রত্যাহার করা উচিত

- পাসপোর্ট সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে সেবগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীর মধ্যে সংযোগ বৃাদ্ধসহ গণশুনানীর আয়োজন করতে হবে

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

- পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হতে হবে। নিয়োগের পূর্বে প্রত্যেক পুলিশ সম্পর্কে তাদের পরিবার, তাদের সামাজিকীকরণ, বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নৈতিক দৃঢ়তা ও অপরাধের অতীত ইতিহাস যাচাই-বাছাই করে নিয়োগ দিতে হবে
- নিযোগ পরবর্তী নৈতিকতা ও সততা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে
- পুলিশি বিভিন্ন ধরনের সেবায় অনলাইনভিত্তিক সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে
- পুলিশের দুর্নীতি কমানোর জন্য তাদের ভাল কাজের জন্য প্রণোদনা ও খারাপ কাজ তথা অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য কার্যকর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর ট্রাফিক সিগনাল ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা

- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল সরকারি ও বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফি-সহ যেকোনো ধরনের ফি নেওয়া বন্ধ করতে হবে
- মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবাভেদে গৃহীত ফি'র পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করতে হবে

বিআরটিএ

- সংশোধিত খসড়া মোটরযান আইন অবিলম্বে অনুমোদন ও তা কার্যকর প্রয়োগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে
- বিআরটিএ'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য একটি নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে। দুর্নীতি ও অনিয়মসহ সকল প্রকার নৈতিক আচরণ বিধির লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে
- অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত ইতিবাচক-নেতিবাচক প্রণোদনা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে

ভূমি সেবা

- ভূমিখাতের তথ্য ভাণ্ডারকে ত্রুটিমুক্ত ও ডিজিটাল করতে হবে
- উপজেলা পর্যায়ে সকল সেবা বিশেষ করে নামজারি, রেজিস্টেশন, তথ্য সরবরাহ সেবাসহ অন্যান্য সেবা ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে
- সেবাগ্রহীতাদের ভূমি সেবা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভূমি মেলার আয়োজন করতে হবে
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভূমিসেবা নিয়ে গণশুনানির আয়োজন করতে হবে

বিচারিক সেবা

- বিচারিক আচরণবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ ও পরিবীক্ষণযোগ্য হতে হবে। বিচারিক আচরণবিধি ভঙ্গ করলে যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়ায় সংশোধন, প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিচারিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে আদালত-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রমের তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।
- বিচারপ্রার্থীরা আইনজীবীদের দ্বারা যাতে কোনো প্রকার হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার না হয় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বার ও আইনজীবী সমিতিকে সক্রিয় হতে হবে। আইনজীবীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলকে তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।

স্বাস্থ্য

- বিভিন্ন সেবায় (ট্রলি, শয্যা পাওয়া, অপারেশন) নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় বন্ধ করার জন্য স্থানীয় ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তদারকি বাড়াতে হবে।
- রোগীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হাসপাতালের বিভিন্ন তথ্য যেমন বিভিন্ন সেবার মূল্য, সেবার জন্য কোথায় যেতে হবে, কোন কোন সেবা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে, এবং কোনো অভিযোগ থাকলে কার কাছে কীভাবে অভিযোগ করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রচারণা চালাতে হবে

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে করতে হবে। নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা শুধুমাত্র রশিদ প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।
- বিভিন্ন সনদ (জন্ম সনদ, মৃত্যু সনদ, ওয়ারিশ সনদ, ইত্যাদি) প্রদানের ক্ষেত্রে ফি মওকুফের মাধ্যমে দুর্নীতির ঝুঁকি কমিয়ে আনতে হবে। তবে প্রিন্টিং খরচের জন্য ফি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং তা গ্রাহকের কাছ থেকে কেবলমাত্র রশিদের মাধ্যমে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতাধীন বিভিন্ন সেবার তালিকাভুক্তির তথ্য স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির অংশগহণে তদারকি করা এবং দৈবচয়িতভাবে বিভিন্ন বরাদ্দ বিতরণের দিনে প্রতিনিধির উপস্থিত থাকা নিশ্চিত করতে হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে সেবার মানের ঘাটতি ও হয়রানি বিষয়ে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মিত গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে।

বিদ্যুৎ

- মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ সেবার গ্রাহকদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তদারকি ব্যবস্থা বাড়াতে হবে
- সংযোগসহ বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য যথাযথভাবে প্রচার করতে হবে

কৃষি

- দ্রুত এবং মানসম্মত সার ও বীজ প্রাপ্তিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক কার্যকর তদারকি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে
- কৃষকদেরকে সময়মতো কৃষি পরামর্শ প্রদানের জন্য ব্লক সুপারভাইজারদের কাজের তত্ত্বাবধান আরও জোরদার করতে হবে। তাদের কাজের জন্য প্রণোদনা এবং দায়িত্বে অবহেলার জন্য জবাবদিহি ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে

কর ও শুল্ক

- কর ফাঁকি এবং কর আত্মসাতের সাথে জড়িত কর প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে
- কর রেজিস্ট্রেশন, অ্যাসেসমেন্ট এবং কর প্রদানের জন্য প্রবর্তিত অটোমেশন-এর কার্যকরতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে

বীমা

- বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ম-কানুন ও বিভিন্ন ফি সংক্রান্ত তথ্য প্রতিটি গ্রাহকে লিফলেট বা ছোট পুস্তিকার মাধ্যমে প্রদান করতে হবে
- বীমা প্রতিনিধি/এজেন্টদের কর্মকাণ্ড মনিটরিং ও তদারকি ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে
- গ্রাহকের অর্থ আত্মসাৎ এবং প্রতিশ্রুত দাবি পূরণে গাফিলতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকতা-কর্মচারী ও এজেন্টের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে
- বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট বিরতিতে বীমা সেবার ওপর গণশুনানীর আয়োজন করতে হবে এবং গণশুনানীর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

গ্যাস

- গ্যাস বিতরণ ও সরবরাহকারী সংস্থার কার্যক্রম ক্রেতা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে
- দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে
- গ্যাস বিতরণও সরবরাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পন্ন করার জন্য গণশুনানির আয়োজন করতে হবে

ব্যাংক

- ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদান এবং গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে

এনজিও

- ক্ষুদ্রঋণের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনাকারী এনজিওসমূহহেপরিবীক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত ও জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এনজিওসমূহকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস

ক্রমিক নম্বর	বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
১	খুলনা	১,৭২৮	৬৭২	২,৪০০
২	চট্টগ্রাম	১,৮৬০	১,০২০	২,৮৮০
৩	বরিশাল	১,০৮০	৩৬০	১,৪৪০
৪	ঢাকা	২,১৩৬	১,২২৪	৩,৩৬০
৫	ময়মনসিংহ	৭৩২	২২৮	৯৬০
৬	রাজশাহী	১,৩৮০	৫৪০	১,৯২০
৭	রংপুর	১,৪৮৮	৪৩২	১,৯২০
৮	সিলেট	৭৪৪	২১৬	৯৬০
মোট খানার সংখ্যা		**১১,১৪৮**	**৪,৬৯২**	**১৫,৪৮০**

পরিশিষ্ট ২: ২০১৫ খানা জরিপের নমুনার বিস্তৃতি

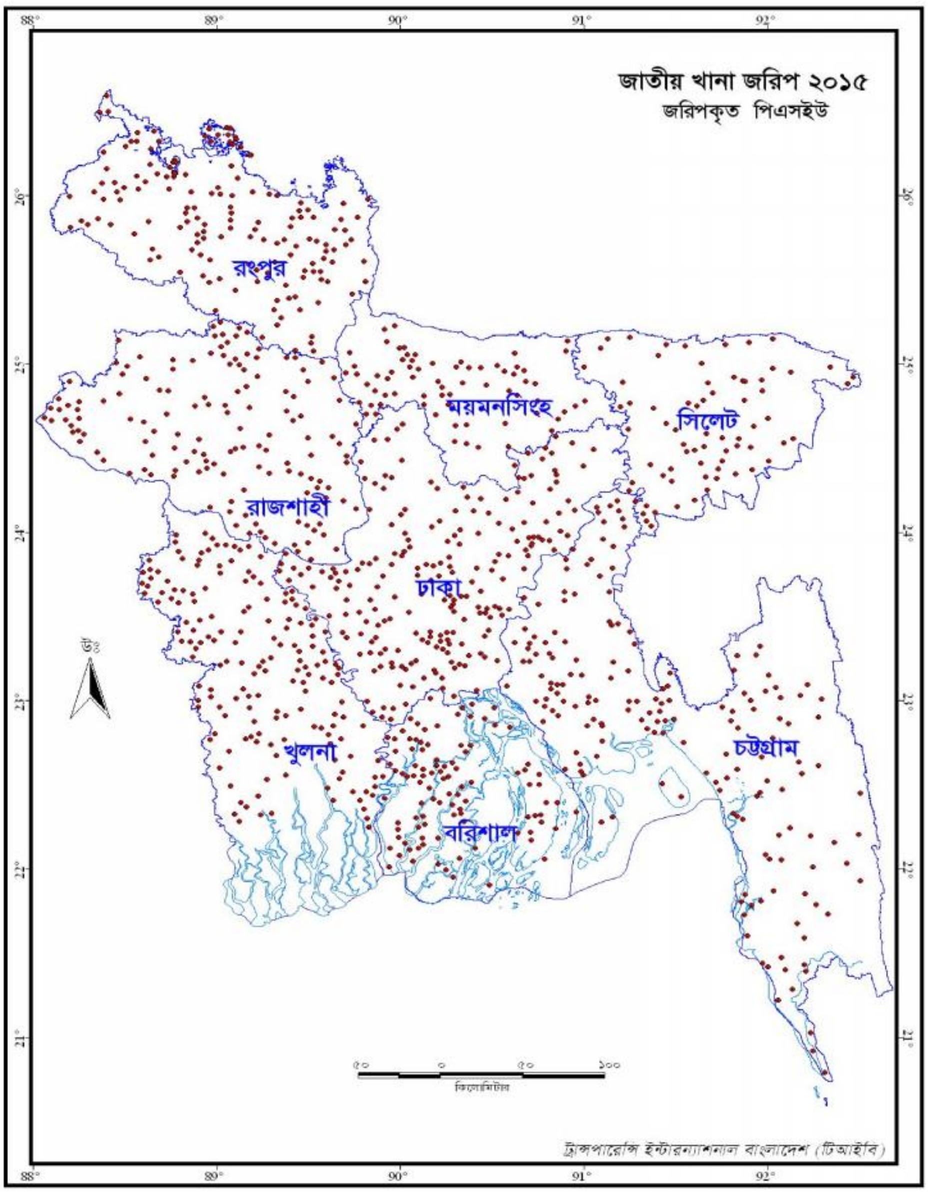

পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবা গ্রহণের খানার হার (%)			Standard Error	Relative Error[35]
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	স্বাস্থ্য	৮৬.৯	৮৩.৬	৮৬.১	০.৯	১.০
২	শিক্ষা	৭০.৫	৭০.২	৭০.৪	১.০	১.৪
৩	বিদ্যুৎ	৫৫.১	৫৯.৩	৫৬.৪	১.৯	৩.৪
৪	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৫৪.৮	৪৬.২	৫২.৭	১.১	২.১
৫	ব্যাংকিং	৪৭.৬	৬০.১	৫০.৬	১.১	২.২
৬	এনজিও	৩৫.৪	৩৩.২	৩৪.৯	১.১	৩.২
৭	কৃষি	২১.১	৭.১	১৭.৭	১.০	৫.৬
৮	ভূমি প্রশাসন	১৬.৬	১৫.৩	১৬.৩	০.৮	৪.৯
৯	বীমা	১২.৭	১৪.৮	১৩.২	০.৭	৫.৩
১০	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৮.৫	১৪.১	৯.৯	০.৫	৫.১
১১	বিচারিক সেবা	৮.৬	৮.১	৮.৫	০.৫	৫.৯
১২	পাসপোর্ট	৩.২	৪.৬	৩.৫	০.৩	৮.৬
১৩	গ্যাস	১.৪	৭.৬	৩.২	১.৬	৫০.০
১৪	বিআরটিএ	১.৬	৪.২	২.২	০.৩	১৩.৬
১৫	কর ও শুল্ক	০.৮	৫.১	২	০.৩	১৫.০
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	২.৭	৫.৯	৩.৫	০.৩	৮.৬
১৭	**সার্বিক**	**৯৯.৭**	**৯৯.৩**	**৯৯.৬**	**০.১**	**০.১**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার শতকরা হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার খানা (%)			Standard Error	Relative Error
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	পাসপোর্ট	৮৫.০	৬৩.৬	৭৭.৭	০.৩	০.৪
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৪.৩	৭৫.২	৭৪.৬	২.০	২.৭
৩	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৬২.১	৫৬.০	৬০.৮	১.৩	২.১
৪	বিআরটিএ	৫১.২	৬৮.৮	৬০.১	০.৪	০.৭
৫	ভূমি প্রশাসন	৫৪.৬	৫০.০	৫৩.৪	২.২	৪.১
৬	বিচারিক সেবা	৪৯.৬	৪৩.৯	৪৮.২	২.৮	৫.৮
৭	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩৫.৭	৪৩.৮	৩৭.৫	১.৫	৪.০
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৬.৬	৩৪.৩	৩৬.১	১.০	২.৮
৯	বিদ্যুৎ	৩৬.৪	১৯.৬	৩১.৯	১.৩	৪.১
১০	কৃষি	২৬.৪	২০.৬	২৫.৮	১.৯	৭.৪
১১	কর ও শুল্ক	২১.৮	১৬.৬	১৮.১	৩.৫	১৯.৩
১২	গ্যাস	৯.৩	১৭.০	১১.৯	৩.০	২৫.২
১৩	বীমা	৭.৬	৮.২	৭.৮	১.০	১২.৮
১৪	ব্যাংকিং	৫.৭	৪.৩	৫.৩	০.৫	৯.৪
১৫	এনজিও	৩.০	৩.০	৩	০.৩	১০.০
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	১২.২	২৩.৭	১৭.১	২.২	১২.৯
১৭	**সার্বিক**	**৬৯.৫**	**৬২.৬**	**৬৭.৮**	**১.১**	**১.৮**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

---

[৩৫] Standard Error (SE) আনুমানিক proportion- এর কত অংশ তা শতকরা হারে Relative Error (RE) নামে প্রকাশ করা হয়।

পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার শতকরা হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষের শিকার খানা (%)			Standard Error	Relative Error
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	পাসপোর্ট	৮৩.৬	৬১.৩	৭৬.১	৩.৩	৪.৩
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৩.৪	৭০.৩	৬৫.৯	২.৫	৩.৮
৩	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৮.৩	৫১.৬	৫৬.৯	১.৩	২.৩
৪	বিআরটিএ	৪৩.২	৬১.২	৫২.৩	৪.২	৮.০
৫	ভূমি প্রশাসন	৫০.৭	৪৭.৪	৪৯.৮	২.২	৪.৪
৬	বিচারিক সেবা	৩০.১	২৫.৪	২৮.৯	২.৮	৯.৭
৭	বিদ্যুৎ	৩৩.১	১৫.৪	২৮.৪	১.৩	৪.৬
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২১.৫	২৪.৯	২২.৩	১.০	৪.৫
৯	কৃষি	১৮.৬	১৫.২	১৮.২	১.৪	৭.৭
১০	স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৫.১	২২.৩	১৬.৭	১.০	৬.০
১১	কর ও শুল্ক	১৪.৬	১৪.৮	১৪.৭	২.৬	১৭.৭
১২	গ্যাস	৮.৯	১৪.১	১০.৬	২.৯	২৭.৪
১৩	বীমা	১.৮	১.৭	১.৮	০.৪	২২.২
১৪	ব্যাংকিং	২.১	১.১	১.৮	০.২	১১.১
১৫	এনজিও	১.০	১.১	১	০.২	২০.০
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৮.৭	১১.৭	১০	২.০	২০.০
১৭	**সার্বিক**	**৫৯.৬**	**৫৩.৪**	**৫৮.১**	**১.১**	**১.৯**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন সেবা খাতে গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ*

ক্রমিক নম্বর	খাত	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)			Standard Error	Relative Error
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	গ্যাস	২৯,৪৮০	২৪,২৯৬	২৭,১৬৬	৩৩৬৬.৯	১২.৪
২	বীমা	১৬,০৭১	৭,৭৬২	১৩,৪৬৫	৩৭৭৪.০	২৮.০
৩	বিচারিক সেবা	৯,৯৩১	৮,৭৭৮	৯,৬৮৬	১৯৭১.৫	২০.৪
৪	ভূমি প্রশাসন	৯,৩৬২	৮,৯২৮	৯,২৫৭	১০৪৪.৫	১১.৩
৫	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৮,৩৩৪	৫,০৩৭	৭,০৬৭	১২০৭.৩	১৭.১
৬	কর ও শুল্ক	৬,৬৬৯**	৪,০২৭**	৪,৭৯৬	১৮৪৪.২	৩৮.৫
৭	বিআরটিএ	৩,৯০১	৩,৮৪৪	৩,৮৬৯	৩৩৩.৯	৮.৬
৮	বিদ্যুৎ	৩,৬৩৫	৩,৬০০	৩,৬৩০	১৭৬.০	৪.৮
৯	ব্যাংকিং	২,৬৭৬	৫,৬৫১	৩,২১৯	৫৪৮.৪	১৭.০
১০	পাসপোর্ট	৩,২০৭	২,৮৯০	৩,১২০	৩৬৩.৬	১১.৭
১১	কৃষি	৮৪৯	৬২৯	৮৩২	৭৫.২	৯.০
১২	এনজিও	৭৫১	৪৯৩	৬৮৫	১৮৫.৬	২৭.১
১৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৪৬	৪৪৯	৪৪৭	৫৩.০	১১.৯
১৪	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩১৫	৬১৭	৩৭৪	৩০.১	৮.০
১৫	স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৯২	২০৪	১৯৬	২৭.১	১৩.৮
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৪,২১১	৫,০৪৭	৪,৬৩৩	১১৭৪.৭	২৫.৪
১৭	**খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ**	**৪,৪৪৫**	**৪,৮৪৩**	**৪,৫৩৮**	**২৭৭.৮**	**৬.১**

* গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

**গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভেদে গড় ঘুষের পরিমাণ সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ণীত

পরিশিষ্ট ৭: প্রাক্কলন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী, অক্টোবর ২০১৫ এ প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ১৫.৯৪১ কোটি[৩৬]। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ ধরা হয়েছে। যেহেতু খানা জরিপের সেবা গ্রহণের সময়কাল নভেম্বর ২০১৪ হতে অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত, তাই বাংলাদেশে অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত মোট খানার প্রক্কলিত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫.৯৪১ কোটি।

পরিশিষ্ট ৮: আয় ও ব্যয়ের শ্রেণীভেদে সেবা নেওয়া খাতের সংখ্যা

আয় ও ব্যয়ের শ্রেণী	আয়ের সাপেক্ষে সেবা নেওয়া খাতের সংখ্যা (গড়)	ব্যয়ের সাপেক্ষে সেবা নেওয়া খাতের সংখ্যা (গড়)
<=১৬০০০	৩.৯	৪.০
১৬০০১-২৪০০০	৪.৭	৪.৮
২৪০০১-৩২০০০	৪.৮	৫.০
৩২০০১-৪০০০০	৫.০	৫.২
৪০০০১-৪৮০০০	৫.২	৫.৫
৪৮০০১-৫৬০০০	৫.১	৬.০
৫৬০০১-৬৪০০০	৫.৬	৫.৮
৬৪০০১ =>	৫.২	৫.০
সার্বিক	৪.১	৪.১

পরিশিষ্ট ৯: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে সেবাগ্রহীতার হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহীতার হার (%)	
		নারী	পুরুষ
১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৫৭.৪	৪২.৬
২	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫০.৪	৪৯.৬
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৪.৪	৭৫.৬
৪	বিদ্যুৎ	৮.৬	৯১.৪
৫	ব্যাংকিং	২৬.৪	৭৩.৬
৬	এনজিও	৭৮.৩	২১.৭
৭	কৃষি	২.৭	৯৭.৩
৮	ভূমি প্রশাসন	৮.৩	৯১.৭
৯	বীমা	৫৬.১	৪৩.৯
১০	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৯.৭	৯০.৩
১১	বিচারিক সেবা	৭.৪	৯২.৬
১২	পাসপোর্ট	১৪.১	৮৫.৯
১৩	গ্যাস	১৪.৮	৮৫.২
১৪	বিআরটিএ	১.৫	৯৮.৫
১৫	কর ও শুল্ক	৬.৮	৯৩.২
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	২৬.৯	৭৩.১
১৭	সার্বিক	৪২.৮	৫৭.২

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

[৩৬] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র তথ্য অনুযায়ী (১৫ মার্চ ২০১১ পর্যন্ত) বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা ৩.১৮ কোটি। বিস্তারিত: http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Bangladesh_glance.pdf

পরিশিষ্ট ১০: বিভিন্ন সেবাখাতে নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতার হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতার হার (%)	
		নারী	পুরুষ
১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩১.২	৩১.৭
২	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৫.৯	৪৬.৬
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৬.৬	৩০.২
৪	বিদ্যুৎ	২১.২	২৮.৭
৫	ব্যাংকিং	৩.৬	৪.৯
৬	এনজিও	২.৮	৩.০
৭	কৃষি	২৪.৩	২৪.২
৮	ভূমি প্রশাসন	৪৭.৭	৫৩.৫
৯	বীমা	৬.৩	৮.০
১০	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৭.৫	৭৬.২
১১	বিচারিক সেবা	৪৬.৪	৪৭.৯
১২	পাসপোর্ট	৫৫.৫	৭৮.৮
১৩	গ্যাস	১১.২	১০.৪
১৪	বিআরটিএ	৩২.৬	৫৮.৬
১৫	কর ও শুল্ক	২.০	১৮.৮
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	১২.৯	১৮.১
১৭	সার্বিক	৩৮.২	৪৪.৭

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

পরিশিষ্ট ১১: জরিপে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র

পিএসইউ নম্বর	লিস্টিং কোড	খানা কোড

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫

তথ্যদাতারসম্মতি গ্রহণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবামূলক খাতে অনিয়ম এবং দুর্নীতির মাত্রা ও স্বরূপ জানার লক্ষ্যে একটি খানা জরিপ পরিচালনা করছে। আমরা আপনার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে চাই। এ সাক্ষাৎকারটি আনুমানিক ৪০মিনিট ধরে চলতে পারে। আপনার দেওয়া তথ্য শুধু গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে। তথ্যদাতা হিসেবে আপনার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনি কি আমাদেরকে সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত আছেন?

১ = হ্যাঁ ২ = না তথ্যদাতার স্বাক্ষর (সম্মতি সাপেক্ষে)

বিভাগ ক: প্রাথমিক তথ্য

১. খানার পরিচিতি

ক্রমিক			কোড
১	খানাপ্রধানেরর নাম		
২	খানাপ্রধানেরর পিতা/ মাতা/স্বামীর নাম		
৩	বাড়ি/ হোল্ডিং নম্বর		
৪	গ্রাম/মহল্লা/সড়ক		
৫	খানার অবস্থান		
৬	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড		
৭	উপজেলা/থানা		
৮	জেলা		
৯	বিভাগ		
১০	এলাকার অবস্থান	১. গ্রাম / পল্লী ২. শহর / নগর	
১১	যোগাযোগের ফোন/মোবাইল নম্বর (সম্মতিক্রমে)		

২. সাক্ষাৎকার বিষয়ক তথ্য

প্রশ্নপত্র পূরণের ধরন(সার্কেল করুন)	পরিদর্শন	সময়	তারিখ
১. সম্পূর্ণ পূরণকৃত ৩.প্রত্যাখান	১ম পরিদর্শন		
২. আংশিক পূরণকৃত ৪. অনুপস্থিত	২য় পরিদর্শন		
	৩য় পরিদর্শন		

৩. তথ্য যাচাই

যাচাইয়ের ধরন	নাম ও পদবী	মন্তব্য	তারিখসহ স্বাক্ষর
অ্যাকোম্পানি চেক (AC)			
স্পট চেক (SC)			
ব্যাক চেক (BC)			
টেলিফোন চেক (TC)			
প্রশ্নমালা চেক (QC)			

বিভাগ খ: খানার সদস্যদের তথ্য

খানা সম্পর্কিত তথ্য

১.১	১.২	১.৩	১.৪	১.৫	১.৬	১.৭
সদস্যের ক্রমিক নম্বর	তথ্যদাতার ক্রমিক নম্বর	সদস্যদের নাম (খানাপ্রধান হতে শুরু করতে হবে, ২য় সারিতে খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্যের নাম এবং পরবর্তীতে বয়সানুসারে নাম লিখতে হবে)	বয়স (বছর)	লিঙ্গ	শুধুমাত্র খানাপ্রধান ও তথ্য দাতার তথ্য নিন	
					শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						
১১						
১২						

১.৮ খানা ধর্ম: ☐

১.৯ খানার নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়: ☐

১.৫ লিঙ্গ	১ = নারী ২ = পুরুষ ৩ = তৃতীয় লিঙ্গ
১.৬ শিক্ষাগত যোগ্যতা	**শ্রেণী সংখ্যা= সর্বশেষ যে শ্রেণী পাশ করেছে, তা সংখ্যায় লিখুন** ৫৪ = নিরক্ষর ৫৫ = স্যাক্ষর ৫৬ = কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, কিন্তু পড়তে ও লিখতে পারে ৫৭ =প্রি-স্কুল
১.৭ পেশা	১ = সরকারি চাকরি ২ = বেসরকারি চাকরি ৩ = ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪ = মাঝারি ব্যবসা ৫ = বৃহৎ ব্যবসা ৬ = আইনজীবী ৭ = ডাক্তার ৮ = ইঞ্জিনিয়ার ৯ = শিক্ষক ১০= কৃষিকর্ম ১১= দিনমজুর/ক্ষেতমজুর ১২= পরিবহন চালক /শ্রমিক ১৩= জেলে/কামার/কুমার/তাঁতি ১৪= প্রবাসী ১৫= অবসরপ্রাপ্ত ১৬= শিক্ষার্থী ১৭ = গৃহিনী ১৮ = বেকার ১৯ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
১.৮ ধর্ম	১ = ইসলাম২ = হিন্দু ৩ = বৌদ্ধ ৪ = খ্রিস্টান ৫ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
১.৯ নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	১= বাঙালী ২ = অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী

২.গত এক বছরে (নভেম্বর ২০১৪-অক্টোবর ২০১৫)খানার সদস্যগণ যেসব খাত হতে সেবা নিয়েছেন তার তালিকা
(সেবা খাতের ক্রমিক নম্বর সার্কেল করুন)

কোড	সেবা খাতের নাম	কোড	সেবা খাতের নাম
০১.	শিক্ষা	০৮.	বিদ্যুৎ
০২.	স্বাস্থ্য	০৯.	ব্যাংকিং
০৩.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১০.	বিআরটিএ
০৪.	ভূমি	১১.	কর ও শুল্ক
০৫.	কৃষি	১২.	এনজিও
০৬.	আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা	১৩.	অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
০৭.	বিচারিক কার্যক্রম		

১. শিক্ষা

১.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০১৪- অক্টোবর ২০১৫) আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করছেন কি?

উত্তর: ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান)

১.২ শিক্ষা সেবা গ্রহণকারীদের পরিচয়(উত্তর একাধিক হতে পারে):

১.২.১	১.২.২	১.২.৩	১.২.৪
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	**শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের শ্রেণি**	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন** ১ = সরকারি ২ = বেসরকারি রেজিস্টার্ড (এমপিওভুক্ত) ৩ = স্বায়ত্তশাসিত ৪ = বেসরকারি ৫ = এনজিও পরিচালিত (উত্তর ৪ বা ৫ হলে প্রশ্ন ১.২.৪ জিগ্যেস করুন, তবে প্রশ্ন ১.৩ এর উত্তর গ্রহণ করতে হবে না)	**শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন** ১ = জাতীয় পাঠ্যসূচি- বাংলা ২ = জাতীয় পাঠ্যসূচি- ইংরেজি ৩ = বিদেশি পাঠ্যসূচি- ইংরেজি ৪ = কারিগরি ৫ = মাদ্রাসা ৬ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) .... (উত্তর ৩ বা ৬ হলে পরবর্তী সেকশনে যান)

১.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১.৩.১	১.৩.২	১.৩.৩	১.৩.৪				১.৩.৫
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি না? (হ্যাঁ = ১, না = ২ জানি না= ৮৮, নিরুত্তর = ৯৯)	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)				ডোনেশন/ রশিদ ব্যতিত/ নিয়ম বহির্ভূতঅতিরিক্ত টাকার পরিমাণ

১.৩.২ সেবা/ফি'র ধরন	১ = ভর্তি / পুনঃ ভর্তি	২ = পরীক্ষার নিবন্ধন	৩ = পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (নিয়মিত)
	৪ = পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (অনিয়মিত শিক্ষার্থী)	৫= উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি	৬ = বই প্রাপ্তি (সরকারি)
	৭ = প্রবেশপত্র	৮ = বিবিধ অনুষ্ঠান (সাংস্কৃতিক/ ক্রীড়া)	৯ = টিসি/ সার্টিফিকেট/ মার্কসিট
	১০ = ছাত্র/ছাত্রীবাসে সিট বরাদ্দ	১১ = সাজেশন/ পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন দেওয়া	১২= শিক্ষা উপকরণ ক্রয়
	১৩ = কোচিং/ প্রাইভেট টিউশন	১৪ = পাঠদান	১৫ = মাসিক বেতন
	১৬= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)........		
১.৩.৪ অনিয়মের ধরন	১ = রশিদ ব্যতিত/ নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত টাকা আদায়	২ = নির্দিষ্ট স্থান হতে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে বাধ হওয়া (পোশাক/বই/খাতা/অ্যাপস্..)	৩ = প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে কোচিং/ প্রাইভেট করতে বাধ্য হওয়া
	৪ = সম্পূর্ণ সময় ক্লাস না হওয়া	৫ = সামাজিক/ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার	৬ = নিয়মিত ক্লাস না হওয়া
	৭ = স্বজনপ্রীতি	৮ = পরীক্ষার ফলাফল পরিবর্তন	৯ = শারীরিক নির্যাতন
	১০ = প্রশ্ন ফাঁস	১১ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)............	

২. স্বাস্থ্যসেবা

২.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৫)আপনার খানার কোনো সদস্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছিল কি?

উত্তর: ১ = হ্যাঁ ২ = না(উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

২.২ উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি বা আপনার খানার সদস্যকি ধরনের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা নিয়েছিলেন?

উত্তর: ১ = সরকারি ২ = বেসরকারি ৩ = এনজিও ৪ = দেশের বাইরে (বিদেশ) [ ][ ][ ][ ]

(উত্তর ২, ৩ বা ৪ হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

২.৩ খানার সদস্যদের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

২.৩.১	২.৩.২	২.৩.৩	২.৩.৪	২.৩.৫	২.৩.৬				২.৩.৭	২.৩.৮		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	প্রতিষ্ঠানের ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	বিভাগের নাম (এক ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করুন)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিলেন কি? (হ্যাঁ = ১, না = ২ জানি না= ৮৮, নিরুত্তর = ৯৯)	অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)				ঘুষ অথবা রশিদ ব্যতীত/ নিয়ম-বহির্ভূতঅর্থের পরিমাণ	ঘুষ অথবা রশিদ ব্যতীত/ নিয়ম-বহির্ভূত-অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

২.৩.২ প্রতিষ্ঠানের ধরন	১ = কমিউনিটি ক্লিনিক ২ = ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩ = ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৪ = উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫ = জেলা সদর/ জেনারেল হাসপাতাল ৬ = মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৭= মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ৮ = বিশেষায়িত হাসপাতাল (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়) ৯ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ..
২.৩.৩ বিভাগের নাম	১ = জরুরি বিভাগ ২ = বহির্বিভাগ ৩ = অন্তর্বিভাগ
২.৩.৪ গৃহীত সেবার ধরন	১ = টিকিট ক্রয় ২ = ডাক্তার দেখানো ৩ = হাসপাতাল হতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ৪ = সাধারণ শয্যা/ পেয়িং/ কেবিন ৫ = ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহার ৬ = ইনজেকশন বা স্যালাইন পুশ ৭ = সেলাই/ ব্যান্ডেজ/ড্রেসিং ৮ = অপারেশন ৯ = অ্যাম্বুলেন্স ১০ = প্রসূতি সেবা ১১ = ওষুধ ১২ = পথ্য ১৩ = ব্লাড প্রেসার/ ব্লাড সুগার/ ওজন মাপা ১৪ = সার্টিফিকেট গ্রহণ (রিলিজ, মৃত্যু, মারামারি ও মামলা সংক্রান্ত, ময়না তদন্ত রিপোর্ট, ধর্ষণের ডাক্তারি পরীক্ষা ও রিপোর্ট, ফিটনেস ইত্যাদি) ১৫ = তথ্য সেবা ১৬ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
২.৩.৬ অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন	১= ঘুষ/ বকশিশ দেওয়া ২ = রশিদ ব্যতীত/ নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ৩= প্রয়োজনে ডাক্তার/ স্বাস্থ্য সহকারি/কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার না পাওয়া ৪ = ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গ করা (বহির্বিভাগ) ৫ = চিকিৎসার সময়ে ডাক্তারের কক্ষে ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধি উপস্থিতি থাকা (বহির্বিভাগ) ৬ = নিম্নমানের পথ্য/ খাবার (অন্তর্বিভাগ) ৭ = দালাল কর্তৃক হয়রানির শিকার হওয়া (সকল বিভাগ) ৮ = বেসরকারি ক্লিনিক/ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া(সকল বিভাগ) ৯ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
২.৩.৮ ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ	১ = নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা পেতে ২ = নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সেবা পেতে ৩= যথাযথ সেবা পেতে ৪ = খুশি হয়ে/ টিপস্ ৫ = ভাংতি টাকা না থাকার অজুহাত ৬ = টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না ৭= ঝামেলা এড়ানোর জন্য ৮ = নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ৯= অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

৩.১ গত এক বছরে(নভেম্বর ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৫)আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছিলেন কি?

উত্তর: ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) ☐

৩.২ খানার সদস্যদের স্থানীয় সরকার খাতে সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৩.২.১	৩.২.২	৩.২.৩	৩.২.৪	৩.২.৫	৩.২.৬	৩.২.৭	৩.২.৮	৩.২.৯
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ধরন	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	বিচার ও সালিশে আপনার খানার সদস্যের অবস্থান (৩.২.৩ এ বিচার বা সালিশ হলে এ ঘর পূরণ করতে হবে, অন্যথায় ৭৭ দিতে হবে)	বিচার বা সালিশের বিষয় কি ছিল? (৩.২.৩ এ বিচার বা সালিশ হলে এ ঘর পূরণ করতে হবে, অন্যথায় ৭৭ দিতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (হ্যাঁ = ১, না = ২ জানি না= ৮৮, নিরুত্তর = ৯৯)	কী ধরনের দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থের পরিমাণ	ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)

৩.২.২ প্রতিষ্ঠানের ধরন	১ = ইউনিয়ন পরিষদ ২ = পৌরসভা ৩ = সিটি কর্পোরেশন ৪ = উপজেলা পরিষদ ৫ = জেলা পরিষদ	
৩.২.৩ সেবার ধরন	**সনদঃ** ১ = জন্ম নিবন্ধন ২ = মৃত্যু নিবন্ধন ৩ = নাগরিকত্ব ৪ = চারিত্রিক ৫ = ওয়ারিশ **সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডঃ** ৬ = বয়স্ক ভাতা ৭ = বিধবা ভাতা ৮ = ভিজিডি ৯ = ভিজিএফ ১০ = টেস্ট রিলিফ ১১ = কাবিখা ১২ = কাবিটা ১৩ = কর্মসংস্থান কর্মসূচি ১৪ = জিআর **বিচার ও সালিশঃ** ১৫ = ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম্য আদালতের বিচারিক সেবা ১৬ = সালিশ **হোল্ডিং করঃ** ১৭ = হোল্ডিং কর বা চৌকিদারি কর নির্ধারণ ১৮ = হোল্ডিং কর বা চৌকিদারি কর প্রদান **ট্রেড লাইসেন্সঃ** ১৯ = নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা ২০ = ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন **অন্যান্যঃ** ২১= টেন্ডার ২২ = ইজারা ২৩ = পানি সেবা ২৪ = ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রের সেবা (সরকারি বিভিন্ন নিবন্ধন সেবা, বিভিন্ন অন লাইন তথ্য সেবা, অন্যান্য) ২৫ = তথ্য সেবা (আরটিআই ফরমের মাধ্যমে) ২৬ = খাস জমি বরাদ্দের তালিকা প্রস্তুত ২৭ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন):	
৩.২.৪ বিচার ও সালিশে আপনার অবস্থান	১ = বাদী ২ = বিবাদী ৩ = সাক্ষী ৭৭ = প্রযোজ্য নয়	
৩.২.৫ বিচার-সালিশের বিষয়	১ = জমি সংক্রান্ত ২ = বিবাহ সংক্রান্ত ৩ = পারিবারিক বিরোধ ৪ = মারামারি সংক্রান্ত ৫ = নারী নির্যাতন ৬ = রাজনৈতিক বিরোধ ৭ = ধার- দেনা সংক্রান্ত ৮ =অন্যান্য (উল্লেখ করুন):	
৩.২.৭ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	১ = ঘুষ/রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়া ২ = জোর করে বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় ৩ = ভাতা/ত্রাণ ও অন্যান্য বরাদ্দের একটি অংশ কেটে রাখা / ওজনে কম দেওয়া ৪= প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নির্বাচন বা রাজনৈতিক প্রভাব ৫ = সময়ক্ষেপণ ৬ = স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব করা	৭ = রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকায় অতিরিক্ত কর নির্ধারণ ৮ = ঘুষ না দেওয়ার ফলে অতিরিক্ত কর নির্ধারণ করা ৯ = ধর্মীয় গোড়ামি ১০ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৩.২.৯ ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ	১ = ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না/ ভাতা বা ত্রাণ বা অন্যান্য বরাদ্দে নিবন্ধিত হওয়া যায় না ২ = সময়মতো সেবা পাওয়া ৩ = দ্রুত সেবা/বিচার পাওয়া ৪ = রায় নিজের পক্ষে পাওয়ার জন্য ৫ = প্রভাবশালী আত্মীয় না থাকা বা প্রভাবশালীর সাথে যোগাযোগ না থাকা	৬ = রাজনৈতিক যোগাযোগ না থাকা ৭ = ফাইল স্থানান্তরিত করার জন্য ৮ = উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেওয়ার জন্য ৯= নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ১০ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর

৪. ভূমি সেবা

৪.১ গত এক বছরে(নভেম্বর ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৫) আপনার পরিবার ভূমি সংক্রান্ত কোনো ধরনের সেবা নিয়েছে কি?

উত্তর: ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) ☐

৪.২ খানার সদস্যদের ভূমি সংক্রান্ত সেবা, অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য

৪.২.১	৪.২.২	৪.২.৩	৪.২.৪	৪.২.৫			৪.২.৬	৪.২.৭		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	গৃহীত সেবার ধরন	কোন অফিস/ প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিয়েছে (একাধিক অফিস/ প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (হ্যাঁ = ১, না = ২ জানি না= ৮৮, নিরুত্তর = ৯৯)	কী ধরনের দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হয়েছিলেন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ বা রশিদ ছাড়া টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৪.২.২ সেবার ধরন	১ = দলিল রেজিস্ট্রেশন (সাব কাবলা) ২ = দলিল রেজিস্ট্রেশন (আম মোক্তারনামা) ৩= দলিল রেজিস্ট্রেশন (হেবা/ উইল/দানপত্র) ৪= নামজারী (মিউটেশন) ৫= ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা ৬= ভূমি জরিপ ৭=	৮ = ভূমি অধিগ্রহণ ৯ = ইজারা (অকৃষি খাসজমি, জলমহাল, হাটবাজার ইত্যাদি) ১০= ফ্ল্যাট /অ্যাপার্টমেন্ট-এর দলিল রেজিস্ট্রেশন ১১= অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ১২= ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি ১৩= কৃষি খাস জমি বরাদ্দ ১৪= অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
৪.২.৩ প্রতিষ্ঠান/ অফিসের নাম	১ = তহশিল অফিস (ইউনিয়ন ভূমি অফিস) ২ = উপজেলা ভূমি অফিস (এসিল্যান্ড) ৩ = উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ৪ = উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস ৫ = জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস ৬ = জেলা রেকর্ড রুম ৭ = জেলা প্রশাসক অফিস [এল.এ শাখা, অতি: জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিস]	৮ = ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ৯ = ভূমি মন্ত্রণালয় (ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি আপীল বোর্ড) ১০= কারবারি ১১= হেডম্যান ১২ = পার্বত্য জেলা পরিষদ ১৩ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
৪.২.৫ দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	১ = নিয়মবহির্ভূত অর্থ/ ঘুষ আদায় ২ = জরিপের সময় ভূমির পরিমাণ কম দেখানো ৩= জরিপের সময় ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন ৪ = অযথা বিলম্ব/সময়ক্ষেপণ ৫ = পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি	৬ = যোগসাজশের মাধ্যমে ইজারা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা ৭ = অফিস হতে ডকুমেন্ট হারিয়ে গেছে ৮ = দালাল বা উমেদার কর্তৃক হয়রানি ৯ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
৪.২.৭ ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ	১ = ফাইল দ্রুত প্রসেস করতে ২ = রায় নিজের পক্ষে নিতে ৩ = প্রতিপক্ষের পক্ষে রায় প্রতিহত করতে ৪ = জটিলতা ও হয়রানি এড়ানোর জন্য ৫ = নামজারীর প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদনের জন্য	৬= ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট/ ভূমির এর দলিল রেজিস্ট্রেশন দ্রুত সম্পাদনের জন্য ৭ = নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ৮ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর

৫. কৃষি সেবা

৫.১ গত এক বছরে(নভেম্বর ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৫) আপনার খানা কৃষি বিষয়ক কোনো সেবা নিয়েছে কি?

উত্তর: ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) ☐

৫.২ খানার সদস্যদের কৃষি সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

৫.২.১	৫.২.২	৫.২.৩	৫.২.৪	৫.২.৫	৫.২.৬		৫.২.৭	৫.২.৮		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	সেবার ধরন	সেবার উৎস (ভর্তুকী ব্যতীত)	ভর্তুকির ক্ষেত্র	দুর্নীতি/অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হয়েছেন কি? (হ্যাঁ = ১, না = ২ জানি না= ৮৮, নিরুত্তর = ৯৯)	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)		ঘুষ বা রশিদ ব্যতিত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৫.২.২ সেবার ধরন	১ = সার প্রাপ্তি ২ = বীজ সরবরাহ ৩ = ভর্তুকি সেবা	৪ = কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ৫ = কৃষি খামার প্রদর্শনী ৬ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
৫.২.৩ সেবার উৎস (ভর্তুকি ব্যতীত)	১ = ডিলার ২ = বিএডিসি ৩ = জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস ৪ =সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা ৫ =এনজিও	৬ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৫.২.৪ ভর্তুকির ক্ষেত্র	১ = বীজ ২ = সার ৩ = জ্বালানি ৪ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয়	
৫.২.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	১ = ঘুষ দেওয়া ২= নিয়মবহির্ভুতভাবে অর্থ প্রদানে বাধ্য করা ৩ = সময়মতো সার/বীজ সরবরাহ না পাওয়া ৪ = নিম্নমানের বীজ সরবরাহ, ৫ = ব্লক সুপারভাইজার কর্তৃক সময়মত পরামর্শ না দেওয়া	৬= প্রভাব বিস্তার ৭ = প্রদর্শনী খামারে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হওয়া ৮ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৫.২.৮ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভুতভাবে অর্থ দেওয়ার কারণ	১ = সার/বীজ/পরামর্শ পেতে ২ = ভর্তুকির আওতায় আসতে/ ভর্তুকির টাকা পেতে, ৩ = পরামর্শ ও প্রদর্শনী খামারে অন্তর্ভুক্ত হতে ৪=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সার/বীজ/পরামর্শ পেতে ৫ = নির্ধারিত সময়ের পূবেভর্তুকির আওতায় আসতে/ ভর্তুকির টাকা পেতে ৬ = নির্ধারিত সময়ের পূবে পরামর্শ ও প্রদর্শনী খামারে অন্তর্ভুক্ত হতে ৭ = কৃত্রিম সংকটের কারণে সার/বীজ না পাওয়া ৮ = মানসম্মত সার/বীজ পাওয়ার জন্য ৯= নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ১০ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন):	

৬. আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

৬.১ গত এক বছরে(নভেম্বর ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৫) আপনি বা আপনার পরিবারের কোনো সদস্য পুলিশ বা অন্য কোনো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে সেবা নিয়েছিলেন বা কোনোরকম মিথষ্ক্রিয়া হয়েছিল কি? ☐

উত্তর: ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান)

৬.২ খানার সদস্যদের সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

৬.২.১	৬.২.২	৬.২.৩	৬.২.৪			৬.২.৫	৬.২.৬				৬.২.৭	৬.২.৮		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	আপনি কোন বিভাগ/সংস্থা থেকে সেবা নিয়েছিলেন	সেবার ধরন	কোন ঘটনা/ ইস্যু/ অপরাধেরজন্য আইন-শৃঙ্খলা **রক্ষাকারী সংস্থার** সাথে যোগাযোগ হয়েছিল?			দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (হ্যাঁ = ১, না = ২ জানি না= ৮৮, নিরুত্তর = ৯৯)	কী ধরনের দুর্নীতি/অনিয়মেরশিকার হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)				ঘুষের পরিমাণ (পণ্য হলে সমপরিমাণ টাকা)	ঘুষ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৬.২.২ সেবা নেওয়ার বিভাগ	১ = থানা পুলিশ ২ = ট্রাফিক পুলিশ ৩ = হাইওয়ে পুলিশ	৪ = র‍্যাব ৫ = আনসার ৬ = ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি)	৭ = স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) ৮ =সিআইডি ৯= অন্যান্য (উল্লেখ করুন):
৬.২.৩ সেবার ধরন	১= জিডি করা ২= এফআইআর ৩= মৌখিকভাবে জানানো ৪= চার্জশিট দেওয়া	৫= তদন্ত করা ৬= গ্রেপ্তার করা ৭= ট্রাফিক সংক্রান্ত ৮= নিরাপত্তা চাওয়া	৯= পুলিশ ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স ১০= গাড়ি রিকুইজিশন ১১=সুরতহাল রিপোর্ট ১২=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... ৯৯ = নিরুত্তর
৬.২.৪কোন ঘটনা/ ইস্যু/ অপরাধের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ হয়েছিল?	১= হত্যা ২= চুরি বা ডাকাতি ৩ = মারামারি ৪= ছিনতাই ৫ = চাঁদাবাজি ৬= জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ ৭ = নারী ও শিশু নির্যাতন ৮ = প্রতারণা	৯= অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ ১০ = হারানো ১১ = ভয়ভীতি ১২= ট্রাফিক আইন লংঘন/বা ট্রাফিক সংক্রান্ত ১৩=রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ১৪=রাজনৈতিক মামলা ১৬= পুলিশ ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স	১৭= গ্রেফতার ১৮ = পুলিশ কর্তৃক গাড়ি রিকুইজিশন নেয়া ১৯ = হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক গাড়ি আটক ২০ = মাদক বা চোরাচালান ২১ = আত্মহত্যা ২২= গুম করা/হওয়া ২৩ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৯৯ = নিরুত্তর
৬.২.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	১ = ঘুষ দেওয়া বা দিতে বাধ্য হওয়া ২ = জিডি বা এফআইআর (মামলা) করার জন্য ঘুষ দেওয়া ৩ = জিডি বা এফআইআর (মামলা) গ্রহণে অবহেলা বা সময়ক্ষেপণ ৪ = অসদাচরণ বা ভয়ভীতি প্রদান ৫= মিথ্যা এফআইআর /চার্জশীট প্রদান ৬ = মিথ্যা মামলায় জড়ানো ৭ = সময়মতো বা সঠিকভাবে চার্জশীট প্রদান না করা ৮ =পুলিশ/র‍্যাব কর্তৃক চাঁদাবাজী করা ৯ = থানায় নির্যাতন করা		১০= পুলিশ ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স সাটিফিকেট দিতে দেরি করা বা মিথ্যা তথ্য দেওয়া ১১ = মামলার আলামত নষ্ট বা আলামত সংগ্রহে স্পট ভিজিট না করা ১২ = বিনা কারণে গ্রেফতার করা ১৩ = আসামীকে গ্রেফতার না করা ১৪ = অবৈধভাবে কোর্টে চালান করা ১৫ = ক্রসফায়ার করা বা ভয় দেখানো ১৬ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... ৯৯ = নিরুত্তর
৬.২.৮ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ	**১ = ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না ২ = সময়মতো সেবা পাওয়া ৩ = নির্ধারিত সময়ের আগে সেবা পেতে ৪ = বৈধ/সঠিক সেবা পেতে**		**৫ = অবৈধ সেবা/সুযোগ প্রাপ্তির জন্য ৬ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... ৮৮ = জানিনা ৯৯ = নিরুত্তর**

৭. বিচারিক সেবা

৭.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৫)আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো আদালত থেকে বিচারিক সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: ১= হ্যাঁ ২= না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

৭.২ বিচারিক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানি সংক্রান্ত তথ্য

৭.২.১	৭.২.২	৭.২.৩	৭.২.৪			৭.২.৫	৭.২.৬			৭.২.৭			৭.২.৮			৭.২.৯	৭.২.১০		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	মামলার বিষয়বস্তু	সর্বশেষ কোন আদালতে মামলাটি পরিচালিত হচ্ছে?	কত সময় যাবৎ মামলা চলছে?			মামলা দায়ের বা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দুর্নীতি/অনিয়ম / হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল কি? (হ্যাঁ = ১, না = ২ জানি না= ৮৮, নিরুত্তর = ৯৯)	কী ধরনের দুর্নীতি/ অনিয়ম/ হয়রানির শিকার হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ দিতে হলে, কে ঘুষ চেয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			কাকে দেওয়ার জন্য ঘুষ চেয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষের পরিমাণ	ঘুষ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		
			বছর	মাস	দিন														

৭.২.২ মামলার বিষয়বস্তু	১= হত্যা ২= ডাকাতি ৩= বেআইনি সমাবেশ/দাঙ্গা/মারামারি ৪= বলপূর্বক গ্রহন/ছিনতাই/চাঁদাবাজি ৫= প্রতারণা ৬= আঘাত ৭= চুরি ৮= নারী ও শিশু নির্যাতন	৯= পারিবারিক সহিংসতা ১০= সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ১১= বিবাহ বিচ্ছেদ ১২= জমি/সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ ১৩= অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ ১৪= বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা ১৫ = রীট ১৬= আপিল	১৭= রিভিউ ১৮= রিভিশন ১৯= ভূমি জরিপ ২০= অন্যান্য...................... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৭.২.৩ আদালতের ধরন	**১ = জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালতসমূহ** (সহকারী জজ আদালত, সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, যুগ্ম জেলা জজ আদালত, অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, জেলা জজ আদালত) **২= ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারী আদালতসমূহ** (জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটনম্যাজিস্ট্রেট আদালত, অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, যুগ্ম মেট্রোপলিটনদায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত মেট্রোপলিটনদায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটনদায়রা জজ আদালত) **৩ = বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল** (যেমন: শ্রম আদালত, পারিবারিক আদালত, অর্থ ঋণ আদালত, আয়কর ট্রাইবুনাল, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল, নির্বাচন ট্রাইবুনাল, জন নিরাপত্তা ট্রাইবুনাল, নারী শিশু নির্যাতন দমন আদালত, ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি) **৪= হাইকার্ট বিভাগ** **৫ = আপীল বিভাগ** **৬ = অন্যান্য** **৮৮ = জানি না**		

৭.২.৬ দুর্নীতি / অনিয়ম/হয়রানির ধরন	১ = ঘুষ প্রদান ২ = টাকা বা অর্থের পরিবর্তে অন্য কোনো বস্তু বা উপঢৌকন ঘুষ হিসেবে প্রদান ৩ = রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রভাব বিস্তার ৪ = নির্ধারিত ফি প্রদান কারা স্বত্তেও আইনজীবী/ আইনজীবী সহকারি/ মুহুরী অতিরিক্ত টাকা দাবি করে ৫ = নির্ধারিত ফি প্রদান কারা স্বত্তেও আইনজীবী সময় দিতে চায় না ৬ = আইনজীবী মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে না ৭ = আইনজীবী মামলার অবস্থা সম্পর্কে মক্কেলকে অবহিত করে না ৮ = আইনজীবী উদ্দেশ্যমূলকভাবে সময়ক্ষেপণ করে	৯ = আইনজীবী সহকারী/ মুহুরীর মাধ্যমে হয়রানি ১০ = আদালত সংশিষ্ট কর্মচারীদের অসহযোগিতা (যেমন: তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি, ইত্যাদি) ১১ = আদালত সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা (যেমন: তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি, ইত্যাদি) ১২ = প্রতারণা ১৩ = জালিয়াতি ১৪= দালালের মাধ্যমে হয়রানি ১৫= অন্যান্য...................... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৭.২.৭ কে ঘুষ চেয়েছে?	১ = উচ্চমান সহকারি ২= সেরেস্তাদার ৩ = পেশকার ৪ = নিম্নমান সহকারি/কম্পিউটার অপারেটর ৫ = জারিকারক/প্রসেস সার্ভেয়ার ৬ =এম এল এস এস/ পিয়ন ৭ = বিচারক/জজ/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	৮ = নিয়োগকৃত আইনজীবী/ উকিল ৯ = আইনজীবী/উকিলের সহকারী/ মুহুরী ১০ = সরকার পক্ষীয় আইনজীবী/উকিল (পিপি, এপিপি, জিপি, এজিপি) ১১ = কোর্ট পুলিশ ১২ = দালাল ১৩ = অন্যান্য...... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না
৭.২.৮ কাকে দেওয়ার জন্য ঘুষ চেয়েছে?	১ = উচ্চমান সহকারি ২= সেরেস্তাদার ৩ = পেশকার ৪ = নিম্নমান সহকারি/কম্পিউটার অপারেটর ৫ = জারিকারক/প্রসেস সার্ভেয়ার ৬ =এম এল এস এস/ পিয়ন ৭ = বিচারক/জজ/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৮ = নিয়োগকৃত আইনজীবী	৯ = আইনজীবী সহকারী/ মুহুরী ১০ = সরকার পক্ষীয় আইনজীবী (পিপি, এপিপি, জিপি, এজিপি) ১১ = কোর্ট পুলিশ ১২ = দালাল ১৩ = নিজের জন্য চেয়েছে ১৪= অন্যান্য................ ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না
৭.২.১০ ঘুষ দেওয়ার কারণ	১= বিচারককে দেওয়ার জন্য ২=মামলার রায়কে প্রভাবিত করার জন্য ৩=দ্রুত শুনানী হওয়ার জন্য ৪= শুনানীর তারিখ পিছানোর জন্য ৫= কোনো প্রকার কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট উত্তোলনের জন্য(যেমন: রায়ের কপি বা অন্যান্য), ৬= কজ লিস্টে মামলার সিরিয়াল তোলা বা সিরিয়াল আগে করার জন্য	৭=সমন বা নোটিশ জারী করানোর জন্য ৮= বাধ্য হয়ে দিতে হয়েছে ৯= নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ১০ = অন্যান্য .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর

৮. বিদ্যুৎ সেবা

৮.১ গত এক বছরে(নভেম্বর ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৫)আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্যবিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে কোনো ধরনের সেবা গ্রহণ করেছিলেন কি?

উত্তর: ১=হ্যাঁ ২=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

৮.২ খানার বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

৮.২.১	৮.২.২	৮.২.৩	৮.২.৪	৮.২.৫	৮.২.৬	৮.২.৭	৮.২.৮		৮.২.৯	৮.২.১০	
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	কোন্ সংস্থার সেবা নিয়েছিলেন	গ্রাহকের ধরন (একাধিক সেবার গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	মিটার আছে কিনা? (১=হ্যাঁ, ২=না)	বিল প্রদান পদ্ধতি	সেবার ধরন (একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ হয়রানি/অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (হ্যাঁ = ১, না = ২ জানি না= ৮৮, নিরুত্তর = ৯৯)	দুর্নীতি/ হয়রানি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)		ঘুষ বা রশিদ ছাড়াঅর্থের পরিমাণ	কেন ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছিলো? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	

৮.২.২ সংস্থার নাম	১ = বাংলাদেশ বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)২ = ডিপিডিসি৩ = ডেসকো ৪ = পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড /পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ৫ = ওজোপাডিকো ৬ = অন্যান্য ....
৮.২.৩ গ্রাহকের ধরন	১ = আবাসিক ২ = অনাবাসিক ৩ = অন্যান্য...........................
৮.২.৫ বিল প্রদান পদ্ধতি	১ = মিটারের মাধ্যমে ২= মিনিমাম ফি ৩ = এককালীন ৪ = অন্যান্য........ ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৯৯ = নিরুত্তর
৮.২.৬ সেবার ধরন	**নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয় সংক্রান্ত** ১ = নতুন সংযোগের জন্য আবেদন করেছে ২ = নতুন সংযোগ নিয়েছেন ৩ = পুন:সংযোগনিয়েছেন ৪ = বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন/সরবরাহ ৫ = অন্যান্য .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় **মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা** ৬ = মিটার রিডিং ৭ = বিল দেওয়া ৮ = মিটারবিহীন সংযোগ ৯ = মিটার সংযোজন বা পরিবর্তন ১০ = অন্যান্য .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয়
৮.২.৮ দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন	**নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয় সংক্রান্ত** ১ = ঘুষ/ নিয়ম-বহির্ভূত অতিরিক্ত অর্থ ২= সময়ক্ষেপণ ৩ = দায়িত্ব পালনে অবহেলা ৪ = হোল্ডিং এর দূরত্বের অতিরিক্ত চার্জ দাবী ৫= অন্যান্য (উল্লেখ করুন).......... **মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা** ৬ = ঘুষ / অতিরিক্ত অর্থ ৭ = মিটার না দেখেই বিল প্রদান ৮= মিটার রিডার কর্তৃক অবৈধ সহকারী'র মাধ্যমে মিটার রিডিং গ্রহণ ও বিল প্রদান ৯ = মিটার রিডিং-এর অতিরিক্ত টাকা বিল দিতে হয়েছে ১০ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)............ ৭৭ = প্রযোজ্য নয়
৮.২.১০ ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ	**নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয় সংক্রান্ত** ১ = বাধ্যতামূলক ২= বিদ্যুৎ স্টাফ কর্তৃক অতিরিক্ত টাকা দাবি ৩ = দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত সেবা পাওয়ার জন্য ৪ = বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তনের সময় ঘুষ প্রদান ৫ = কাগজপত্র ঠিক না থাকা সত্ত্বেও সেবা পাওয়ার জন্য ৬ = অন্যান্য--------------------- **বিল, মিটারবিহীন সংযোগ ও অন্যান্য সেবা** ৭ = অতিরিক্ত বিলের ঝামেলা এড়ানো বা অতিরিক্ত বিল কমিয়ে দেওয়ার জন্য ৮ = মিটার রিডিং কমানোর জন্য ৯ = বিল পরিশোধ না করেও সংযোগ বজায় রাখার জন্য ১০ = মিটারবিহীন বিদ্যুৎ ব্যবহার করার জন্য ১১ = বাণিজ্যিক বিলকে আবাসিক বিল হিসেবে দেখানোর জন্য ১২ = অযৌক্তিক অভিযোগ এড়ানোর জন্য ১৩ = নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ১৪ =অন্যান্য......... ৭৭ = প্রযোজ্য নয়

৯. ব্যাংকিং সেবা

৯.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণ করেছিলেন কি?

উত্তর: ১=হ্যাঁ ২=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

৯.২ ব্যাংক থেকে সেবাগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

৯.২.১	৯.২.২	৯.২.৩	৯.২.৪	৯.২.৫			৯.২.৬	৯.২.৭		
খানা সদস্যের ক্রমিকনম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবার ধরন (একাধিক সেবার গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/হয়রানি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (হ্যাঁ = ১, না = ২ জানি না= ৮৮, নিরুত্তর = ৯৯)	দুর্নীতির/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ বা রশিদ ছাড়াঅর্থের পরিমাণ	ঘুষ বা রশিদ ছাড়াঅর্থ দেওয়ার কারণ(একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৯.২.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ধরন	১=সরকারি তফসিলি ২= বিশেষায়িত ব্যাংক ৩=বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪=কৃষি ব্যাংক/ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৫=বহুজাতিক ব্যাংক ৬=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)...............
৯.২.৩ ব্যাংকি সেবার ধরন	১= হিসাব খোলা ২= টাকা জমা ৩= টাকা উত্তোলন ৪= ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ ৫= ব্যাবসায়িক ঋণ গ্রহণ ৬= বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ ৭= গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণ ৮= কৃষি ঋণ ৯= ক্রেডিট কার্ড	১০= পে/মানি অর্ডার/ টিটি ১১= এলসি খোলা ১২=রেমিট্যান্স উত্তোলন ১৩= বেতন ও ভাতা উত্তোলন ১৪= মেয়াদি সঞ্চয়ী সেবা (ডিপিএস) ১৫ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন).................... ১৬ = বিল ৭৭=প্রযোজ্য নয় ৯৯ =নিরুত্তর
৯.২.৫ দুর্নীতির/ অনিয়মের ধরন	১= ঘুষ ২= নিয়মবহির্ভূতভাবে ঋণ হতে কমিশন আদায় ৩= অযথা সময়ক্ষেপণ ৪= আংশিক/ভুল তথ্য দিয়ে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা ৫= অযথা বিভিন্ন ধরনের কাগজ বা দলিল জমা দেয়ার জন্য চাপ প্রদান	৬= সেবা প্রদানে অনীহা/অসহযোগিতা ৭= তথ্য গোপন করা ৮= অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -------------- ৭৭=প্রযোজ্য নয় ৯৯ =নিরুত্তর
৯.২.৭ টাকা প্রদান করার কারণ	১ = কাজ দ্রুত হওয়া ২ = ঋণ সহজে পাওয়া ৩ = অবৈধভাবে ঋণ পাওয়া ৪ = কাগজপত্র সঠিক না থাকা	৫ = ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না ৬ = নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ৭ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) --------------

১০. বিআরটিএ সেবা

১০.১ বিগত এক বছরের মধ্যে আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য বিআরটিএ হতে গাড়ি ড্রাইভার/ চালক/ ও মালিক হিসেবে কোনো প্রকার সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: ১ = হ্যাঁ ২ = না **(উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)** ☐

১০.২ খানার সদস্যদের বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১০.২.১	১০.২.২	১০.২.৩	১০.২.৪	১০.২.৫				১০.২.৬	১০.২.৭		
সেবা গ্রহীতার ক্রমিক নম্বর	সেবা গ্রহিতার ধরন	বিআরটিএ হতে গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	অনিয়ম/ দুর্নীতি/ হয়রানির শিকার হয়েছেন কি? (১ = হ্যাঁ; ২ = না ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর)	অনিয়ম/ দুর্নীতি/ হয়রানিরধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)				রশিদ ছাড়া অর্থ/ ঘুষের পরিমাণ	কেন ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দিতে হয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১০.২.২ সেবা গ্রহিতার ধরন:	**১ = ড্রাইভার/চালক হিসেবে**	**২ = মালিক হিসেবে**	
১০.২.৩ গৃহীত সেবার ধরন	ড্রাইভার/ চালক সংশ্লিষ্ট সেবা	১ = ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ৩ = ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন ৫ = অন্যান্য (লিখুন)--------------------	২ = ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ ৪ = হারানো/ ডুপ্লিকেট লাইসেন্সের কপি সংগ্রহ
	মালিক সংশ্লিষ্ট সেবা	৬ = রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন ৭ = ফিটনেস সনদ ৮ = রুট পারমিট ৯ = ট্যাক্স টোকেন ১০ = ইন্সুরেন্স নথি জমা ১১ =মালিকানা/ব্যবসার ঠিকানা বদল	১২ = কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্তি ১৩ = হারানো নথি/সনদ সংগ্রহ ১৪ = জরিমানা জমা দেয়া ১৫= গাড়ির কাগজ পত্র জমা দেয়া ১৬ = অন্যান্য (লিখুন)---------------------------
১০.২.৫ দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন	ড্রাইভার/ চালক হিসেবে	১ = রশিদ ব্যতীত অর্থ/ নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ ২ = পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পাওয়া ৩= ড্রাইভিং পরীক্ষায় ফেল করানো ৪ = বৈধ/সঠিক লাইসেন্স না পাওয়া ৫ = সময়ক্ষেপণ/বার-বার তারিখ পরিবর্তন	৬ = ঘুষ ছাড়া লাইসেন্স না পাওয়া ৭= প্রতারণার শিকার ৮= দালাল নির্ভর সেবা/ হয়রানি ৯ = অন্যান্য (লিখুন)--------------------
	মালিক হিসেবে	১০ = ফিটনেস পরীক্ষা ছাড়া/ গাড়ি বিআরটিএ অফিসে হাজির না করে ফিটনেস সনদ সংগ্রহ ১১ = ঘুষ ছাড়া সেবা না পাওয়া/দিতে বাধ্য হওয়া ১২ = সময়ক্ষেপণ/বার-বার তারিখ পরিবর্তন ১৩ = রেকর্ডবুকে হিসাব/নথি অন্তর্ভুক্ত না হওয়া ১৪ = স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত	১৫= প্রতারণার শিকার ১৬ = দালাল নির্ভর সেবা/ হয়রানি ১৭= ঘুষ প্রদান/রশিদ ছাড়া টাকা আদায় ১৮ = ভীতি/চাপ প্রয়োগ করে ১৯= বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়া ২০ = অন্যান্য (লিখুন)-------------------
১০.২.৭ রশিদ ছাড়া/ঘুষ/অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের কারণ	১ = পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পাওয়ার জন্য ২ = পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ৩ = ঘুষ/টাকা ছাড়া সেবা পাওয়া যায় না / দিতে বাধ্য হওয়া ৪ = হয়রানি/ ঝামেলা এড়ানোর জন্য ৫ = নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা পেতে		৬ = নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সেবা পাওয়া ৭ = নিয়ম-কানুন না জানায় ৮ = আনফিট গাড়ির কাগজপত্র সংগ্রহ করতে ৯ = অন্যান্য(লিখুন)................................ ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর

১১. কর ও শুল্ক

১১.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০১৪-অক্টোবর ২০১৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো কর (ট্যাক্স) দিয়েছেন কি?

উত্তর: ১=হ্যাঁ ২=না

১১.২ গত এক বছর (নভেম্বর ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো শুল্ক দিয়েছেন কি?

উত্তর: ১ = হ্যাঁ ২ = না (১১.১ ও ১১.২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাতে/ সেকশনে চলে যান)

১১.৩খানার সদস্যদের কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১১.৩.১	১১.৩.২	১১.৩.৩	১১.৩.৪	১১.৩.৫			১১.৩.৬	১১.৩.৭		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	কর ও শুল্কের ধরন	সেবা গ্রহণকারীর ধরন	দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (হ্যাঁ = ১, না = ২ জানি না= ৮৮, নিরুত্তর = ৯৯)	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			টাকার পরিমাণ (৭৭=প্রযোজ্য নয়)	কেন টাকা দিতে হয়েছে (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১১.৩.২ কর ও শুল্কের ধরন	১= আয়কর ২= ভ্রমণ কর ৩= ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) ৪= আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ৫= পণ্য শুল্ক (এয়ারপোর্টে/স্থলবন্দরে) ৬= ডাক শুল্ক ৭= অন্যান্য---------
১১.৩.৩ সেবা গ্রহণকারীর ধরন	১= ব্যক্তিগত ২= বাণিজ্যিক (ব্যবসায়িক প্রয়োজনে)
১১.৩.৫ দুর্নীতি / অনিয়মের ধরন	১= ঘুষ দেওয়া ২= নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ প্রদানে বাধ্য করা ৩= হয়রানি (আইনের ধারার অপব্যাখ্যা করা, ফাইল হারিয়ে ফেলা, অযথা সময়ক্ষেপণ) ৪= প্রভাব বিস্তার ৫= অন্যান্য ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
১১.৩.৭ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার কারণ	১= নির্ধারিত সময়ে TIN/ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করতে ২ = নির্ধারিত সময়ে কর নির্ধারণ করতে ৩ = নির্ধারিত সময়ে ভুল এসেসমেন্ট সংশোধন করতে ৪ = নির্ধারিত সময়ের পূর্বে TIN/ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করতে ৫ = নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কর/শুল্ক নির্ধারণ করতে ৬ = নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ভুল এসেসমেন্ট সংশোধন করতে ৭= অযথা বিভিন্ন ধরনের কাগজ বা দলিল জমা দেওয়া এড়াতে ৮= প্রয়োজনীয় কাগজ বা দলিল না থাকায় ৯ = মামলা থেকে অব্যহতি পেতে ১০ = নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ১১ = কর কম দিতে ১২= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)------

১২. এনজিও

১২.১ গত এক বছরে(নভেম্বর ২০১৪ - অক্টোবর ২০১৫) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনও এনজিও (*সমবায় সমিতি নয়*) থেকে সেবা নিয়েছেনকি?

উত্তর: ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) [ ]

১২.২ খানার সদস্যদের সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার সংক্রান্ত তথ্য

সকল সেবার ক্ষেত্রে			শুধু ঋণসেবা নিলে এই প্রশ্ন করেন				সকল সেবার ক্ষেত্রে			
১২.২.১	১২.২.২	১২.২.৩	১২.২.৪	১২.২.৫	১২.২.৬	১২.২.৭	১২.২.৮	১২.২.৯	১২.২.১০	১২.২.১১
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা নিলে, ভিন্ন সারিতে তথ্য নিন)	এনজিওর ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক এনজিও থেকে সেবা নিলে ভিন্ন সারিতে তথ্য নিন)	ঋণ নিলে, কত টাকা? (প্রযোজ্য নয়= ৭৭)	কোন কাজের জন্যে ঋণ তুলেছিলেন (নিরুত্তর=৯৯, প্রযোজ্য নয়=৭৭)	যে যে কাজে টাকা ব্যয় করা হয়েছে (নিরুত্তর= ৯৯, প্রযোজ্য নয়= ৭৭)	ঋণের টাকা যথার্থ কারণে ব্যয় হল কিনা তা এনজিও মনিটরিং করেছিল (হ্যাঁ=১; না=২; নিরুত্তর=৯৯, প্রযোজ্য নয়=৭৭)	কোনো দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছেন (হ্যাঁ = ১, না = ২ জানি না= ৮৮, নিরুত্তর = ৯৯)	হ্যাঁ হলে, কোন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানি (নিরুত্তর= ৯৯, প্রযোজ্য নয়= ৭৭)	ঘুষ দিলে, তার পরিমাণ (টাকায়) (নিরুত্তর= ৯৯, প্রযোজ্য নয়= ৭৭)	কেন টাকা দিতে হয়েছে (নিরুত্তর= ৯৯, প্রযোজ্য নয়= ৭৭)

১২.২.২ সেবার ধরন	১= ক্ষুদ্র ঋণ ২= শিক্ষা ৩=স্বাস্থ্য ৪= বিশুদ্ধ পানি ৫= স্যানিটারি ল্যাট্রিন ৬= প্রশিক্ষণ ৭= ত্রাণ ৮= পুনর্বাসন ৯= আইনি সহায়তা ১০= সঞ্চয় ১১ = অন্যান্য........................
১২.২.৩ এনজিওর ধরন	১= স্থানীয় ২= জাতীয় ৩= আন্তর্জাতিক ৪= অন্যান্য .... **(স্থানীয় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে থাকলে তার তথ্য নেওয়ার দরকার নেই)**
১২.২.৫ যে কাজ দেখিয়ে ঋণ তুলেছিলেন	১= ক্ষুদ্র ব্যবসা (মুদিখানা, ফুটপাত ব্যবসা ইত্যাদি) ২= পরিবহণ (রিক্সা, ভ্যান/ইঞ্জিন ভ্যান, ইজিবাইক ক্রয় ইত্যাদি) ৩= গরু-ছাগল পালন ৪= হাঁস-মুরগি পালন ৫= মৎস্য ও কৃষি ৬= হস্তশিল্প ৭= বনায়ন ৮= মৌ-চাষ ৯ = রেশম চাষ ১০= অন্যান্য................................
১২.২.৬ ঋণের টাকা কি কাজে ব্যয় করা হয়েছে	১= সম্পূর্ণ ঋণসংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় করেছি ২= আংশিক ঋণ সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় করেছি ৩=সম্পূর্ণ পারিবারিক প্রয়োজনে/ব্যক্তিগত (চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, বিবাহ, বিদেশ পাঠানো, উচ্চ সুদে অন্য একজনকে ধার, ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি) কাজে ব্যয় করেছি ৪= অন্যান্য ....
১২.২.৯ দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন	১= ঘুষ প্রদান ২= স্বজনপ্রীতি ৩= ত্রাণ পরিমাণে কম দিয়েছে ৪= ত্রাণ বা পুনর্বাসন প্রাপ্য হলেও তা পাইনি ৫= অপ্রয়োজনীয় অন্য সেবা গ্রহণে বাধ্য করা ৬= (বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয়ের জন্য অর্থ কাটা বাদে) ঋণের পরিমাণের থেকে কম দেওয়া ৭= কিস্তি যথাসময়ে শোধ করতে না পারায় গালিগালাজ/ভয় প্রদর্শন/শারীরিক নির্যাতন করে কিস্তি আদায় করেছে ৮= কিস্তি যথাসময়ে শোধ করতে না পারায় প্রভাবশালীদের (চেয়ারম্যান, মেম্বার, পুলিশ, মাস্তান) সহায়তায় জোরপূর্বক কিস্তি আদায় করেছে ৯= কিস্তি যথাসময়ে শোধ করতে না পারায় গবাদি পশু, আসবাবপত্র, ঘরের টিন, গয়না ইত্যাদি নিয়ে গেছে ১০= অন্যান্য..
১২.২.১১ ঘুষ বা অতিরিক্ত টাকা প্রদানের কারণ	১= অর্থ বা গিফট না দিলে প্রাপ্য সেবা পাওয়া যায় না ২= যোগ্য না হয়েও সেবা পেতে ৩= অতি দ্রুত সেবা পেতে ৪= অপ্রয়োজনীয় সেবা না নিলে ঋণ না পাওয়ার ভয় ৫= নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণার অভাব ৬ = নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ৭= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)..

১৩. অন্যান্য সেবা খাত/ প্রতিষ্ঠান

১৩.১ গত এক বছরে (নভেম্বর ২০১৪-অক্টোবর ২০১৫)আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য অন্য কোনোসরকারি ও বেসরকারি সেবা খাত হতে সেবা নিয়েছিলেন কি?

উত্তর: ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী বিভাগে চলে যান)

১৩.২ খানার সদস্যদের অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৩.২.১	১৩.২.২	১৩.২.৩	১৩.২.৪			১৩.২.৫	১৩.২.৬		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	সেবা খাত/প্রতিষ্ঠান (এক ব্যক্তি এশাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (হ্যাঁ = ১, না = ২ জানি না= ৮৮, নিরুত্তর = ৯৯)	কী ধরনের দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থের পরিমাণ	ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৩.২.২ সেবা খাত/ প্রতিষ্ঠান	১ = পাসপোর্ট ২= বিটিসিএল ৩ = বীমা	৪ = পেনশন ৫ = গ্যাস ৬ = ডাক বিভাগ	৭ = ওয়াসা ৮ = ডিসি অফিস ৯ = ইউএনও অফিস ১০ =অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
১৩.২.৪ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	১ = ঘুষ বা রশিদ ব্যতিত অতিরিক্ত টাকা আদায় ২ = জোরপূর্বক অর্থ আদায় ৩ = আত্মসাৎ ৪ = স্বজনপ্রীতি		৫ = প্রতারণা ৬=সময়ক্ষেপণ ৭ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....
১৩.২.৬ ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ	১ = ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না ২ = নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া ৩ = নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া ৪ = হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো		৫ = প্রভাবিত করা ৬ = 'এল আর ফান্ড'/বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে অর্থ আদায় ৭=অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

বিভাগ ঘ: খানার আর্থ-সামাজিক তথ্য

১৪.১ খানার মাসিক খরচ

ক্রমিক নম্বর	খরচের খাত	পরিমাণ (টাকায়)
১	খাদ্য বাবদ	
২	বাড়ি ভাড়া বাবদ	
৩	শিক্ষা/লেখাপড়া বাবদ	
৪	চিকিৎসা বাবদ	
৫	বস্ত্র/ পোষাক-পরিচ্ছদ বাবদ	
৬	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)..	
মোট টাকা		

১৪.২ খানার মাসিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

ক্রমিক নম্বর		পরিমাণ (টাকায়)
১	সঞ্চয় বা নগদ জমা	
২	বিনিয়োগ (শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড ও অন্যান্য)	

১৪.৩ খানার মাসিক আয় (সকল উপার্জনকারী সদস্যের মোট আয়)

ক্রমিক নম্বর	আয়ের উৎস	পরিমাণ (টাকায়)
১	কৃষিজাত পণ্য /ফসল হতে আয় (উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে)	
২	মাছ. হাঁসমুরগী ও পশুপালন হতে আয় (উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে)	
৩	চাকরি/ দিন মজুরি হতে আয়	
৪	ব্যবসা হতে আয়	
৫	বাড়ি/ দোকান/ অন্যান্য স্থাপনা ভাড়া বাবদ আয়	
৬	বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ	
৭	দেশের অন্য স্থান হতে প্রেরিত অর্থ	
৮	অন্যান্য (উল্লেখ করুন).. .	
মোট টাকা		

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর অঙ্গীকারনামা

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্য সত্য ও সঠিক এবং নির্দেশনাবলী অনুসারে তথ্যদাতারকাছ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং একইসাথে পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ভালভাবে চেক করার পর তথ্য সংগ্রহ স্থল ত্যাগ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর: ....

তথ্য সংগ্রহের তারিখ:..

ফিল্ড সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর (তারিখসহ): --